

ONOOBADSAR

OR

Translation of Select Essays from Standard English Authors,

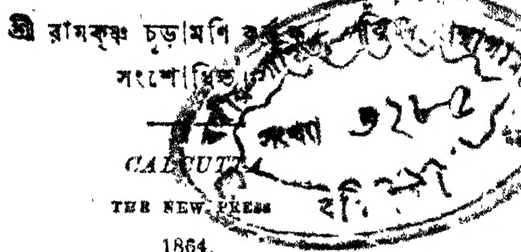
BY

MOHES CHUNDER BONNERJEE

অনুবাদসার।

শ্রী মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত।



শ্রী রামকৃষ্ণ চূড়ামণি [illegible]

সংশোধিত।

CALCUTTA

THE NEW PRESS

1864.

এই গ্রন্থ যাঁহার প্রয়োজন হইবেক, তিনি কলিকাতার সিমুলিয়া নয়ান চাঁদ দত্তের ইষ্টিটের ২৮ নং ভবনে নিউপ্রেশ যন্ত্রে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

বিজ্ঞাপন।

ইদানীন্তন বালকগণের পাঠোপযোগী বহুবিধ হিতোপদেশ অনেক পুস্তক যদিও প্রচারিত হইয়াছে, তথাপি তাদৃশ হিতকর নূতন পুস্তক প্রকাশ হইলে অপ্রয়োজন বোধ হইবে না. তন্নিমিত্ত শিশুদিগের আরো বিশেষ জ্ঞান লাভ হয়, এই শিবকর বিষয় চিন্তা করিয়া অনুবাদ সার নামক নূতন প্রকার আর এক খানি পুস্তক প্রচারিত করিলাম। এই পুস্তক কোন গ্রন্থ বিশেষের অনুবাদ নহে, অধিকাংশ প্রবন্ধ গুলী ইংরাজী নীতি পুস্তক সমূহের সারাংশ হইতে সংগ্রহ করিয়া অনুবাদিত হইয়াছে, অবশিষ্ট প্রস্তাব সকল ইংরাজী জ্ঞান সন্দর্ভ পুস্তক হইতে নীত হইয়াছে। যে সকল প্রস্তাব সংগৃহীত হইল, তন্মধ্যে প্রথমটি দ্বিজরাজ পত্রে, দ্বিতীয়, সপ্তম এবং অষ্টম মনোহর পত্রে প্রথম প্রকাশিত হয়। পুস্তক মধ্যে কোন অলীক গল্প কিম্বা অনর্থক বাগাড়ম্বর প্রকাশ হয় নাই, কেবল উৎকৃষ্ট ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের সরল ভাব সকল সঙ্কলন পূর্ব্বক এক ২ বিষয়ে একত্রিত করিয়া রচনা করা গিয়াছে, তাহাতে কোন ২ স্থলে ভাব বিশেষের অসংলগ্ন দৃষ্ট হইতে পারে এবং অর্থ সংগতি ও তাৎপর্য্য গ্রহও কঠিন হইবার সম্ভাবনা আছে. যাহাহউক, এই সকল দোষ সামান্য অথবা প্রকৃত দোষ বলিয়াই গণ্য করা যাউক. তৎ সমুদয় অস্মৎ পক্ষেই স্বীকৃত হইয়াছে, কারণ গ্রন্থ রচনায় ক্ষমতা বিরহে বলিল্যাং বামন ব্যক্তি সেই দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ

করিয়া কবি যশঃ স্পৃহা করে, তাহার জন সমাজে উপহাসাস্পদ হওয়া বিচিত্র নহে, বিশেষতঃ বিদ্যালোচনা এবং গ্রন্থাদি রচনার প্রতি যাদৃশ মনঃসংযোগ ও সময়ের আবশ্যক হয়, বিষয়ী ব্যক্তিদিগের বিষয় কার্য্যে সংযুক্ত থাকিয়া সদভিপ্রায় সকল সিদ্ধ করা অতি কঠিন, তবে ইহার মধ্যে যে কোন সময় সাবকাশ পাওয়া যায়, সেইকালে এই মনোগত ভাব প্রকাশ করিতে থাকি। অতএব ইহাতে যে কোন দোষ বিজ্ঞ মহোদয়গণের দৃষ্টিগোচর হইবে, তৎ সমুদয় স্বীয় গুণপ্রভাবে ক্ষমা করিবেন, যে হেতু আমার এই মঙ্গলানুষ্ঠানে নব উৎসাহ জন্মিতেছে। বঙ্গ ভাষায় ইংরাজী পুস্তকের উত্তম২ ভাব সকল প্রকাশিত হয়, এই অভিপ্রায় অন্তঃকরণে চির জাগরূক থাকাতে ইহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, ইহার মর্ম্ম এই মাত্র, কেবল বালক বালিকাদিগের পাঠ যোগ্য এমত নহে, বিবিধ হিত সাধক উপদেশ থাকাতে সকলেরই পাঠের উপযুক্ত হইতে পারে।

পরন্তু ভবিষ্যৎ চিন্তার ফলাফল প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত মৃত্যুর বিষয় কিঞ্চিৎ অতিরেক বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাতে সদুপদেশ এবং বিজ্ঞান শক্তি বিষয়ক বিবিধ পণ্ডিতের বাক্যই প্রয়োগ করা গিয়াছে, অতএব বিদ্বান এবং বিজ্ঞ মহোদয়গণের নিকট যদ্যপি এই পুস্তক সমাদৃত হয়, তাহা হইলে আপনার শ্রম সফল এবং চরিতার্থ জ্ঞান করিব। অলমতি বিস্তরেণ।

কলিকাতা।
শকাব্দা ১৭৮৫
৮ ফাল্গুণ

শ্রীমহেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
সংলিষ লিয়া

সূচি পত্র।



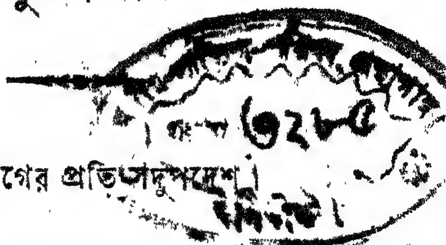
অশুদ্ধ শোধন

ও ভাব সংগ্রহ।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	১	শৈশবাবস্থাপন্ন	শৈশবাব
৩	১৩	বুদ্ধিমান	বদ্ধিমান
৪০	১	উঁহা	উঁহারা
ঐ	১৩	সায়ত্তে	স্বায়ত্তে।
৯	৪	হন	হয়
১১	১২	সফল	সফলতা।
১২	১	তৃপ্ত	তৃপ্তি
ঐ	৩	দিকেই	দিকই
ঐ	৯	ক্ষেত্রপূর্ণ শস্য	শস্যপূর্ণক্ষেত্র
১৫	১৪	নিরস	নীরস
১৬	৫	ঐ	ঐ
১৮	৮	করিলের ও ক্রমের মধ্য	প্রথমেঅসহ্যবোধ হয় কিন্তু হইবে
১৯	৩	ব্যবষায়ী	ব্যবসায়ী
ঐ	৫	সাস্থ্য	স্বাস্থ্য
২১	১৯	ঐ	ঐ
২২	২১	বিবেকা	বিবেক
২৪	১৭	চাঞ্চল্য	চঞ্চল
৩০	২১	মনুষ্যবর্গের	মনুষ্যবর্গের
৩৩	১৯	যায়	যায়
ঐ	২০	মৃত্যু	মৃত্যু
৩৬	১০	তাচ্ছল্য	তুচ্ছ
৩৭	১২	ঐ	ঐ
৩৮	ঐ	অথবা	যা আপনি
৪১	ঐ	উচিত ও ইহা	মধ্যে থাকা উচিত
৩৯	৬	ব্যক্তিদিগের	ব্যক্তির

৪৫	২১	অক্ষেপা	অপেক্ষা
৪৭	১৭	প্রহরিয়	প্রহরীয়
৫০	৪	মুল্য	মূল্য
৫১	১০	পথীবিতে	পৃথিবীতে
ঐ	১৩	লেখন	লিখন
৫২	৬	হইলে ও চিরস্মরণীয় মধ্যে	তাহারা হইবে
৫৫	৫	সাপ্তাহিক	সপ্তাহে
ঐ	২০	করে	করে না
৫৬	৮	কারণ তাঁহার	মধ্যে তিনি হইবে
৫৭	১	লেখার	লেখায়
ঐ	২০	যুগের	যুগের
৫৮	৫	দুঃখে	দুঃখ
৬৯	২৪	নের	বনের
৭১	২২	আয়	আয়ত্তে
৭৩	১৮	এরং	এবং
৭৫	১	হওয়া	হওয়া
৭৬	২	আমাদিগে	আমাদিগের
ঐ	ঐ	স্বভার	স্বভাব
৭৮	৫	হওনের	হওনের
ঐ	১১	হর	হয়
৭৯	৩	কিন্তু	কিন্তু
ঐ	১৬	যাহারা	যাহারা
ঐ	২১	সন্তোষ	সন্তোষ
৮১	২	আমাদিগকে	আমাদিগকে
৮২	১০	শত্রু	শত্রু
ঐ	১৪	ঐ	ঐ
ঐ	২১	প্রতিদেষ	প্রতিদেষ
৮৩	১৪	অনিষ্ট	অনিষ্ট

অনুবাদ সার।



যুবকদিগের প্রতি সদুপদেশ।

হে যুবকগণ! শৈশবাবস্থা পর্য্যন্ত তোমাদিগের পক্ষে আপন আপন আচার ও ব্যবহারের প্রতি বিশেষ মনোযোগ করা কর্ত্তব্য। যখন তোমাদিগের কিঞ্চিৎ বিবেক শক্তি জন্মিবেক, তখন তোমরা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, হিতাহিত, ন্যায়ান্যায় অনায়াসে অনুধাবন করিতে পারিবে। তোমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকিবে, যাঁহারা সমতুল্য অবস্থাতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা যে, সকলেই সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন এমত নহে, কেহ বা পাণ্ডিত্য ও সচ্চরিত্র দ্বারা পৃথিবীতে যশঃ ও খ্যাতি উপার্জ্জন করিয়া সুখে ও সম্মানে কালযাপন করিতেছেন, কেহ বা অসৎকর্ম্ম ও কদাচার দ্বারা জনসমাজে ঘৃণাস্পদ ও নিন্দাভাজন হইয়া চিরকাল দুঃখ ভোগ করিতেছে, কেহ বা বন্ধুবান্ধবদিগকে অপমানিত করিয়া লোক সমূহের কন্টক স্বরূপ হইতেছে, ইহাতে স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, মনুষ্যের সুখ দুঃখ মান অপমান অবস্থার উপর নির্ভর করে না, কেবল সদসৎ কর্ম্মের ফলাফল মাত্র। এজন্য কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে বিশেষ বিবেচনা করিবে। যদি তোমরা জ্ঞানান্ধ হইয়া আলস্যের বশীভূত ও বৃথা

আমোদে মত্ত হও এবং কাহারো পরামর্শ শ্রবণ না করিয়া স্বেচ্ছানুসারে কর্ম্ম কর, তাহা হইলে ভবিষ্যতের সুখের আশা একেবারে পরিত্যাগ কর, যখন তোমাদিগের এমত দৃষ্টিগোচর হইতেছে যে, অপর ব্যক্তি আপন দুষ্কৃতি ও মূর্খতা প্রযুক্ত দুঃখ ভোগ করিতেছে, তখন তোমাদিগের যে, সেইরূপ ঘটিবে না, তাহার প্রমাণ কি? অন্যেরা যে কারণ বশতঃ সুখ কিম্বা দুঃখ ভোগ করিতেছে, তোমাদিগের কি সেইরূপ হইবে না? যদি তোমরা কোন কার্য্য সফল করিতে চাহ, তাহা হইলে পূর্ব্বাবধি যত্নবান থাক, যদি আপদ্ হইতে বিমুক্ত হইতে বাসনা কর, তাহা হইলে সাবধান হও। সুখ অনায়াসে লভ্য হয় না, অনেক পরিশ্রম, চিন্তা ও যত্ন ও চর্চ্চা করিলে এ পদার্থ মিলিতে পারে। তোমরা যদি ভাগ্যবান হও, তাহাহইলে এমত কখন মনে করিও না যে, পরমেশ্বর তাঁহার আপন নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া তোমাদের অন্যায় আশা সকল পূর্ণ করিবেন।

পরমেশ্বরের নিয়ম এই যে, যাঁহারা ক্লেশ স্বীকার ও পরিশ্রম করিতে বিমুখ না হইবেন, তাঁহারাই জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইবেন। অধর্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে অবশ্যই দুঃখ ভোগ করিতে হইবে ও যে ব্যক্তি হিতকথা ও সৎপরামর্শ শ্রবণ না করে, সে ব্যক্তি আপনার অনিষ্ট আপনি করে। যদি এই সকল পরামর্শ শ্রবণ কর ও যুবা কালের উল্লাস ও অস্থিরতা গম্ভীর

চিন্তা দ্বারা সম্বরণ কর, তাহা হইলে অবশিষ্টকাল পরমানন্দে যাপন করিতে পারিবে, কিন্তু যদ্যপি তোমরা এক্ষণে মিথ্যা আমোদে ও চঞ্চলতায় দিনক্ষয় কর, তাহা হইলে যাবজ্জীবন মনঃপীড়া পাইবার সম্ভাবনা। এ কথা তোমাদিগের অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, যদি তোমরা আপন অবস্থা মতে কিম্বা বন্ধুবর্গের পরামর্শানুসারে কোন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে ঐ ব্যবসায়ে নৈপুণ্য লাভ জন্য কিঞ্চিৎ শিক্ষা করা আবশ্যক, নিষ্ঠাচার ব্যতীত কোন মনুষ্য কিম্বা মনুষ্যদিগের অবস্থা উত্তম হইতে পারে না, যদিও পৃথিবীর লোক অতি দুষ্কর্ম্মান্বিত, তথাপি ধর্ম্মকে সকলেই মান্য করে, স্বল্পবুদ্ধিযুক্ত ধার্ম্মিক ব্যক্তি, অধার্ম্মিক বুদ্ধিমান ব্যক্তি অপেক্ষা অনেক সুখী। দর্শনশাস্ত্র বাণিজ্য, ব্যবসায়, রাজকর্ম্ম কিম্বা অন্য কোন কর্ম্ম যাহাতে তোমাদিগের অভিপ্রেত হউক না কেন, ধর্ম্ম সকল কর্ম্মেই ও সকল স্থানেই আবশ্যক। ইহা না থাকিলে উচ্চপদ, বিদ্যা বুদ্ধি, সম্ভ্রম ও মান্য সকলই বৃথা, ইহার দ্বারা যাহা যথার্থ মহত্ত্ব তাহাই উপার্জ্জন হয় মনের প্রফুল্লতা ও শক্তি জন্মে, মান বৃদ্ধি করে, উত্তম অভিপ্রায় ও সাহস জন্মে, পরিশ্রমে উৎসাহ হয়, ঘৃণিত ও কুকর্ম্ম সকল হইতে বিরত করে, ধর্ম্ম দ্বারা অন্য গুণ উজ্জ্বল হয়, আন্তরিক সৌন্দর্য্য না থাকিলে বাহ্যিক সৌন্দর্য্যে কি ফল, বুৎপত্তি ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ধর্ম্ম সাহায্য না থাকিলে কেবল অপকারের ও হানির

স্থূল হয় এবং অল্পকাল মধ্যে উহা গৌরব ভ্রষ্ট হয়। নিষ্ঠাচার ও সদ্গুণ ব্যতীত অন্য কিছুই লোকেরা আদর ও মর্য্যাদা করে না, করিলেও বহুকাল থাকে না, যথার্থ গুণের মর্য্যাদা চিরকাল থাকে, কিন্তু সামান্য বাহ্যিক গুণ ক্ষণকাল মনকে ভুলায়, এজন্য হে যুবকগণ। সুবন্ধ কাল বৃথা হেলায় নষ্ট করিও না, মনোবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি সকলের অনুশীলন কর, তাহা হইলে ভবিষ্যতে মান ও সুখোপার্জ্জন করিবে, এই সময় বীজ বপনের কাল এবং এই কালে যাহা রোপন করিবে, সময়ে তাহা হইতে অবশ্যই সুফল প্রাপ্ত হইবে। যেমন শিক্ষা করিবে, তদ্রূপ ব্যবহার ও বুদ্ধি জন্মিবে। তোমাদের জীবনে সুখ দুঃখ একি প্রকারে স্থিতি, তোমাদের নিজ হস্ত গত এবং স্বায়ত্তে স্বভাব ও সরল আছে, এখনও কঠিন হয় নাই, অববোধ উত্তম বুদ্ধিকে নষ্ট করে নাই, তোমাদের সচ্চরিত্র ও উত্তমান্তঃকরণ পৃথিবীর লোকের কুসংস্কারে সঙ্কুচিত ও মন্দ হয় নাই, এক্ষণে তোমাদের প্রবল বীর্য্য আছে, সাংসারিক চিন্তা ও ভাবনা নাই, মনোবৃত্তি সকলকে ও রিপুদিগকে যে পথ প্রদর্শন করাইবে, তাহারা সেই পথের অনুবর্ত্তী হইবে, ইহাতেই তোমাদিগের ভবিষ্যতে সুখ দুঃখকে নির্ভর করে, ইহকালে ও পরকালে ইহার ফলভোগী হইতে হইবে। নিয়মানুসারে ঋতু সকল পরিবর্ত্তিত হয় এবং ভিন্নকালে ভিন্ন ফল জন্মায়, তাহার প্রায় কোন অন্যথা হয় না, সেইরূপ

নিয়মে এককালে উত্তম কিম্বা মন্দকর্ম্ম করিলে পশ্চাৎ তাহার উপযুক্ত ফলভাগী হইতে হয়। যৌবনাবস্থা ধর্ম্মে ও বিদ্যালোচনায় ক্ষেপণ করিলে মধ্যমাবস্থায় সৌভাগ্য হয় ও সদ্গুণ জন্মে এবং সৎমধ্যমাবস্থা সম্ভ্রান্ত ও সুস্থ বৃদ্ধাবস্থাকে প্রাপ্ত হয়, কিন্তু যদ্যপি ইহার বৈপরীত্য ঘটে, তাহা হইলে উদ্ভিজ্জ পদার্থ মধ্যে যেরূপ অনিয়ম হয়, সেইরূপ মনোবৃত্তিতেই হইয়া উঠে, যদ্যপি বসন্তকালে মুকুল সকল না হয়, গ্রীষ্মকালে তাহার সৌন্দর্য্য থাকে না এবং শরৎকালে ফল পাওয়া যায় না সেইরূপ যদ্যপি যৌবন কালে কোন গুণ সঞ্চয় না হইয়া বৃথা নষ্ট হয় তাহা হইলে মধ্যমাবস্থাকে ঘৃণিত ও বৃদ্ধাবস্থাকে ক্লেশ জনক ও অসুখী করে। যদ্যপি জীবনের প্রথমাংশ বৃথা আমোদে নষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে শেষাংশ বিরক্ত ব্যতিরেকে আর কি হইতে পারে? বিশেষতঃ পরমেশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতীত কখন কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না, এজন্য তাঁহাকে স্মরণ করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে, তাঁহাকে স্মরণ না করিলে তোমাদের জীবন-তরি পৃথিবীর ভয়ানক ঊর্ম্মিতে জলমগ্ন হইবার সম্ভাবনা। পরমেশ্বর সকল উত্তম বস্তুর আকর তাঁহা হইতে সকল বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়, জ্ঞান, ধর্ম্ম ধন ও মান্য সকলই তাঁহা হইতে,তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত আমাদিগের গুণে কিছুই করিতে পারে না, এজন্য সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বান্তর্যামী ভূতভাবন ভগবানের প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি ও ভক্তির সহিত একনিষ্ঠ চিত্তে

ভজনা কর এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তাহা হইলে এ মানবদেহের যাত্রা সুখে নির্ব্বাহ করিতে পারিবে।



পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি সুখের মূল।

পরাৎপর পরম পিতা পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা থাকিলে স্বভাবকে স্থির ও নিয়মে রাখে, ধর্ম্ম ও আত্মার স্নিগ্ধতা, নম্রতা ও সৌজন্য বৃদ্ধি করে, ধর্ম্ম-বান মনুষ্য অনায়াসে সচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারগ হন, যদিও তিনি লোকালয়ে স্থান প্রাপ্ত না হন, অথবা দরিদ্রতা ও ক্লেশে পতিত হন, তথাপি ধর্ম্মবলে বিজন কাননে একাকী পরম সুখে বাস করিতে পারেন। অধার্ম্মিক ব্যক্তি বিপুল ধনশালী হইলেও কদাপি সুখী হইতে পারেন না, বরং মনোদুঃখ, পীড়া ইত্যাদি নানা প্রকার কষ্ট ভোগ করেন। বিশেষতঃ বৃদ্ধাবস্থায় শরীর নিস্তেজ হইয়া উঠে, সে সময় ধর্ম্ম ও পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি ব্যতীত সচ্ছন্দে থাকিবার আর অন্য উপায় দেখা যায় না।

ধার্ম্মিক ব্যক্তির কোন প্রকার মনঃপীড়া উপস্থিত হইলে ভক্তি রসের দ্বারা স্বাস্থ্যলাভ করেন, আন্তরিক সুখের দুইটী প্রধান উপায় আছে। পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতি ও পরকালে নিশ্চিন্ত সুখের আশা, উভয়ই মনের পবিত্রতা ও ভক্তি থাকিলে উপার্জ্জন হইতে

পারে। ধার্ম্মিক ব্যক্তির মনের সুখ ইন্দ্রিয় সুখাপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট, কারণ পূর্ব্বোক্ত সুখ আত্মার শ্রেষ্ঠভাব হইতে নির্গত হয়; কিন্তু শেষোক্ত সুখ সামান্য প্রকৃতি ভাবের সুখ বই নহে, এক হইতে আত্মার স্বাভাবিক মহত্ত্ব নীচ হয়, অন্য হইতে বৃদ্ধি করে, এক হইতে আপনাকে হেয় বোধ হয়, অন্য হইতে ধন্য জ্ঞান হয়; ইন্দ্রিয় সুখ বেগবতী ফেণাযুক্ত স্রোত স্বরূপ, যাহার গতির নিয়ম নাই এবং অল্পকাল মধ্যেই শুষ্ক হইয়া যায়, কিন্তু যে আনন্দ ধর্ম্ম হইতে নিঃসৃত হয়, তাহা নির্ম্মল নদীর স্থায়ী প্রবাহের ন্যায়, যাহার দ্বারা দেশ সকল উর্ব্বরা হয় ও মনুষ্য সকল উপকৃত হয়, তবে ধর্ম্মই আমাদের জীবনের সার পদার্থ, আত্মার বিশ্রাম স্থল, চিন্তা ও উৎকণ্ঠা নাশ কারি ইহার দ্বারা অন্তরে স্থিরতা জন্মে ও ইন্দ্রিয় সকল দমন থাকে, কি ধনী কি দরিদ্র কি মহৎ কি নীচ ধর্ম্মের নিকট কাহারো প্রভেদ নাই, ধর্ম্ম থাকিলে পৃথিবীর সকল ঐশ্বর্য্য ও গৌরব তুচ্ছ বোধ হয় এবং শোক ও মনস্তাপ দূর হয়, ধর্ম্ম না থাকিলে নিস্তার পাওয়া কঠিন, ইহকাল ও পরকালে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল পরমেশ্বরের বিষম ক্রোধে পতিত হইতে হয়, ধর্ম্ম বল থাকিলে এই পৃথিবীতেই স্বর্গ ভোগ হয়।



পৃথিবীতে নির্ম্মল সুখ দুর্লভ।

এই সংসার মধ্যে মনুষ্যের সুখের বিশেষ প্রতিবন্ধক

তিন প্রকার আছে; কর্ম্ম নৈরাশ, প্রাপ্ত ধনে অসন্তোষ, ও অধিকারিত্বে অনিশ্চিতত্তা। প্রথমতঃ কর্ম্ম কার্য্যে নৈরাশের বিষয় কহা যাইতেছে। আমারা যখন এই অবনিমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করি তখন সর্ব্ব স্থানে বহু সংখ্যক লোককে ইচ্ছা কিম্বা অভাব বশতঃ নানা প্রকার কর্ম্মে ব্যস্ত থাকিতে দৃষ্টি হয়, কেহ বা আপন অভিপ্রায় সাধন জন্য দৃঢ়তর পরিশ্রম ও ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়াছে। কেহ বা সাহস কেহ বা কৌশল ও চাতুর্য্যের উপর নির্ভর করিয়াছে কিন্তু এই অনিশ কোলাহল ও ব্যস্তের ফল কি? এমত কেহই বলিতে পারেন না যে তাহার মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে, অসংখ্য লোকের মধ্যে কয়েকটি ব্যক্তি কৃতকার্য্য হইয়াছেন। মনুষ্যের ক্ষমতা ও বুদ্ধিপ্রাথার্য্য দ্বারা জীবনের মধ্যে এমত পথ কেহ প্রদর্শন করাইতে পারগ হন না, যাহার দ্বারা সুখ নিশ্চয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। দৌড় বাজিতে দ্রুতগতি ব্যক্তি যে, সর্ব্বদা সম্মান প্রাপ্ত হন, সংগ্রামে বলবান ব্যক্তি যে, জয়ী হন ও সংসার ক্ষেত্রে বিদ্বান ব্যক্তি যে ধনী হন এমত নহে, যদিও আমরা অগাধ বুদ্ধি প্রকাশ দ্বারা কোন বিষয় কল্পনা করিও আপদ হইতে উদ্ধার হইবার জন্য অতিশয় যত্নবান হই, তথাপি অভাবনীয় ঘটনা দ্বারা আমাদিগের পরিশ্রম ও সতর্কতাকে ব্যর্থ ও নিষ্ফল করে। নৈরাশ কেবল মহৎ অভিপ্রায়ী ও দুরাশা ব্যক্তিদিগের হইলে ক্ষতি ছিল না কিন্তু ইহা সর্ব্বাবস্থাতেই দৃষ্ট হয়, অল্প আশা ও ন্যায্য চেষ্টা করিলেও আশা-

দিগের বাসনা যে, নিশ্চয় পূর্ণ হয়, তাহার প্রমাণ দৃষ্টি-গোচর হয় না, কালের গতি ও ঘটনার শক্তি হইতে কাহারো নিস্তার নাই, কি যোগ্য কি অযোগ্য উভয়েই উহার স্রোতে পতিত হন এবং কিঞ্চিৎ কাল আকুঞ্চন করিয়া প্রায় জলমগ্ন হয়। নৈরাশ ব্যতীত আর সুখের প্রতিবন্ধক এই যে, কোন বস্তু প্রাপ্ত ও হস্তগত হইলেও সন্তোষ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কোন অভিপ্রেত বস্তু অনেক চেষ্টায় উপার্জ্জিত হইয়া সুখে ভোগ না হইলে ইহা অপেক্ষা অধিকতর দুঃখ আর কি আছে? কিন্তু এই দ্বিতীয় প্রতিবন্ধক প্রচুররূপে দৃষ্ট হয়, অনেক চেষ্টা দ্বারা আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারা যায় কিন্তু সেই অভিপ্রেত উপার্জ্জন হইলে সুখ ভোগ করা কঠিন, আশা ভগ্ন হইলে ক্লেশকর বোধ হয় কিন্তু আশা সফল হইলে সম্পূর্ণ সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সকল মনুষ্যের অবস্থা দর্শনানন্তর সকল ব্যক্তিকে অতি সুখী বোধ হয়, তাহাদিগের অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে প্রকাশ হয় যে, তাহারা স্বীয় ২ দশাতে সুখী নহেন। যদ্যপি তাঁহারা নির্জ্জনে অবস্থিতি করেন তাহা হইলে তাঁহারা পুনরায় কর্ম্ম ক্ষেত্রে আসিতে ইচ্ছুক হন। যদ্যপি কর্ম্ম কার্য্যে পরিশ্রম করিতে হয়, তাহা হইলে বিরক্ত হন ও সুস্থ অভিলাষ করেন, মধ্যাবস্থায় থাকিলে তাহারা সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি আকাঙ্ক্ষা করেন, উচ্চ পদ ও সম্মান প্রাপ্ত হইলে স্বতন্ত্র ও বিরাম জন্য সস্পৃহ হন, এইরূপ সম্পূর্ণ সন্তোষ কিছুতেই

লাভ করিতে পারেন না এবং আশা পূর্ণ হইলে অন্য আশা উপস্থিত হয়, মনোমধ্যে এক রিক্ত পূর্ণ হইলে অন্য স্থানে আর একটি শূন্য জন্মায় আশার উপরি আশা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে। ফলতঃ সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিদিগের যে সকল বিষয়ে অধিকার নাই, সে সকল প্রাপ্ত হইবার চেষ্টায় যে রূপ সুখ বোধ করেন, এমত প্রাপ্ত ধনের ভোগে আনন্দিত হন না। মনুষ্যের সুখ ভোগে যে নিরানন্দ প্রকাশ পায়, তাহার কতক কারণ ভোগ্য বস্তুর দোষ প্রযুক্ত দেখা যায়, কতক ভিন্ন২ মন্দ গতিকেও উৎপত্তি হয়, পৃথিবীর আমোদ ও সুখ অক্ষয় আত্মার ক্ষমতা ও উচ্চ আশা উপযুক্ত ও যোগ্য নহে; কল্পনা শক্তি দ্বারা দূরবর্ত্তী আমোদ সকল মনোরম বোধ হয় কিন্তু নিকটবর্ত্তী বা আত্মসাৎ হইলে ভ্রম নষ্ট হয়। রিপু সকলের উগ্রতা প্রযুক্ত উহাদের প্রতি প্রথমে রুচি ও অনুরাগ জন্মে, কিঞ্চিৎ কাল ভোগ হইলে বিস্বাদু হয় ও উহাতে পরিতৃপ্ত জন্মিলে বিরক্তি জন্মে। দরিদ্র ব্যক্তি অনুমান করিয়া থাকেন যে, তিনি ধনীর ধন প্রাপ্ত হইলে অত্যন্ত সুখী হইতে পারেন, ধন প্রাপ্ত হইলে কিঞ্চিৎ কাল সুখী হন বটে কিন্তু পরে ঐশ্বর্য্য ও বৈভবের চাকচিক্য ক্রমে হ্রাস পায় এবং ভাবনা ও চিন্তা বৃদ্ধি হইতে থাকে। বিশুদ্ধ আনন্দ মনুষ্যেরা ভোগ করিতে পারে না, যে সকল ব্যক্তিকে সুখী বোধ করিয়া লোকেরা হিংসা করেন, তাহাকে কি অসুখ বিরক্ত করিতেছে ? কোন রিপুতে

তাঁহার মনকে যাতনা দিতেছে, কিম্বা বর্ত্তমান অসুখ বা ভাবি ভয় তাঁহার সুখের মূলকে নষ্ট করিতেছে; তাহা তাঁহারা কিছুই জানিতে পারেন না। সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিদিগের যখন, বাহ্যাবস্থা দ্বারা কোন উদ্বিগ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা না থাকে, তখন তাঁহাদের অন্তরে বিষ সদৃশ দুর্ভাবনা জ্বালায় যাতনা দেয়, কারণ ভৌতিক সুখ অন্তঃকরণে ক্লেশ দিয়া আপনার নাশের মূল হয়, ইহা কেবল অবাধ্য ও প্রবল রিপু সকলকে সহায়তা করে, কদাচরণ সকল উৎপত্তি করে এবং কল্পিত বিপদে মনের আশঙ্কা জন্মে। যদিও সাংসারিক সুখে নৈরাশ ও অসম্পূর্ণ সম্ভোগ না থাকিত এবং মনুষ্যেরা সর্ব্ব কর্ম্মে সফল উপার্জ্জন ও সুখ ভোগ করিত, তথাপি সুখের অস্থিরতা ও অল্প স্থায়িত্ব প্রযুক্ত উহার অলীকতা বিশেষ প্রকাশ হইয়াছে, যদ্যপি পৃথিবীর মধ্যে বস্তু সকলের বিঘ্নবিনাশের কোন নির্দ্দিষ্ট উপায় থাকিত, তাহা হইলে মন নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিত কিন্তু আমাদের অবস্থা এমত নহে, সকলই অস্থৈর্য্য ও অনিশ্চয়, আগত কালের উপর নির্ভর করা মূর্খতার কর্ম্ম, কেননা এক দিবস মধ্যে যে কি ঘটনা হইতে পারে তাহা কেহই বলিতে পারেন না, যে দিবস অসুখও ক্লেশ, উৎপাদন না করে, সে আমাদিগের শুভাদৃষ্ট বলিতে হইবেক জীবন কখনই সর্ব্ব সময় সম ভাবে যায় না, সদাই অনপেক্ষিত ঘটনার দ্বারা পরিবর্ত্তন হইতেছে। পরিবর্ত্তনের বীজ সকল স্থানেই রোপিত আছে এবং সৌভাগ্যের

কিরণ পাইলেই অধিক বর্দ্ধিত হয়। আমাদের যদিচ অনেক সুখ ভোগের উপায় থাকে, তাহাতে বরং অধিক আশঙ্কা বৃদ্ধি করে, যদি আমরা অনেক দিন সুখ ভোগ করিয়া থাকি, তাহা হইলে অসুখের কাল শীঘ্র আসিবার অধিক সম্ভাবনা, সৌভাগ্য শীঘ্র হয় না, ক্রমশঃ ও অতি কষ্টে উপার্জ্জন হয় কিন্তু দুর্ভাগ্যের ও মন্দের গতি দ্রুত, তাহাতে কোন পূর্ব্বোদ্যোগ আবশ্যক করে না, কোন অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে হইলে অনেক সময় ও পরিশ্রম আবশ্যক করে কিন্তু ঐ প্রাসাদকে কোন অমঙ্গল জনক ঘটনাতে কিম্বা অকস্মাৎ আঘাতে সমভূমি করিতে পারে। যদিও দুর্ঘটনা না হয়, তথাপি মনুষ্য সুখ ক্ষণিক; কারণ মনুষ্যের মন স্বভাব বশতঃ পরিবর্ত্তন হইতেছে, কোন আমোদ আমাদিগের অধিক দিন জন্য তৃপ্তি করিতে পারে না, যাহা আমাদিগের তরুণ বয়সে আমোদিত করিয়াছে, তাহা বয়ঃপ্রাপ্তি হইলে আর আমোদিত করে না, বার্দ্ধক্য দশা উপস্থিত হইলে আমরা বল ও সামর্থ্য হীন হই ও আমাদের বুদ্ধির তীক্ষ্নতা যায় এবং আনন্দ জনক বোধ শক্তি সকল হ্রাস পায়, সময়ের নিঃশব্দ গতির সহিত আমাদের জীবনের কিয়দংশ যায়, অবশেষে আমরা কালের করাল গ্রাসে পতিত হই, আমাদিগের অবস্থা যে মিথ্যাভিমান মাত্র তাহা আমাদিগের অল্পকাল জীবিত থাকায় প্রকাশ পাইতেছে। অল্পকাল আমাদের কর্ম্মের সীমা, ভাবনা, চিন্তা ও পরিশ্রম, কলহ ও বিবাদ উচ্চাভিপ্রায় কল্পনা দুরাশা আমোদ

প্রমোদ কিছু কাল আমাদিগের উপর কর্ত্তৃত্ব করে, অবশেষে কৃতান্তের হস্তে নিক্ষেপ করে এবং আমাদের নাম একেবারে লোপ হইয়া যায়, এই সকল বিবেচনা করিয়া পৃথিবীর আমোদের প্রতি লালসা আমাদিগের পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।



নূতনতা।

অভিনব বস্তু দর্শনেচ্ছা মনের অতি আদি স্বভাব, ইহা দ্বারা আমাদের নূতন বস্তু দেখিতে ইচ্ছা হয় ও দৃষ্টি হইলে মনোমধ্যে আমোদ জন্মায়। তাহার হেতু এই যে, তদ্দ্বারা আত্মাকে রম্য বিস্ময়ের সহিত পূর্ণ করে কৌতূহলকে তৃপ্ত করে এবং নূতন বোধ প্রাপ্ত হওয়ায়। সকল মনোবৃত্তি মধ্যে অনুসন্ধানেচ্ছা অতি প্রতীয়মান। ইহা এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে সর্ব্বদা ধাবমান হয়। ইহার ক্ষুধা অতি প্রখর কিন্তু সহজেই নিবৃত্ত হয় এবং ইহাকে সর্ব্বদা চঞ্চল, অস্থির ও চিন্তাযুক্ত বোধ হয়। পরমকারুণিক পরমেশ্বর আমাদিগের বিদ্যা বিষয়ের চর্চ্চা ও উৎসাহ করিবার জন্য ও তাঁহার সৃষ্টির আশ্চর্য্য বস্তু সকল অনুসন্ধানে আমাদিগের নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত আমাদিগের মনে নূতন কিম্বা অসাধারণ বস্তুর জ্ঞান সম্বন্ধে আনন্দ প্রদান করেন এবং ঐ স্বভাব উপযোগী এই পৃথিবীকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন; সংসারের বাস্তবীয় আধিদৈবিক ব্যাপারের নিরন্তর অথচ নিয়মানুবর্ত্তী

পরিবর্ত্তন দ্বারা আশা সকল বৃদ্ধি হইতেছে ও তৃপ্ত জন্মিবার সম্ভাবনা রাখে না; আমরা যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই কৌতুক ও উৎসাহ প্রদান এবং চিত্ত সংযোগ করে। সূর্য্যোদয় হইলে মেঘ সকল নানা বর্ণ ধারণ করে ও ক্রমশঃ চতুর্দ্দিক আলোকময় হয়; দিবাবসানে ছায়া বৃদ্ধি হইতে থাকে, আলোক হ্রাস পায়, তাহার পর শশধর স্বীয় অভেদ্য সঙ্গিগণ তারকা মণ্ডলী পরিবৃত হইয়া গগন মণ্ডলে বিরাজ করেন। পৃথিবী মধ্যে বন উপবন, নানা রূপ পাদপ ও লতা, ক্ষেত্রপূর্ণ শস্য, উচ্চ পর্ব্বত শিখর এবং উর্ব্বরা উপত্যকার সৌন্দর্য্য দৃষ্টি গোচর হয়। কথিত আছে, সত্য যুগে বসন্ত ঋতু ব্যতীত অন্য কোন ঋতু ছিল না কিন্তু ইহা হইলে মনের কৌতূহল কি রূপে নিবারণ হইত, তাহা বলা যায় না। অতীত কালে আমরা যে সকল বোধ সঞ্চয় করিয়াছি ও বর্ত্তমান কালে যে সকল জ্ঞান উপার্জ্জন করিতেছি, তদ্দ্বারা আমরা প্রায় আনন্দ অনুভব করিয়া থাকি। ক্লেশের পর স্বাস্থ্য লাভ করিলে সুখ বোধ হয়, শীতের পর উষ্ণতা বোধ করিলে মন প্রফুল্লিত হয়, কিন্তু কিছু দিন গত হইলে শীতের বিষয় স্মরণ থাকে না, এবং পুনর্ব্বায় চিত্ত অস্থির হইয়া উঠে; মনকে উল্লাসিত করিবার ক্ষমতা সকল ঋতুর আছে। শোভাহীন হেমন্ত কাল মনুষ্যের মলিন ও স্থির বিস্ময়তা উত্থিত করে; যদিও এই কালে নানা রূপ মনোহর বস্তু অদৃশ্য হয়, তথাপি ইহার আমজনকতা বৃদ্ধি হয়। মন এক

যারে বর্ত্তমান ও বিগত কাল সম্মুখে দৃষ্টি করে; এক সময়ে যে সকল সৌন্দর্য্য ছিল, তাহা এ ঋতুতে দৃষ্টি গোচর হয় না, কেবল নিভৃত ও উচ্ছিন্ন সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইতে থাকে, কোন কবি কহিয়াছেন, যে ব্যক্তি বসন্ত কালে পল্লিগ্রামে সকল বস্তুর অভিনব শোভা ও সৌন্দর্য্য দৃষ্টি করেন নাই, তাঁহার স্বভাবের প্রতি বৈরাগ্য আছে, এমত বোধ হয়। সেই রূপ হেমন্ত কালের ভয়ানক দৃশ্য সকলদর্শন করিয়া যিনি ত্রাসযুক্ত ও স্তম্ভিত না হন, তাঁহাকেও উক্ত দোষে দোষী করা যাইতে পারে। বসন্ত কাল আনন্দের কাল, হেমন্ত ভয়ের কাল। বসন্ত কালে বন মধ্যে বিহঙ্গ কুল সুমধুর স্বরে গান করিতে থাকে, তদ্দ্বারা মন প্রফুল্লিত হয় ও চতুর্দিগে সুখ ও প্রাচুর্য্য দেখিয়া চিত্ত বিমলিত হয়। হেমন্ত কালে সকল বস্তু শুষ্ক ও নিরস দেখিয়া মন অসুখী হয় এবং দয়ার বাষ্প ধারা নির্গত হয়। অনন্তর আমরা দেখিতে পাই, বালকেরা সর্ব্বদা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নূতন বস্তু প্রাপণ জন্য ধাবমান হয়; তাহারা কোন নূতন বস্তু সম্মুখে থাকিলেই ভাল মন্দ বিবেচনা না করিয়া অতি ব্যাগ্রতার সহিত ধারণ করে। তাহাদের মন সকল বস্তুতেই নিবিষ্ট হয়, কারণ তৎকালীন সকলই তাহাদের পক্ষে নূতন বোধ হয়। আর যে সকল মনুষ্য অল্পকাল এই পৃথিবীতে লোক যাত্রা আরম্ভ করিয়াছেন, অর্থাৎ সাংসারিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা অস্ম অব-

স্থাতে সন্তুষ্ট থাকেন, আমোদের অন্য কোন উপায় না থাকিলেও পৃথিবীর নানা রূপ বস্তু দ্বারা ইন্দ্রিয়-গণ নিযুক্ত থাকে ও তাহাদের মনোমধ্যে আহ্লাদ জন্মায় কিন্তু যেমত বয়োবৃদ্ধি হইতে থাকে, সকল বস্তু নিরস ও শুষ্ক বোধ হয়, পুরাতন বস্তু দৃষ্টি হইলে ইন্দ্রিয় সকলের বৈরক্তি জন্মায় এবং অবশিষ্ট কাল তেজ রহিত, বিরস ও বিস্বাদু হইয়া উঠে। ধনাঢ্য ব্যক্তির ঐশ্বর্য্য দর্শনে সকলে চমকিত হন কিন্তু ধনস্বামীর ঐ রূপ ভাব উদয় হয় না, তিনি আপন পরম শোভাযুক্ত অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করেন, যেমন আমরা আ-মাদিগের সামান্য গৃহে প্রবেশ করি। এই অত্যা-শ্চর্য্য পৃথিবী আলোক ও আকাশ বিবেচনা করিয়া দৃষ্টি করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়, কিন্তু আ-মরা অনায়াসে স্থির চিত্তে দেখি; অনুসন্ধানেচ্ছা স্বভা-বতঃ অতি চঞ্চল, ইহা অত্যল্প কাল মধ্যে বহুল বস্তু দৃষ্টি করে এবং পৃথিবীর নানা প্রকার বস্তু শীঘ্র দর্শন করিয়া উঠে, তাহার পর বারম্বার এক রূপ বস্তু দৃষ্টি হয়, সুতরাং তাহাতে ক্রমশঃ আমোদ ন্যূন হইতে থাকে। বালক ভিন্ন ভিন্ন সামান্য খেলনীয় বস্তু পা-ইলেই আহ্লাদে ক্রীড়া করে, যুবাগণ মনোমত আমোদে কালাতিপাত করে, পূর্ণ বয়স্ক পুরুষেরা ধন ও মান উপার্জ্জনে চেষ্টিত থাকে; নূতন বস্তু লব্ধ হইলে প্রিয় বোধ হয়, প্রিয় বস্তু কিছুকাল ভোগ হইলে তৎপ্রতি পূর্ব্বমত অনুরাগ থাকে না। সৌ-

হার্দ্দ কিছু কাল বিচ্ছেদের পর পুনর্ম্মিলন হইলে অধিক দৃঢ়তর হয়। কুৎসিতাকৃতি নিয়ত দৃষ্টি করিলে আমাদিগের ঘৃণা থাকেনা ও দিব্য স্ত্রী সর্ব্বদা নয়ন-গোচর হইলে উল্লাসিত ও হর্ষযুক্ত হই না। বারম্বার এক প্রকার বস্তু দৃষ্টিগোচর করিলে আমাদিগের যে বিরক্তি জন্মে,তাহা নূতন ও অপূর্ব্ব বস্তুতে ক্ষণেক নষ্ট করে ও মনকে প্রফুল্লিত করে; ইহা এক প্রকার বিশ্রামদায়ক ও সাধারণ আহ্লাদের তৃপ্তি নাশক, ইহার দ্বারা একটা বিকটাকার, বিশ্রী, অদ্ভুত দেহকেও সৌন্দর্য্য প্রদান করে; ইহার দ্বারা মন এক বিষয়ে কিম্বা এক বস্তুতে স্থির থাকে না, সর্ব্বদা নূতনে ধাবমান হয়। ইহার দ্বারা বৃহৎ ও মনোহর বস্তু দর্শনে দ্বিগুণ আনন্দ জন্মে। শস্যক্ষেত্র, ময়দান, কানন সর্ব্ব কালেই সুন্দর, কিন্তু বসন্ত কালে উহাদের রম্যতা অনেক বৃদ্ধি হয়। ইহার দ্বারা নদী, ফোয়ারা, নির্ঝর যাহাদের দৃশ্য মুহু-র্মুহুঃ কেবল নূতন হইতে থাকে, মনকে অধিকতর প্রফুল্ল করে। আমরা পাহাড় পর্ব্বত ও গহ্বর দর্শনে শীঘ্র বিরক্ত হই, কারণ উহা স্থির থাকে এবং পরিবর্ত্তন হয় না, কিন্তু যে সকল বস্তুতে পরিবর্ত্তন ও গতি আছে, তাহা দৃষ্টি হইলে মন স্ফূর্ত্তি ও তেজবিশিষ্ট হইয়া সুখাস্বাদন করে। আর আমাদিগের ব্যবহার ও আ-চরণ ভাগ্য বশত বদল হইতে দেখা যায়, অতি সামান্য ব্যক্তি ধনী ও ক্ষমতাবান হইয়া কি রূপ ব্যবহার করিবে, ইহা অনুভব করা অতি কঠিন। সকলেই প্রায়

ঐক্য হন, যে অত্যল্প ব্যক্তি ধন ও উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইলে নম্র ও সুশীল হন, বরঞ্চ মনুষ্যের সৌভাগ্য হইলে তাহারা উত্তম কর্ম্ম না করিয়া অন্যায় কর্ম্ম ও মূর্খতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। আর নূতনতায় শারীরিক বোধ এত অধিক নির্ভর করে যে, অনেক বস্তু ব্যবহার হইলে তজ্জনিত আমোদ কিম্বা ক্লেশ অনেক হ্রাস বিবেচনা হয়। কোন নূতন বস্ত্র পরিধান করিলে ক্রমে সহজ বোধ হইয়া আসে এবং যে সকল খাদ্য এক সময় অভোজনীয় জ্ঞান হয়, তাহা ক্রমে ক্ষুধাকে পরিতৃপ্ত করে এবং কোন ভার কিছু দিন বহন করিলে অভ্যাস হইয়া যায়। আমাদিগের স্বভাবের দুরদৃষ্ট এই যে, সুখ দুঃখ অপেক্ষা অতি অল্প ক্ষণ ভোগ হয়, দুঃখ শীঘ্র পরিত্যাগ করে না। নূতনতা দৃষ্ট ইচ্ছাপেক্ষা মনুষ্য মধ্যে প্রায় অন্য কোন রিপু বিশেষ প্রবল দেখা যায় না। এই ইচ্ছার প্রবলতা দেশের ও জাতির সভ্যতা পরিমাণে ভেদ হয়। ইহা বস্তু ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ফল দর্শায়, যদি উহা ধর্ম্ম কিম্বা রাজনীতি সংক্রান্ত হয়, তাহা হইলে ভয়ানক ঘটনা সকল উপস্থিত করে; রাজনীতিজ্ঞেরা নূতন লোক ও নূতন মতে অতি ভীত হইতেন, বাস্তবিক অতি নূতনতর রাজনীতি, রাজা কি প্রজা উভয় মধ্যে সুখোৎপন্ন না করিয়া বরং দুঃখের মূল হইয়াছে ও রাজত্ব সকলকে বারম্বার নষ্ট করিয়াছে। বেশভূষায় ও গৃহোপকরণে এই নূতনেচ্ছা থাকিলে

বিশেষ হানিকর হয় না, কেবল হাস্যাস্পদ হইলেই যথেষ্ট হয়। আর ইহাতে সাধারণ লোকের উপকার দর্শে। ব্যবষায়ী ব্যক্তিরা উৎসাহ যুক্ত হয় ও ধন লাভ করে, নূতন ইচ্ছাতে যে কেবল জীবনের নূতন বস্তু দ্বারা সুখ ও সাস্থ্য উপার্জ্জন হইয়াছে এমত নহে, জীবনের প্রকৃত গৌরব ও সুখ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, নূতন বস্তু দৃষ্ট ইচ্ছার দোষ এই যে, যে সকল বস্তু অত্যুত্তম তাহার শোভা বিশেষ রূপ বিবেচনা না করিয়া আমরা অন্য নূতন সামান্য বস্তুতে মনোযোগ দি, যেমত অনেক উত্তম পাঠ যোগ্য ও নীতি পূর্ণ পুস্তক দুই তিন বার উত্তম রূপে পাঠ না করিয়া অন্য জঘন্য পুস্তক পাঠে প্রবৃত্ত হই। যে রূপ পূর্ব্ব সঞ্চয় দৃষ্টি না করিয়া ধন বৃদ্ধির চেষ্টা পাওয়া মূর্খতা প্রকাশ হয়, সেই রূপ বিদ্যোপার্জ্জনে দেখা যায়। নূতন ও অপূর্ব্ব বস্তু দৃষ্টি-গোচর হইলে আমাদিগের অধিক বিস্ময়াপন্ন ও আ-শ্চর্য্য যুক্ত করে বটে কিন্তু বৃহৎ ঘটনা সকল যখন আ-মাদিগের নিকটবর্ত্তী হয়, সে সকল আর অধিক আশ্চর্য্য বোধ হয় না ও চিত্ত সংযোগ করিতে পারে না, যাহা এক সময় আমরা অন্য বস্তু অবহেলা করিয়া অত্যন্ত মনোযোগ করত দৃষ্টি করিয়াছি, সেই বস্তু ক্রমে মন হইতে তিরোহিত হইয়া সামান্য হেয় বস্তুর মধ্যে গণ্য হয়, বিশেষতঃ জীবনের অল্প কাল স্থায়িত্ব হেতু আমরা কৃতান্তের করাল গ্রাসে অনেক ব্যক্তিকে পতিত হইতে দেখিতে পাই এবং ইহা বারম্বার দৃষ্টিগোচর

হওন জন্য আমাদিগের মন বিশেষ রূপ উচ্চাটন হয় না, বরং তাহার কি রূপ অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া ও শ্রাদ্ধাদি সম্পাপন হইবে, এই ভাবনা নিতান্ত গুরুতর হইয়া উঠে। লোক সকলকে গঙ্গা যাত্রা কিম্বা গোর স্থানে লইয়া যাইতে দেখিলে আমরা বিশেষ চিন্তাযুক্ত হই না, তৎক্ষণাৎ অন্য সামান্য বিষয়ে অম্লান বদনেও সুস্থ চিত্তে মনোযোগ দি। যে সকল বস্তুর নূতনতা ভিন্ন অন্য কোন গুণ নাই, তাহা অত্যল্প ক্ষণ আমাদিগের মনকে নিবিষ্ট করিতে পারে, বস্তুতঃ যদ্যপি বস্তু সকল নূতনতা ব্যতীত অন্য গুণ দ্বারা আমাদিগের মনকে উল্লাসিত না করিত কিম্বা অনুসন্ধানেচ্ছা ব্যতীত অন্য রিপু না থাকিত, তাহা হইলে কাল যাপন করা দুঃসাধ্য হইত। মনকে যে রিপু সকল আন্দোলন করে, তাহার মধ্যে অনুসন্ধানেচ্ছা অবশ্যই কিঞ্চিৎ মিশ্রিত থাকে, আর মন নূতন বস্তুতে ধাবমান হইবার কারণ এই বোধ হয়, যে মনুষ্যের আত্মা ইহ লোকেতে বিনষ্ট হয় না, পর লোকে গমন করে।



রিপু।

মনুষ্যের স্বভাবকে আলোচনা করা বিবেক শক্তির অত্যন্ত আবশ্যক, এবং যাহাতে ঐ আলোচনা সহজ ও আনন্দজনক হয়, তাহা চেষ্টা পাওয়া মনুষ্য বুদ্ধির প্রধান কর্ম্ম। অন্যান্য বিজ্ঞান শাস্ত্রে আমাদের জ্ঞান

বৃদ্ধি করিতে পারে কিন্তু মন বিজ্ঞান শাস্ত্রে আমাদিগের জ্ঞানী ও ধর্ম্ম পরায়ণ করে। খগোল কিম্বা ভূগোল বিদ্যা অপেক্ষা অধ্যাত্ম বিদ্যা অনেক শ্রেষ্ঠ, এ জন্য পূর্ব্বকালে সক্রেটিসকে দৈববাণীতে সকল মনুষ্যাপেক্ষা পণ্ডিত কহিয়াছিল; কারণ তিনি মনুষ্য স্বভাবের বিশেষ আলোচনা করিতেন। এই বিদ্যা দ্বারা আমরা অনেক কর্ম্মের কারণ নির্ণয় করিতে পারি, যাহার মধ্যে সাধারণ ব্যক্তিরা প্রবেশ করিতে প্যারে না; যাহাতে তাহাদের বিস্ময় জন্মায় আমরা রিপু সকলের স্বভাব ও গতি দর্শন করিয়া তাহার আদ্যন্ত জানিতে পারি, কারণ মনুষ্যদিগের কর্ম্ম সকল রিপুর অনুবর্ত্তী হয়, যেমন আলোক উত্তাপকে অনুবর্ত্তী করে। মনুষ্যের আত্মা রিপুদল ব্যতীত উৎসাহিত, কর্ম্ম কার্য্যে নিবিষ্ট ও প্রতিজ্ঞারূঢ় হয় না। রিপু সকলের দ্বারা আত্মার কর্ম্ম কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে, বুদ্ধিকে জাগরিত এবং মনকে কোন বিষয়ে সংলগ্ন করে। বুদ্ধি স্বভাবতঃ স্থির ও অলস, স্বয়ং কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না, কেবল রিপু সকলের সাহায্যে সঞ্চার করিতে পারে। রক্ত চালনা দ্বারা যেমন শারীরিক স্বাস্থ্য কুশল ও শক্তি লাভ হয়, সেই রূপ রিপু সকল মনের সুস্থতা ও বল বৃদ্ধি করে। রিপু সকলের সহায় ব্যতীত মন কর্ম্ম করিতে অক্ষম হয়। জ্ঞান রিপু সকলকে নিয়মে রাখে। রিপুচয় মনকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, অনুমান হয় যেন জ্ঞানশক্তিকে তাহারা শাসনে রাখি-

য়াছে, বাস্তবিক তাহা নহে। কারণ জ্ঞান শক্তির যদিও অনেক প্রবল শত্রু আছে, তথাপি তাহাদের একতা নাই ও পরস্পর বিরোধ থাকা হেতু তাহারা একত্রিত হইলে একটি অন্যটিকে বিনাশ করে। যথা কৃপণতা, কাম ও অপব্যয়কে উচ্ছেদ করে; আত্ম গরিমাতে ব্যয়কুণ্ঠতাকে ধ্বংস করে; পাপাশক্ত ব্যক্তিকে ভয়েতে দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করে, অহঙ্কারে ভীত ব্যক্তিকে সাহস দেয়, এই রূপ বিপরীত রিপু সকল পরস্পরের অনৈক্যতা প্রযুক্ত মঙ্গল সম্পাদন করে। যে সকল নানা বিধ অসম্ভব ও আশ্চর্য্য কার্য্য আমরা মনুষ্য মধ্যে দেখিতে পাই, তাহার কারণ বিবেক শক্তি হইতে পারে না। এমত নির্ম্মল প্রস্রবণ হইতে আবিল বারি নিঃসরণ হওয়া সম্ভবে না; সে সকল কর্ম্ম রিপু হইতে উৎপন্ন হয়। যেমন বায়ু অর্ণবযানের প্রতি, রিপু সকলও মনের প্রতি সেই রূপ হয়, উহাতেই ইহার গতি ও বিনাশ; উত্তম ও মাধুর্য্য হইলে নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া যায়। যদি প্রবল ও বিপরীত হয়, তাহা হইলে নষ্ট করে। বিবেক শক্তি কর্ণধার স্বরূপ হইয়া থাকিবে; রিপু সকল অত্যন্ত বলবান হইলেও বিবেক শক্তিকে পরাভব করিতে পারে না, কারণ পরম প্রকৃতির মানস এই যে, বিবেক শক্তি শাসন করিবে, রিপু সকল শাসনে থাকিবে পৃথিবীতে আমাদের অবস্থা এরূপ যে, রিপু সকল আমাদিগের মন্দ কর্ম্ম করিতে রত করে, কিন্তু জ্ঞান তাহা

নিবারণ করিতে চেষ্টা পায়। দেহ আত্মার ও আত্মা দেহের বিরুদ্ধাচরণ করিতে চায়; এবং এই বিবাদের নিষ্পত্তিতে মনুষ্যের আচরণ ও ভাগ্য নির্ভর করে। যদি জ্ঞান জয়ী হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মের বল বৃদ্ধি পায় এবং মনুষ্য সন্তোষ ও মনের কুশল উপার্জ্জন করেন। যদি রিপু সকল প্রবল হয় এবং মনুষ্য অন্যায় কর্ম্ম করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পরে অনুতাপ করিতে হয়। রিপু সকল মনুষ্য মাত্রেই আছে, কিন্তু কোন২ মনুষ্যতে ইহা বিশেষ রূপ প্রকাশ পায় না। স্বভাব, শিক্ষা, দেশের রীতি ব্যবহার এবং জ্ঞানও এই রূপ কারণ ভেদে রিপু সকলের শক্তি খর্ব্ব কিম্বা বৃদ্ধি রাখে। রিপু সকলের বীজ নষ্ট হয় না, অল্প সাহায্য পাইলেই অঙ্কুরিত হয়। রিপু সকল আমাদের মধ্যে জন্মপর্য্যন্ত আছে ও আমাদের সহিত বিনাশ হইবে; তাহারা কাহারো নিকট অতি শান্ত ও স্থির থাকে, কাহারো নিকট অতি প্রবল ও অশাসনীয় হয়, কিন্তু জ্ঞান শক্তি দ্বারা তাহাদের বশীভূত করা যাইতে পারে। রিপু সকল মনুষ্যদিগের কর্ম্ম কার্য্যের প্রধান উপযোগী, তাহাদের বশীভূত রাখা কর্ত্তব্য কিন্তু একেবারে নির্ম্মূল করা কোন রূপে বিধেয় নহে; তাহাদিগের স্বাধীন প্রজার ন্যায় ব্যবহার করা আবশ্যক, ক্রীত দাসের মত করিবে না। কারণ অত্যন্ত শাসনে রাখিলে নীচ প্রবৃত্তি হয়, মহৎ প্রবৃত্তি জন্মায় না ও উত্তম কর্ম্মে অনুপযুক্ত হয়। রিপু সকল দ্বারা

আমরা মনুষ্যত্ব প্রকাশ করিতে পারি, তাহারা মন্দও ঘটাইতে পারে, এই আশঙ্কায় যে তাহাদের সমূলে উৎপাটন করা কখনই যুক্তি সিদ্ধ নহে। আমাদিগের বুদ্ধির ক্ষীণতা প্রযুক্ত রিপু সকল সর্ব্বদা অন্যায় বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, আর যদিও তাহারা সুপথ-গামী হয় ও তাহাদিগের অভিপ্রেত বস্তু সকল উত্তম হয়, তথাপি তাহারা অতিরেক হইয়া বিপদ্ ঘটায়। রিপু সকলের যে বিষয়ে সুখ জন্মায়, তাহাতে আমা-দিগের জ্ঞানান্ধ করিয়া উদ্বিগ্ন চিত্তে ধাবমান করে। এই দুই বিষয়ে আমাদিগের রিপু সকলকে শাসনে রাখা কর্ত্তব্য; প্রথমে আমাদিগের যে সকল বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত, তাহা নিশ্চয় করিয়া পরে সকল বিষয়ের আলোচনায় অথচ যাহাতে রিপু সকল বিচার শক্তির সীমার বহির্ভূত না হয়, এমত চেষ্টা পাওয়া আ-বশ্যক, যদি কোন রিপু অসময়ে আমাদিগের মনোমধ্যে প্রবেশ করে ও বিবেচনা শক্তিকে আচ্ছন্ন ও অস্থির করে, কিম্বা আমাদিগের স্বভাবকে সময়ে ২ চাঞ্চল্য করে ও আমাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম উপযুক্ত রূপে নির্ব্বাহ করিতে অসমর্থ করে; কিম্বা আনন্দ চিত্তে জীবনের সুখ ভোগ করিতে না দেয়, তাহা হইলে আমরা এই সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, ঐ রিপু আমাদিগের উপর প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। মনকে স্থির ও দৃঢ় রাখা আবশ্যক, যেন রিপুর উগ্রতা ও প্রচণ্ডতায় প্রতারণা ও আন্দোলন করিতে না পারে; মন সুনিয়মের

উপর স্থাপিত থাকিলে ভিন্ন ২ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে স্বাধীন থাকিতে পারে এবং হিতাহিত জ্ঞানের পরামর্শানুসারে কর্ম্ম করিতে সক্ষম হয়।

মনুজ সকল অসচ্চরিত্র প্রকাশ করিলে প্রায় স্বীয় রিপু সকলের উপর দোষাপর্ণ করেন, এবং এ রূপ প্রসঙ্গ করেন যেন পাপ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত থাকা দুঃসাধ্য; কিন্তু তাঁহাদের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, যদিও রিপু সকল স্বভাবতঃ মনুষ্য মধ্যে আছে, তথাপি তাহাদিগের হইতে কোন অনিষ্ট ঘটিতে পারে না, কেবল মূর্খতা ও বিপরীত ব্যবহার প্রকাশ করিলে তাহারা প্রবল হইয়া উঠে। বাল্য কালের বিষয় আমাদিগের কিছুই স্মরণ থাকে না, যদিও থাকে, তাহা অত্যল্প মাত্র, কোন ২ রিপু আমাদিগের ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্য্যন্ত শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, কেহবা জন্ম গ্রহণের পর উৎপন্ন হয়, কেহবা আসন্ন কাল অবধি থাকে, কেহবা প্রবীণ বয়ঃক্রম হইলে পরিত্যাগ করে। মনুষ্যের জীবনের তিন প্রকার অবস্থা বিবেচনা করা যাইতেছে, বাল্যাবস্থা, যৌবনাবস্থা ও প্রৌঢাবস্থা। শৈশবাবস্থায় জ্ঞানোদয় হয় না, যুবাকালে যদিও বুদ্ধি প্রকাশ পায়, তথাপি শিক্ষার আশ্রয় ও শোধন শক্তি না পাইলে মনুষ্যকে শাসন করিতে সক্ষম হয় না। তৃতীয়াবস্থা কিম্বা প্রৌঢাবস্থাতে সম্পূর্ণ বোধ জন্মে। যেমন মনুষ্যের বোধোদয় হইতে থাকে, সেই পরিমাণে তিনি দায়ী হন এবং তাঁহার জ্ঞানানুসারে দণ্ড ভোগ

করিতে হয়। প্রথমতঃ বালক সকলকে পিতা মাতা ও গুরু জনেরা শাসনে রাখেন; বুদ্ধিযুক্ত মনুষ্যদিগের রাজনিয়মানুসারে দণ্ডনীয় হইতে হয়। বালক কোন কুকর্ম্ম করিলে আমরা তাহাকে দুরন্ত বলিয়া ভর্ৎসনা করি, যদ্যপি পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি কোন অন্যায় কর্ম্ম করে, তাহা হইলে তাহাকে মনুষ্য সমাজে দুষ্কর্ম্মান্বিত বলিয়া গণনীয় করা যায়। মনুষ্যেরা নেশা জন্য অভিভূত থাকিয়া কিম্বা কামাদি বৃত্তি সকলের দ্বারা উৎসাহিত হইয়া কোন জঘন্য কর্ম্ম করিলে নেশা কিম্বা রিপু জন্য ঐ দুষ্ক্রিয়া মার্জ্জনা হইতে পারে না। যদ্যপি কোন কারারুদ্ধ ব্যক্তি বিচারককে কহে যে, আমার স্বভাব অতি নিষ্ঠুর, ক্রোধ, লম্পট ব্যবহার ও ঈর্ষা আমাকে মন্দ কর্ম্মে উৎসাহিত করিয়াছিল, এ কথাতে কোন বিচার স্থলে সে ব্যক্তি অব্যাহতি পাইতে পারেন না; কিন্তু এরূপ কথা মনুষ্যেরা প্রায় লোক সমাজে ও পরমেশ্বরের নিকট দর্শাইয়া আপনাদিগের দোষাচ্ছাদন করিবার মানস করেন, যেন রিপু সকল শাসনে থাকিবার নহে এবং উহাদের বশীভূত হইয়া মনুষ্যদিগের অবশ্যই কর্ম্ম করিতে হইবে। এই ছলনা যেরূপ পাপজনক সেই রূপ নীচও বলা যাইতে পারে; কারণ, পরমেশ্বর মনুষ্যকে নিরঙ্কুশ ইচ্ছা দিয়াছেন এবং জ্ঞানালোক ও বিচার শক্তি দ্বারা তাহার মন উজ্জ্বল করিয়াছেন; তথাপি মানব নিকর আপনাকে ইন্দ্রিয়ের বশীভূত বলি-

য়া বিবেচনা করেন, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা আর মর্য্যাদা ভ্রংশ কাহাকে বলা যাইতে পারে? ভয় মানব দেহে প্রায় জন্মাবধি দৃশ্য হয় এবং যদিস্যাৎ বালকের রক্ষকেরা কল্পিত মিথ্যা ত্রাস ও আতঙ্ক দ্বারা আশঙ্কা বৃদ্ধি হইতে দেন, অথবা সম্মুখে ভয়ানক বস্তু সকল আনয়ন করিয়া শঙ্কিত করেন, আর যদ্যপি তাঁহারা প্রহার ও ভর্ৎসনা দ্বারা বাল্য কালের ভীরু স্বভাবের উপর নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করেন এবং আত্মাকে সমধিক বৃদ্ধি ও উন্নত হইতে না দেন, তাহা হইলে বালকদিগের বয়োবৃদ্ধি হইলে সাহস রহিত হয়। ভয় মনো মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে পরতন্ত্র করে, অন্য কোন রিপুতে পারে না; কিন্তু ভয়ের জন্য কেহই নির্দ্দোষ হইতে চাহেন না। অন্য রিপুর অধীন হইলে লোকেরা যাহাকে স্বভাব জনিত দোষ বলিয়া জ্ঞান করেন, তাহা বাস্তবিক সংস্কার ও অভ্যাস বলা যাইতে পারে।

মনুষ্যের মন স্বভাবতঃ স্থির এবং তদবস্থায় থাকিলে অনায়াসে আত্মবশ হইতে পারে; রিপু দ্বারা মনকে অস্থির করে, যদ্রূপ ঝটিকায় সমুদ্র ও শূন্যকে আন্দোলন করে। রিপু মনোমধ্যে সময়ে ২ প্রকাশ পায় এবং উহার বেগ অল্পকাল মধ্যে অন্তর্হিত হয়। রিপু সকলের চিহ্ন সচরাচর শরীর মধ্যে বিশেষ রূপ দীপ্তি পায়; স্বর, আকার ও ভাবভঙ্গি পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। রিপু সকলের বাহ্যিক লক্ষণ কোথাও

উন্মত্ত ভাব, কোথাও মৌন ভাব দৃষ্টিগোচর হয়। রিপু দ্বারা শরীরে এরূপ শক্তি ও চপলতা জন্মে, তাহা আমাদিগের শান্ত সময়ে থাকে না। রিপুর প্রভাব মনেতেও প্রকাশ পায় এবং তৎসম্বন্ধীয় বস্তুতে মনকে ইচ্ছা ব্যতীত মগ্ন করে। রিপুর বশবর্ত্তী হইলে মনুষ্য অন্য বিষয় বিবেচনা করিতে সমর্থ হয় না; ইহাতে বিচার শক্তিকে অনেক পক্ষপাতী করে এবং যাহাতে রিপুর অনুরাগ বৃদ্ধি হয়, সেই সকল বস্তুতে মনুষ্যকে তীক্ষ্নদৃষ্টা করে ও তিনি যে অন্যায় কর্ম্ম করেন নাই, এমত প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাওয়ায়; আর যে সকল উপায়ে রিপু সকল মাধুর্য্য ও শমতা প্রাপ্ত করে, তাহাতে মনুষ্য অন্ধ থাকেন। রিপু দ্বারা কুরূপকে সৌন্দর্য্যে, পাপকে ধর্ম্মতে ও ধর্ম্মকে পাপেতে পরিবর্ত্তন করে। যখন রিপু দ্বারা মনুষ্য উৎসাহিত হয়, তখন তাহার বিবেচনা ও কথা সকল এরূপ অসঙ্গত ও উপহাস যোগ্য হয় যে, উহা কেবল অপর ব্যক্তির জ্ঞাতসার হয় এমত নহে, তিনিও রিপুর তরঙ্গে বিলীন হইয়া মন স্থির হইলে ঐ রূপ বোধ করেন। রিপু দ্বারা ইচ্ছাকে প্রবল শক্তি দেয় এবং মনুষ্যকে এমত সকল কর্ম্ম করায়, যাহার জন্য তিনি বিলক্ষণ জানেন যে, তাঁহাকে পরে অনুতাপ করিতে হইবে। রিপু সকলের চিহ্ন ও মনের গতি স্বরে, আকৃতিতে ও কর্ম্ম দ্বারা আপন হইতে প্রকাশ পায় এবং মনুষ্যের স্বভাবের এক অংশ হইয়া পড়ে, তাহা অল্প আশ্চ-

র্য্যের বিষয় নহে। এই সকল চিহ্ন যে প্রকাশ পায়, তাহা কাহারো অগোচর নাই এবং বহুদর্শী ব্যক্তিরা বুঝিতে পারেন। ঐ চিহ্ন সকলের দ্বারা আমরা মনুষ্যদিগের অন্তরের ভাব দেখিতে পাই, ইহার দ্বারা কথা না কহিলেও মনুষ্যের কথা কহা হয় এবং এই চিহ্ন না থাকিলে কথার বিন্যাস হইত না। রিপু সকল স্পৃহা ও ঘৃণাতে, আশা ও ভয়েতে, আনন্দ ও দুঃখেতে বিভক্ত হয়। ইহা দ্বারা আমাদিগের লালস জন্মে; ইহা দ্বারা বিবেচনা শক্তিকে অন্ধ করিয়া ইচ্ছাকে বিপথগামী করে ও লালস জন্মাইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে বিরত করে। ধর্ম্ম বিষয়ে আকিঞ্চন ও আলোচনা করিলে ধর্ম্ম বৃদ্ধি ও দৃঢ় হইতে থাকে। যেমন শিশু সকল অনেক আঘাত ও পতনের পর চলিতে পারে, যেমন মল্লেরা অনেক কুস্তী ও ব্যায়ামের পর বলিষ্ঠ ও ক্ষিপ্রকারী হয়, সেই রূপ উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট বৃত্তি সকল ও ধর্ম্ম আলোচনা দ্বারা বলবতী হয়। লোভ সম্বরণ করিতে পারিলে ও বিপদে চিত্ত স্থির রাখিতে পারিলে ধর্ম্ম বিশেষ রূপ প্রকাশ পায়। অনেক কষ্ট পাইলে মনুষ্যেরা ধৈর্য্য গুণ ও বিপদে পড়িলে সাহস উপার্জ্জন করে। সকল রিপু মন্দ নহে, কেহবা উত্তম, কেহবা অধম। রিপু সকল অপকার অপেক্ষা অধিক উপকার করে; মধ্যবিত্ত রিপু সকলের দ্বারা শরীরের স্বাস্থ্য লাভ হয়, যেমন ঝটিকাতে বায়ুর হিত সম্পাদন করে। মনুষ্যের মন স্বভাবতঃ চঞ্চল এবং যখন

ইহার সম্মুখে কোন মনোহর বস্তু না থাকে, তাহা হইলে এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে ভ্রমণ করে কিন্তু কোন বস্তুতেও নিবিষ্ট হয় না। যাহাতে আমাদের আবশ্যক নাই, তাহাতে আমরা মনোযোগ দিই না; এক বার দেখিয়া ক্ষান্ত হই। কেবল অতিরিক্ত কৌতুহল কিম্বা অন্য কোন রিপু দ্বারা বস্তুর প্রতি প্রবৃত্তি জন্মাইয়া আমাদের মনঃসংযোগ করে এবং কোন বিষয়ে মন সংলগ্ন না করিলে তাহার যথার্থ মর্ম্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ হই না। রিপু সকলের প্রভাব না থাকিলে মনুষ্য কোন বিষয়ে এক চিত্তে কর্ম্ম করিতে সক্ষম হইত না এবং/মহৎ প্রবৃত্তি জন্মাইতে পারিত না। মনুষ্যেরা যে, বোদ্ধা ও বিচারক্ষম হইলেই শিল্প ও শাস্ত্র বিদ্যায় পারদর্শী হইতেন, এমত বোধ হয় না. উহার প্রতি অনুরাগ কিম্বা তজ্জন্য অতিরিক্ত যশোভিলাষ আবশ্যক করে, তাহা না থাকিলে মনুষ্যেরা তাহাদের মনোবৃত্তি সকলকে বিশেষ রূপ পরিচালনা করিতেন না ও তাহাদের শ্রম দিতেন না। অতএব যে রিপু সকল দ্বারা শিল্প ও শাস্ত্র বিদ্যায় আবিষ্ক্রিয়া ও উন্নতি হয়, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। যদ্যপি যশঃ ও মনোভিলাষ না থাকিত, তাহা হইলে মনুষ্যবর্গের রাজ্য শাসনের ভাবনা, চিন্তা ও ক্লেশ স্বীকার করিতেন না এবং অপর ব্যক্তি প্রভুত্ব পাইবার চেষ্টা পাইতেন। রিপু সকলের স্বাভাবিক চিহ্ন ও মনের গতি হইতে মনুষ্য শরীরে

সৌন্দর্য্য জন্মায়। ইহা দ্বারা চিত্র-বিদ্যা, কবিতা ও সঙ্গীত বিদ্যা প্রকাশ পায়; বক্তৃতাতে শক্তি ও কথোপকথনে মোহ জন্মায়। রিপু সকল নিয়মে থাকিলে মনুষ্যের শক্তি ও বীর্য্য জন্মে; ইহা ব্যতীত মনুষ্যকে জড় বলা যাইতে পারে। বিশুদ্ধ ও ফলবতী প্রেম দ্বারা স্ত্রী ও পুরুষেরা সৌন্দর্য্য ও স্ফূর্ত্তি লাভ করে। সংগ্রামে সেনাপতিরা গৌরব অভিলাষ জন্য অত্যন্ত সাহসী হন এবং সকল বিপদ্ তুচ্ছ বোধ করেন। রিপু সকলের মন্দ ফল এই যে, অন্যায় কর্ম্মে প্রয়োগ করায়, যদিও তৎকালীন প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠে এবং উহাকে সম্বরণ করা কঠিন হয়, তথাপি কেহ এমন মনে করিবেন না যে, তাহাকে দমনে রাখা নিতান্ত দুঃসাধ্য, কারণ আমরা দেখিতে পাই যে, কুকর্ম্ম করিবার পর মনুষ্য আপনাকে ধিক্কার দেন। রিপু সকলকে বশীভূত করা মনুষ্যের প্রকৃত মহত্ত্ব; তাহাদিগকে বশ না রাখিতে পারিলে জীবনে নানা উৎপাত ঘটে রিপু সকল মনুষ্যের সুখকে নষ্ট করে, সুনিয়ম সকল উলটায় এবং জীবনকে নানা রূপ দুঃখে পতিত করে। সাধারণ গুরুতর অমঙ্গল দেখিতে পাওয়া যায় এবং যাহাতে আমাদিগের চমৎকার ও ভয় উৎপত্তি হয়, প্রবল রিপু সকল তাহারই মূল। তাহারা পৃথিবীকে শোণিতে পূর্ণ, হত্যাকারীর অস্ত্রকে উৎসাহ ও মনুষ্য সকলকে বিষ পানে রত করিয়াছে। ইহার মহাশক্তি উদ্ভব ও ফল সকলের বিষয় কবিগণ ও বাগ্মী

সকল সর্ব্ব কালেই লিখিয়া ও কহিয়া গিয়াছেন ইহা মনুষ্যদিগের বিষয় কর্ম্মে ও পরিবার মধ্যেও প্রকাশ পায়; বিষয় কর্ম্মে অধিকতর দেখা যায়। যে সকল ব্যক্তি হিংসা, প্রতিদ্বেষ, ঈর্ষা প্রভৃতি কুৎসিত ও ভয়ানক রিপু সকলের দ্বারা আক্রান্ত হন, তাঁহাদিগের যে অনিষ্ট ও দুঃখ ঘটিবে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যে সকল ব্যক্তি ইন্দ্রিয় পরিতোষক রিপুর বশবর্ত্তী হন, তাঁহাদের মনের সুস্থতা ক্রমে নষ্ট হয় ও এমন সকল কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, যাহাতে তাঁহারা শঙ্কটে অথবা লজ্জায় পড়েন. এমন কি অবশেষে তাহাদের ধন ক্ষয়, শারিরীক অসুস্থতা, এবং দুর্নাম হইয়া উঠে। রিপু দ্বারা ইহাও প্রমাণ হয় যে, উত্তম বস্তু মন্দ হইলে অত্যন্ত জঘন্য হয়।



মানব জাতির ক্লেশ তাহাদিগের দোষ মূলক।

পৃথিবীতে অনেক ঘটনা হয়, যাহা মনুষ্যদিগের বশীভূত নহে। কোন ২ সময় গুণবান ও উত্তম ব্যক্তিও দুঃখ ভোগ করেন, যাহা তাঁহারা নিবারণ করিতে চেষ্টা পাইলেও কৃতকার্য্য হননা, পরমেশ্বরের নির্ব্বন্ধ বিবেচনা করিয়া সন্তুষ্ট থাকেন; কিন্তু এরূপ দুঃখ সদাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। বৈরক্তি ও দুঃখ যে সকল মনুষ্যদিগকে সর্ব্বদা ক্লেশ দেয়, তাহা অধিকাংশই

প্রাণী নিকরের আপনহ দোষ ও কুকর্ম্ম প্রযুক্ত উৎপন্ন হয়। ভূরি ২ অন্যায় কর্ম্মের মূল তাঁহারা আপনারাই রোপণ করিয়া থাকেন। যখন মনুষ্যদিগের শারীরিক অসুখ হয় কিম্বা সাংসারিক কর্ম্ম কাণ্ডে কোন প্রতি-বন্ধক ঘটে, তখন তাঁহারা পরমেশ্বরের উত্তম বস্তু পক্ষ-পাতী রূপে বিতরণ হইয়াছে, এই কথাই প্রসঙ্গ করেন এবং অন্যের অবস্থার প্রতি হিংসা করেন ও আপনা-দিগের অদৃষ্টের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া পরমে-শ্বরকে দোষ দেন। এই রূপ কেহবা পীড়িত শরীর জন্য খেদ করেন কিন্তু ঐ অসুস্থতার কারণ কি পরমেশ্বরের নির্ব্বন্ধ? এমন কখনই হইতে পারে না। তিনি আ-পন স্বাস্থ্য রক্ষা জন্য মনোযোগ করেন নাই ও ধর্ম্মের পরিমিততার নিয়মে পথানুবর্ত্তীও হন নাই। তিনি যে ক্লেশ ভোগ করেন, তাহা কেবল তাঁহার আপন কর্ম্মের ফল। পীড়ার ও দুঃখের কারণ অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, অপরিমিততা, লম্প-টতা, পাপকর্ম্ম, দুষ্ক্রিয়া ও অলস ইহার মূল। যে সকল ব্যক্তি এ সকল দোষে কলুষিত নহেন, তাঁহাকে প্রায় কোন দুঃখ ভোগ করিতে দেখা যায় না। মলিন যৌবন কাল, অসাময়িক বৃদ্ধাবস্থা ও অকাল মৃত্যু মনুষ্যদিগের নিজ ২ দোষেই ঘটে, তথাপি আপন ২ দুর্ভাগ্য জন্য মনুষ্যেরা পরমেশ্বরকে দোষী করে। যদ্যপি তাহারা দরিদ্রতা কিম্বা মানস অসিদ্ধ ও নৈরাশ হেতু দুঃখ পায়, তাহা হইলে তাহাদিগের বিবেচনা

করা কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা উত্তম ব্যবহারের পথ পরিত্যাগ করিয়া অলস, গর্ব্ব, মন্দ স্বভাব ও অপকৃষ্ট রিপু-দর্শিত কুপথে গমন করিয়াছে ও অবস্থা উন্নতি হইবার যে পন্থা তাহা সন্দর্শন করেন নাই, তবে যে, তাঁহাদের অপেক্ষা অন্যে ভাগ্যবান হইলে তাহাদিগের অসন্তুষ্ট হওয়া অকর্ত্তব্য; কারণ সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিরা হিতকর বিষয়ে পরিশ্রম করিয়াছেন ও উচ্চ পদ উপার্জ্জন করিয়া মাননীয় হইয়াছেন। যে সকল মনুষ্য রিপু কিম্বা বৃথা আমোদ বশতঃ অনিষ্টাচরণ করেন তাঁহাদের বিশেষ অপকার হয়, উহাতে মানের হানি ও ক্লেশ পাইতে হয় ও সকলে ঘৃণা করেন। একটি গাথা আছে যে, মনুষ্যদিগের সৌভাগ্য তাহা-দিগের নিজ সাধ্য; বাস্তবিক মনুষ্যদিগের যে ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, সে কেবল তাহাদের আপন দোষে ঘটে। যে সকল মনুষ্য ধার্ম্মিক, একান্তচিত্ত ও পরিশ্রমী, তাঁহারা যদি ঐ সকল সদ্গুণের সহিত নম্র ও বিজ্ঞ হন, তাহা হইলে তাঁহারা কখনই অসুখী হন না, বরং পরমানন্দে সুখ সচ্ছন্দ ভোগ করেন। আর যাঁহারা সুখোপার্জ্জনে নৈরাশ হন, সে কেবল তাঁহা-দিগের কুপথগামী হওয়া হেতু; কারণ সুখের পথ নিতান্ত দুর্গম নহে, কেহবা অত্যন্ত চতুরতা প্রকাশ করিতে গিয়া ধূর্ত্ত ও অপবাদ গ্রস্ত হন; কেহবা গোপন কথা ব্যক্ত করিয়া নির্ব্বোধ লোক মধ্যে গণনীয় হন; কোন কর্ম্মে দৃঢ়তা না থাকিলে সকলে বিশ্বাস করে না।

মনুষ্যেরা কোন বিষয়ে হতাশ হইলে আপনার উপর দোষার্পণ করেন না, অপর কারণ দেখান। যদি কোন কারণ দর্শাইতে না পারেন, তাহা হইলে অবশেষে পরমেশ্বরের উপর দোষ দেন। এই রূপ দুর্ব্বুদ্ধি ও পাপ হইতে দুঃখে পতিত হন এবং দুঃখ পাইলে পরমেশ্বরের নিকট অসন্তোষ প্রকাশ করেন। মনুষ্য সকল পরমেশ্বরের নিকট দ্বিগুণ-দোষী হন। সৌভাগ্য হইলে বিবেচনা করেন, আপনার বুদ্ধি ও পরিশ্রম হইতে সুখ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা যে, পরমেশ্বরের অনুগ্রহে হইয়াছে, তাঁহারা কখন মনে করেন না এবং দুঃখ পাইলে পরমেশ্বর ইহার কারণ বিবেচনা করিয়া অসুখী হন। বাস্তবিক বিবেচনা পরিবর্ত্তন করিলে সূক্ষ্ম বিচার হইতে পারে। উত্তম বস্তু আমরা পরমেশ্বর হইতে পাই কিন্তু মনুষ্য মন্দ ও দুঃখের কর্ত্তা। যুদ্ধ হইতে বহুসংখ্যক মনুষ্য নষ্ট হয় এবং তাহাদিগের পুত্র কলত্রাদি অনাথা ও বিধবা হইয়া খিদ্যমান থাকিয়া কালযাপন করে, কিন্তু এই সকল দুঃখের হেতু কি পরমেশ্বর? তাঁহার প্রতি কি এই দোষারোপ করা যাইতে পারে? পরমেশ্বর কি হত্যা ও নাশ করিতে মনুষ্যদিগকে আজ্ঞা দিয়াছেন? ইহার কারণ কি মনুষ্যের দুর্জ্জয় রিপু? রাজ পুত্রদিগের পাপ ও দুরাকাঙ্ক্ষা, মহৎ লোকের বিবাদ ও সামান্য ব্যক্তিদিগের কলহ হইতে পারে না? যদি মনুষ্যেরা তাহাদিগের রিপু সকলকে দমনে রাখিতেন ও ধর্ম্মজ্ঞান ও দয়ার

পরামর্শানুসারে কর্ম্ম করিতেন, তাহা হইলে নিষ্ঠুরতা পৃথিবী পরিত্যাগ করিত; নিয়ম ও কুশল তৎপরিবর্ত্তে সঞ্চরণ করিত। এই সকল বিবেচনা করিয়া মনুষ্যদিগের উচিত হয় যে, তাঁহারা কদাচরণ ও দোষের প্রতি মৌনাবলম্বন করিয়া দৃষ্টি করেন ও পরমেশ্বরের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র অসন্তুষ্ট না হন।



যাহা সর্ব্বদা দৃষ্টিগোচর হয় তাহা তাচ্ছল্য বোধ হয়।

ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যে সকল বস্তু প্রয়োজনীয় ও অত্যাবশ্যক তাহা সর্ব্বদা ব্যবহার ও দৃষ্টিগোচর হয় বলিয়া আমরা অত্যল্প অনুসন্ধান ও বিবেচনা করিয়া থাকি। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, এই পঞ্চ পদার্থ দ্বারা জগন্মণ্ডল রক্ষা হইতেছে ও আশ্চর্য্য ঘটনা সকল ঘটিতেছে, ঐ সকলের প্রতিও আমরা মন নিবেশ করিয়া দেখি না। এই পৃথিবীর অন্য কোন গুণ অন্বেষণে আমরা প্রযত্ন করি না, কারণ আমরা অনায়াসে ইহাকে চষণ করিয়া বীজ বপন করিলেই ফল প্রাপ্ত হই এবং ক্ষুধা নিবৃত্ত করিতে পারি। বায়ু সহজে অনুক্ষণ সেবন করি, তথাপি এক বার এমন চিন্তা হয় না যে, উহা কোথা হইতে নিঃসরণ হইতেছে ও কোন স্থানেই বা উহার শেষ হইবে। উত্তাপ না থাকিলে পৃথিবী এক দণ্ড থাকি-

তনা, কি জীব কি বৃক্ষ সকলই একবারে বিনষ্ট হইত। সূর্য্য যিনি উত্তাপের প্রধান আকর ও এই পৃথিবীর এক প্রধান আশ্চর্য্য বস্তু, প্রাত্যহিক উদিত হইয়া আমাদিগের চমকিত করেন; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এক দিন প্রকাশ না হইলে আমরা বরং বিরক্ত বোধ করি; যে আকাশ বায়ুতে পরিবেষ্টিত আছে ও যাহা হইতে আমরা স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হই, তাহা সামান্যতর বোধ হয়। বিশেষতঃ বারি যাহা অতি ব্যবহার্য্য, আশ্চর্য্য ও সুন্দর, ইহা আমরা কিছুই বিবেচনা করিনা, কেবল আমরা এই মাত্র জ্ঞান করি যে, উহা হইতে সুখ সম্পাদন হয়। এজন্য পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে, যে সকল বস্তু সর্ব্বদা দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা তাচ্ছল্য ও ঘৃণিত বোধ হয়। যাহা উক্ত হইল, ইহার দ্বারা অনেকের বোধ হইতে পারে যে, যে সকল বস্তু সর্ব্বদা দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা সকলের বোধ গম্য হইয়া থাকে; কিন্তু তাহা ভ্রমমাত্র। যে রূপ ব্যবহার বাহ্য বস্তু বিষয়ে কথিত হইল, মনের সহিতও ঘটিয়া উঠে। এই প্রকার আমরা জ্ঞানান্ধ হইয়া যথার্থ আবশ্যকীয় সুন্দর ও আশ্চর্য্য বস্তু প্রত্যহ নয়নগোচর হয় বলিয়া অবহেলা করি এবং যৎ সামান্য অকার্য্য বস্তুর প্রতি অপ্রাপ্য ও নূতন জন্য ধাবমান হই।

দুরাকাঙ্ক্ষা।

কোন উৎসাহ ব্যতীত মনুষ্যেরা কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয় না। রিপুদিগের মধ্যে দুরাকাঙ্ক্ষা মনুষ্য জাতিকে মান ও সম্ভ্রম উপার্জ্জনে সচেষ্টিত করে। ইহার দ্বারা মনুষ্যেরা স্বীয় ২ ক্ষমতানুসারে কর্ম্ম করে, কেহ ২ অল্পে সন্তুষ্ট হয়, ধনাঢ্য হইবার চেষ্টা কিম্বা আশা করে না, কিন্তু উহাদিগের অন্য বিষয়ে সম্ভ্রম পাইবার বিলক্ষণ আকিঞ্চন থাকিতে পারে। যদিও সাধু ব্যক্তিদিগের উত্তম কর্ম্ম করণ জন্য যে মনের সুখ জন্মায়, তাহাই যথেষ্ট পুরস্কার হয়, তথাপি প্রায় যশোভিলাষে সকল ব্যক্তিই উত্তম কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। ইহার দ্বারা অনেক উপকার দর্শে, শিল্প বিদ্যা বৃদ্ধি হয়, পুস্তক সকল লিখিত হয় ও অনেক অসভ্য জাতি পরাস্ত হইয়া সভ্য হয়। উত্তম কর্ম্ম উহার উত্তমতা প্রযুক্ত কেবল ধার্ম্মিক ব্যক্তিরাই করিয়া থাকেন কিন্তু এই রিপু দ্বারা সকল ব্যক্তি উত্তম ও মহৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। বিদ্বান ও গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিরা মান আকাঙ্ক্ষায় পৃথিবীর অনেক উপকার করেন, আর অধর্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তিরা যদিও স্বভাবতঃ কুকর্ম্মান্বিত, তথাপি গৌরব চেষ্টায় অনেক উত্তম কর্ম্ম করিয়া থাকে। অধিকন্তু ইহা প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় যে, গুণবান ব্যক্তিরাই এই রিপু দ্বারা উৎসাহিত হন, মূঢ় ব্যক্তিরা হয় না; ইহার কারণ

এই যে, সামান্য ব্যক্তির ক্ষমতা অল্প, উচ্চ বিষয়ে সাহস করে না, আর চেষ্টা পাইলেও কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই; কিম্বা তাহার আশয় অল্প, যে বিষয়ে আশু উপকার ও লভ্য নাই, তাহাতে মনোযোগ করে না, অথবা পরমেশ্বর তাহার আত্মাকে দুরাকাঙ্ক্ষা দ্বারা উৎসাহিত করেন নাই, করিলে পৃথিবীর উপকার না হইয়া বরং অপর ব্যক্তির অপকার হইত। সকল লোকেই দুরাশা দ্বারা উৎসাহিত হয়। সাধু ও সদ্গুণ সম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যে এই দুরাশা থাকিলে পৃথিবীর লোক সকল অনেক উপকার প্রাপ্ত হয়; কিন্তু যদি কোন নির্গুণ ব্যক্তি যশোভিলাষ করে, তবে হয় তাহা হইতে লোকের অপকার দর্শে, অথবা উপহাসাস্পদ হয়। সকলেই আপনাদিগের দেশ ও জাতি মধ্যে সুযশঃ প্রাপ্ত জন্য চেষ্টা করেন এবং যাহাদিগের সহিত বাক্যালাপ করেন, তাহাদিগের নিকট সম্ভ্রম প্রার্থনা করেন। অতি সামান্য ব্যক্তিও তাহাদিগের বন্ধু বান্ধব ও আলাপী ব্যক্তির মধ্যে মান প্রয়াশ করেন। দুরাকাঙ্ক্ষা সর্ব্ব লোকেই আছে এবং যদি উহাকে উত্তম পথ দর্শান হয়, তাহা হইলে মনুষ্যের বিশেষ উপকার জন্মে কিন্তু প্রায় ইহা হইতে মনুষ্যের অসুখ ও অসুস্থ উৎপাদন করে। কোন ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তি অপেক্ষা মাননীয় কিম্বা শ্রেষ্ঠ কহিতে গেলে গুণ সম্বন্ধে বুঝায়; ঐ গুণ ভাগ্য, দেহে ও মনে দেখা যায়। ভাগ্য দ্বারা সদ্বংশ, পদ ও সম্পত্তি

জানায়; শরীরে স্বাস্থ্য, বল ও সৌন্দর্য্য গুণ দেখা যায়; মনের গুণ, জ্ঞান ও ধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়। প্রথমোক্ত গুণ উপার্জ্জন করা আমাদিগের সাধ্যাতীত, দ্বিতীয় গুণ আমাদিগের এক অংশ বলা যাইতে পারে; তৃতীয় গুণ আমাদিগের অত্যন্ত আবশ্যক এবং আমাদিগের স্বভাবের সহিত অধিকতর মিশ্রিত আছে। মনুষ্যেরা শিক্ষা, উপদেশ ও সংসর্গ অনুসারে উত্তম কিম্বা অধম বুদ্ধি দ্বারা মহত্ত্ব কিম্বা নীচত্ব প্রকাশ করেন, কেহবা কেবল এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ সুশোভিত ও সুন্দর করিবার জন্য চেষ্টা পান, কেহবা মনকে বহুগুণে ভূষিত করিতে যত্ন করেন, কেহবা আপনার প্রাধান্য ও আধিপত্য বৃদ্ধি করিবার জন্য দেশের অমঙ্গল ও অহিত করিতে সংশয় করেন না, কেহবা আত্ম প্রাণ সমর্পণ করিয়া দেশের মঙ্গল করেন। এরূপ অনেক লোক আছেন, যাহারা অদ্ভুত গুণ ও কৌতুক প্রকাশ করিতে বাঞ্ছা করেন। কেহ ব্যঙ্গোক্তি ও দ্ব্যর্থক কথা কহিয়া নাম প্রচার করিতে চাহেন; কেহ ভাঁড়ামিতে পটু হয়েন; কেহবা রাজ পথে চিবুকে কিম্বা ললাটে সুদীর্ঘ যষ্টি স্থাপিত করত গমন করিয়া লোকের প্রশংসা ভাজন হইতেছে। কেহবা পদদ্বয়ের দ্বারা লিখিতে অভ্যাস করিয়াছে। কেহবা হস্তের উপর দেহের ভারার্পণ করিয়া অধোমুখে চলিতে পারগ হইয়াছে। লাঠিখেলওয়াড়দের মধ্যে দুষ্ট হয় যে, তাহারা সকলেই পরস্পরকে পরাস্ত করি-

বার চেষ্টা করে এবং যদিস্যাৎ তাহাদিগের যশঃ প্রাপ্ত হইবার উৎসাহ না থাকিত, তাহা হইলে তাহারা কখনই তাহাদের মস্তক হস্ত পদাদি ভাঙ্গিবার সম্ভাবনায় স্বীকার পাইত না। এই রিপু সর্ব্বাবস্থায় দেখা যায় এবং যদি ইহাকে কুব্যবহার করা না হয়, তাহা হইলে সকলেই ইহার দ্বারা উপকৃত হইতে পারে। মনুষ্যকে কোন প্রকার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, তাহার সন্দেহ নাই; সৎ কিম্বা অসৎ কর্ম্ম উভয়ের যে কিছুতেই তিনি রত হউন না কেন, উভয়েতেই পরিশ্রম ও ধৈর্য্য আবশ্যক করে; তাহা হইলে আমাদিগের সুখ ও দুঃখ অধিকাংশ স্বেচ্ছাধীন। যুবা ব্যক্তিরা কখন স্থির হইয়া থাকিতে পারে না ও উচিতও নহে। উচ্চাভিপ্রায় না থাকিলে নীচ প্রবৃত্তি জন্মায়, যেমন উন্নত বৃক্ষের উচ্চ শাখা যদি বারম্বার ছেদ করা যায়, তাহা হইলে বৃদ্ধি হইতে নিবৃত্ত না হইয়া উহার মূল দেশ হইতে শাখা সকল জন্মায়। যে সকল মনুষ্য নীচ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, আত্ম শ্লাঘা ও মূর্খ ব্যক্তিদিগের প্রশংসা ভাজন হইতে চেষ্টা করে, তাহারা কখন সুখী হয় না; কিন্তু যাঁহারা উত্তম ও মহৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত, দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, পর হিতৈষিন্ ও যথার্থ প্রশংসা প্রিয় হন, আর যাঁহারা আপনাদিগের বর্ত্তমান অবস্থাতে সন্তুষ্ট থাকিয়া উত্তম কর্ম্মে মতি রাখেন, তাঁহারাই সুখ প্রাপ্ত হন। যে মনুষ্য এই পৃথিবীতে বহু গুণের সহিত জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি মঙ্গল বা

অমঙ্গল করিতে পারেন; এ জন্য ইহা অত্যাবশ্যক যে, মনুষ্যদিগের উত্তম শিক্ষা দ্বারা তাহাদের কোমল হৃদয়ে বাল্যাবস্থাতে জ্ঞান দেওয়া হয়, যেন কোন কুপ্রবৃত্তিতে তাহারা রত না হয়।

উচ্চাকাঙ্ক্ষী মনুষ্য তাহার গুণ ও কর্ম্ম গোপনে রাখিতে মানস করেন না, যাহাতে প্রকাশ পায়, এই চেষ্টায় থাকেন; কথার ইঙ্গিতে সাবকাশ ক্রমে আপনার গর্ব্ব ও নিজ কর্ম্মের ব্যাখ্যা করেন; তাহার কথা কহিবার মানস কেবল আপনার পৌরুষ ও অপরের নিন্দা। এই রূপ বৃথা গর্ব্ব দ্বারা তাঁহারা শ্রোতাদিগের নিকট নিন্দনীয় হন এবং আপনার মান বৃদ্ধি করিতে গিয়া নষ্ট করেন। প্রশংসনীয় কর্ম্ম করিয়া আপনাকে আপনি বড় বলিলে গৌরব প্রকাশ হয় না। যে সকল ব্যক্তি যথার্থ মহৎ তাহারা লোকের প্রশংসা ও নিন্দার অপেক্ষা করেন না, কেবল লোকের উপকার করিতে চেষ্টা করেন। এই নিমিত্ত যশঃ উপার্জ্জন করা দুরূহ, বিশেষতঃ ঐ সকল লোকের প্রতি যাহারা অত্যন্ত অভিলাষ করেন। মনুষ্যেরা প্রায় দোষ অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, সহজে প্রশংসা করেন না, তবে যে ব্যক্তি অহঙ্কার করিয়া প্রশংসা প্রয়াশ করেন, তিনি যে মনুষ্য হইতে সুখ্যাতি পাইবেন, ইহা কি রূপে সম্ভব হইতে পারে। যে সকল ব্যক্তিকে পরমেশ্বর অনেক গুণে ভূষিত করিয়াছেন এবং ঐ সকল গুণের সহিত যাঁহারা পরিশ্রম সহকারে

কার্য্যক্ষম হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকের গুণ গ্রামের জ্যোতি দর্শকদিগের মূর্খতা, অববোধ ও হিংসা দ্বারা আবৃত হইয়া থাকে। কেহ মহৎ ও নীচ কর্ম্মের বিভিন্নতা দেখিতে পান না। অন্যের উত্তম কর্ম্মের মন্দ অভিপ্রায় দর্শান; আর কেহ ২ ইচ্ছা পূর্ব্বক অন্যায় ভাব ঘটান। মহৎ ব্যক্তিদিগের পূর্ব্বাবস্থায় যাঁহারা সমতুল্য ছিলেন, তাঁহারা তাহার হিংসা ও নিন্দা করেন; কারণ তিনি এক্ষণে শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। আর তাঁহার শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তি সকল তাঁহার দ্বেষ করেন; কেননা তিনি তাঁহাদের সমান হইয়াছেন। পদ ও মান উপার্জ্জন করিলে অনেকের চক্ষু পড়ে ও সামান্য দোষ ধরিয়া তিলকে তাল প্রমাণ করে। অনেক লোক এমন আছে যে, মহৎ ব্যক্তির দোষ আছে বলিয়া আপনাদের দোষ কাটাইতে চাহে ও বড় লোকের দোষ দেখাইয়া মনে করে যে, তাঁহার মানের হানি হইল ও তিনি তাহাদের ন্যায় লঘু ব্যক্তি মধ্যে গণনীয় হইলেন। যাঁহারা মহৎ হইয়া উঠেন, তাঁহাদের সামান্য দোষ কেহ ধর্ত্তব্য করে না কিন্তু যশোভিলাষ জন্য যদি কুপথে গমন করেন কিম্বা জীবনের অত্যন্ত আবশ্যকীয় বিষয় সকলের প্রতি মনোযোগী না হন, তাহা হইলে দুরাকাঙ্ক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য নষ্ট হয়; সামান্য দোষ বিবিধ সদ্গুণের মধ্যে বিস্মরণ হইয়া যায়, কিন্তু বিশেষ দোষ অন্য গুণকে নষ্ট ও আচ্ছন্ন করে এবং তাহার অপযশ হয়। আর যদি

খ্যাতাপন্ন ব্যক্তিকে কেহ নিন্দা না করিত কিম্বা তাহাদের স্বকীয় দোষ না থাকিত, তাহা হইলেও তাহার মান সম্ভ্রম নিরবচ্ছিন্ন রূপে রক্ষিত করা কঠিন হইত। মান রাখিতে গেলে তাঁহাকে সর্ব্বদা উত্তম কর্ম্ম করিতে হইবে। খ্যাতাপন্ন ব্যক্তি সকল অত্যন্ত আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিলে কেহ তাহার অনুসন্ধান করে না; কারণ তাহা হইতে মহৎ কর্ম্মই আশা করা যায়। যদি তিনি আপনার লোক সম্ভ্রম অনুযায়ী কর্ম্ম না করেন, অথচ তাহাতে যদিও অপর ব্যক্তির গৌরব হইতে পারে, তাহাতে তাঁহার মানের লাঘব হয়। দুরাকাঙ্ক্ষায় মনকে দাহ ও উচ্চাটন করে। ইহার দ্বারা বৃথা কাল্পনিক সুখ অনুসন্ধানে আমাদিগের আশা তৃপ্তি কিম্বা লাঘব করিতে পারে না। অন্যান্য বস্তু অভিলাষ করিলে তাহাদিগের উপযুক্ত ইন্দ্রিয় তৃপ্তি হয় এবং স্পৃহা স্থির থাকে; কিন্তু আমাদিগের আত্মার কোন গুণের সহিত যশের ঐক্য নাই ও বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সহিতও অত্যল্প সম্বন্ধ আছে; অতএব দুরাকাঙ্ক্ষার অভিলাষ কিছুতেই পূরণ হয় না। ইহাতে আমাদিগের মনকে কিঞ্চিৎ কাল অস্থির ও আনন্দের সহিত পূর্ণ করিতে পারে বটে কিন্তু তাহাতে মনুষ্য স্থির ও সুস্থ থাকিতে পারে না। বর্ত্তমান আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত না করিয়া নূতন আশা সকল উৎসাহ করে ও আত্মাকে আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত কর্ম্ম সকলে প্রবৃত্ত করে, কারণ আমরা দেখিতে পাই যে, উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি

মান ও যশঃ উপার্জ্জন করিয়াও সম্ভ্রম আকাঙ্ক্ষাতে নিবৃত্তি থাকে না এবং ঐ বিষয়ে তখন এমত ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন, যেমন মান সম্ভ্রম উপার্জ্জনের পূর্ব্বে করিতেন। যশোভিলাষ তৃপ্ত হয় না এবং ইহাতে আমাদিগের অনেক বৈরক্তিতে পতিত হইতে হয়। যে স্থলে উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি প্রশংসা প্রয়াশ করেন, সে, স্থলে প্রশংসা না পাইলে তিনি সর্ব্বদা নৈরাশ ও ঔদাস্য প্রকাশ করেন। আর অন্যে তাহার মনোমত প্রশংসা না করিলে তিনি দুঃখিত হন; মনোমত প্রশংসা তোষামোদ ব্যতীত হইতে পারে না এবং "আমরা আপনাকে যেমন বড় দেখি, অন্যে দেখে না। এই রূপ যদ্যপি উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি প্রশংসাতে সন্তুষ্ট না হন, তাহা হইলে তিনি কি রূপে নিন্দা ও অপবাদ সহ্য করিতে পারিবেন; কারণ তাঁহাকে যে মনের গতিকে যশঃ প্রয়াশ করায় তাহাতেই তাঁহাকে নিন্দাকে ঘৃণা করিতে হয়। যদি তিনি মনুষ্যের প্রশংসাতে অতিশয় উল্লাসিত হন, তাহা হইলে তাহাদের কুৎসাতে সমধিক শোকান্বিত হন। এই সকল বিবেচনা করিতে গেলে উচ্চাভিলাষী ব্যক্তির সুখের সম্ভাবনা অল্প, কারণ উহা অন্যের কথায় নির্ভর করে এবং অন্য ব্যক্তিরা প্রশংসা অপেক্ষা নিন্দা করিতে অধিক উৎসুক হয়, আর তাহার গুণ কিছু দোষ অপেক্ষা বাহুল্য নহে। দুরাকাঙ্ক্ষার কোন অভিলাষ পূর্ণ হইলে যে, সন্তোষ জন্মায়, তাহা সামান্য, কিন্তু নৈরাশ

হইলে অত্যন্ত দুঃখ দায়ক হয়। এই যশোভিলাষ যদি গুরুতর না হইত, তাহা হইলে যশঃ উপার্জ্জনে কেহ আশা করিত না, কারণ উহাকে লাভ করা কঠিন এবং আয়ত্ত হইলেও শীঘ্র হারাইবার সম্ভাবনা। মনুষ্য জাতি এই সংসার যাত্রা নির্ব্বাহে কোন সময় না কোন সময় এক নির্দ্দিষ্ট পথে যাইবার মানস করেন এবং কথোপকথনে কহিয়া থাকেন যে, তাঁহাদিগের বর্ত্তমান অবস্থা অতি ক্লেশ দায়ক ও তাঁহাদিগের পরিশ্রম উপযুক্ত নহে। পুনরায় যখন নির্জ্জনে থাকিবার ইচ্ছা করেন, তখন পৃথিবীর মহাজালে বদ্ধ হইয়া নির্গত হইতে পারেন না। দুরাকাঙ্ক্ষায় এক বৃহৎ বস্তু হইতে অন্য বৃহৎ বস্তুতে ধাবিত করে এবং মনুষ্য অসাধ্য কর্ম্ম ব্যাপার সাধনে অভিলাষী হন। ইহা এক প্রকার উদরী রোগ স্বরূপ অধিক জল পান করায় কিন্তু তাহাতেও পিপাসা নিবৃত্তি হয় না। বিশেষতঃ পরমেশ্বরের প্রশংসা ব্যতীত মনুষ্যের প্রতিষ্ঠা লাভে চেষ্টিত থাকা সম্পূর্ণ মূঢ়তা প্রকাশ পায়, কারণ জগদীশ্বর ব্যতীত আমাদিগের যথার্থ গুণ আর কেহ জানিতে সক্ষম হন না ও কাহার প্রশংসাতে সমূহ উপকার হইতে পারে না। মনুষ্যেরা আমাদিগের কেবল বাহ্য ব্যবহার দেখিয়া ন্যায় ও অন্যায় বিবেচনা করিতে পারেন, কিন্তু যথার্থ মনের ভাব কখনই জ্ঞাত হইতে পারেন না। পরমেশ্বর আমাদিগের যাবতীয় কর্ম্ম ও তাহার অভিপ্রায় একেবারে দেখিতে

পান, তাঁহার সহিত কেহ প্রবঞ্চনা করিতে পারে না। অতএব হুরাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি সৎকর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হউন, তাহা হইলে পরমেশ্বর তাহার যশঃ প্রচার করিবেন ও তাহার উত্তম কর্ম্মের সমুচিত প্রতিফল দিবেন।



সরলতা।

যথার্থ সরলতা অকপট বাক্য ও নির্ম্মল অন্তঃ করণের উপর নির্ভর করে। মধুক্ষরিত বাক্য ও বাহ্যিক সৌজন্য প্রকাশ করিলে সরল বলা যাইতে পারে না। আমাদিগের যেরূপ পরিজ্ঞান হইবে, তাহার স্বরূপ বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। সর্ব্ব সময় আমাদিগের মত প্রকাশ করিবার আবশ্যক হয় না, সুযোগ সময়ে কথা কহিতে হয়, কখনও নিরব থাকিতে হয়; কথা কহিবার সময়ে বক্তার সরলতা আবশ্যক করে। সতত্তা, নিষ্ঠতা, সত্য ও আপনার শুভাশুভ বিবেচনা না করিয়া অন্তর প্রহরির উপদেশ শিরোধার্য্য করা সরলতার প্রধান মুল। সরল ব্যক্তি কর্ম্ম কার্য্যে নিষ্ঠতা প্রকাশ করেন, কথোপকথনে সত্যের অনুবর্ত্তী হন। তাহার অভিপ্রায় স্বার্থপরতা নহে; প্রশংসার অভিলাষ করেন না ও যশঃ প্রার্থী নহেন। তিনি আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিয়া অপরের প্রশংসা প্রার্থনা করেন না। সত্য হইতে তাহার কর্ম্ম সকল উৎপন্ন হয়, এবং কর্ত্তব্য ক্রিয়া সকল সম্পাদন করা তাহার অভিপ্রায়। কেহ

তাঁহাকে অপকার, উপহাস কিম্বা প্রতিযোগ করিলে তিনি জলনিধিতে শৈলের ন্যায়, প্রচণ্ড বায়ুতে পর্ব্ব-তের ন্যায় স্থির হইয়া থাকেন। যথার্থ কহিলে যদি আপনার অনিষ্ট হয়, তাহাতেও ভীত হন না। যে স্থলে অত্যাচারের ও মিথ্যার প্রাদুর্ভাব, সে স্থলে তি-নি অধিকার ও সত্যকে সাবধানে রক্ষা করেন। তাহার সহিত অনেকে ঐক্য হয় না, এ জন্য অল্প লোকে তাঁহাকে স্নেহ করে। সরল ব্যক্তি নানা রূপ অবস্থায় পতিত হইলে তাহার স্বভাব এক রূপ থাকে, পরিবর্ত্ত হয় না। সরলান্তঃকরণ ব্যক্তির বাহ্যিক শিষ্টাচার নাই, কিন্তু তাহার মন সরল, সত ও অকপট। তাহার ব্যবহার লোক দেখানিয়া নহে এবং যে সকল কথা কহেন, তাহা আন্তরিক। তাহার চিত্ত সন্দিগ্ধ নহে, আর সকল বিষয় অনায়াসে প্রত্যয়ও করেন না। তিনি সাংসারিক বিষয় বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন ও স্বীয় রক্ষণ বিষয়েও দৃষ্টি রাখেন। অনেক দোষের মধ্যে গুণ থাকিলে তিনি দেখিতে পান। তাহার বিপক্ষ পক্ষের যদি কোন গুণ থাকে, তাহা তিনি স্বীকার করিতে বিমুখ হন না। লোকের অনেক দোষ থাকিলে তিনি সমুদয় উল্লেখ না করিয়া তাহার গুণ প্রচার করেন। তিনি পরের গ্লানি শ্রবণ করেন না ও তাহার নিকট নিন্দুক স্বভাব ব্যক্তিরা প্রতিপন্ন হয় না। তিনি বিচার না করিয়া অন্যকে দুষ্ট কহেন না। যদি কোন কর্ম্মের ভিন্ন ২

অভিপ্রায় বোধ করা যাইতে পারে, তিনি উত্তম অভিপ্রায় লইতে পারিলে মন্দটা লন না। যদি কোন বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ জন্মে, তিনি সে বিষয়ে কোন কথা কহেন না। যখন কাহাকেও ভর্ৎসনা করিতে কিম্বা দোষারোপ করিতে হয়, তিনি তাহাতে অতি দুঃখ বোধ করেন। দোষী ব্যক্তি তাহার কোন দোষ খণ্ডনের কারণ দেখাইলে তিনি স্থির হইয়া শ্রবণ করেন এবং শ্রবণান্তে দোষের হেতু সঙ্গত বিবেচনা করিলে ক্ষমা করেন। তাঁহার কোন বিষয়ে ভ্রম জন্মাইলে তৎক্ষণাৎ স্বীকার পান। বস্তুতঃ ভ্রম উপস্থিত হইলে তাহা রক্ষা করিতে দ্রাঢ্য করা মহতের কর্ম্ম নহে; আর ভ্রান্তি হইলে যে, মহত্ত্বের হ্রাস হয় এমতও নহে। মানব নিকর সর্ব্ব বিষয়ে পরিপক্ব হইতে কখনই পারে না, এজন্য দোষ স্বীকার করিলে মানের লাঘব হয় না, বরং তাঁহার প্রতি সকলেই সন্তুষ্ট হন। অন্যায় বিষয় কুতর্ক দ্বারা প্রবল করা নীচাশয় লোকের কর্ম্ম। আমরা দেখিতে পাই যে, বিষয়ী ব্যক্তি সকল বিষয় কর্ম্মে কিম্বা ব্যবসা বাণিজ্যে যদিও প্রকাশ্য রূপে মিথ্যা কথা কহেন না তথাপি তাঁহারা প্রকারান্তরে কপট ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহারা সহধর্ম্মীর প্রতি যদিও বিদ্বেষ করেন না, কেবল দ্রব্যাদির উপরেই দোষ দেখান, পাছে উহার সামগ্রী সকল বিক্রয় হইয়া আপনার লভ্যাংশের খর্ব্বতা হয়। যে বস্তু ক্রয় করিবেন, তাহার গুণ হ্রাস করিয়া

বরং দোষারোপ করিয়া থাকেন, যখন কোন সামগ্রী বিক্রয় করা হয় তাহার গুণ ইচ্ছা হয় শত মুখে ব্যাখ্যা করিয়া বলেন এবং উত্তম দ্রব্যে মন্দ দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া মূল্য ও পরিমাণ বৃদ্ধি করেন; প্রতি-বেশীর আয় ব্যয়ের ন্যূনতার জনরব শ্রবণ করিলে বাজারে তাহার অসম্ভ্রম রটান। ক্রেতার অভিপ্রায় মত দ্রব্যকে ভাল কিম্বা মন্দ বলেন। এ প্রকার ছলনা সরল ব্যক্তি কখন প্রকাশ করে না এবং ক্ষণিক কিম্বা ভবিষ্যৎ সুখের আশায় মনের পবিত্রতাও নষ্ট করে না। কদাচিৎ সরল স্বভাব ব্যক্তির দুঃখ ভোগ হয়, কিন্তু সে দুঃখ কিয়ৎ কালের জন্য; পরে তিনি পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই।

অসরল ব্যক্তি যাহা কহে, তাহা মৌখিক মাত্র তাহার মনে ভাবের ব্যত্যয় আছে। বাহ্যে যাহাই ব্যক্ত করুক, আন্তরিক কিছুই নহে। কোন বিষয় স্বীকার পাইলে প্রতিশ্রুত বাক্য প্রতিপালন করিতে মনস্থ করে না। তাহার ব্যবহার বাহ্যিক যে রূপ অন্তরে সে প্রকার নহে। তাহার কথাও মনের সহিত ঐক্য নাই। তাহার ব্যবহার ও কর্ম্ম কাণ্ড দেখিলেও মনের যথার্থ ভাব বুঝিতে পারা যায় না। তাহার স্বভাব অনির্ম্মলতা নিবন্ধন তদ্বিবরণ করাও কঠিন। যাহারা মিথ্যা কথা কহে, তাহারা মনে করে যে, অপর কেহই জানিতে পারিবে না; পাছে অন্যে বুঝিতে পারে, এই আশঙ্কা তাহাদের মনে

অত্যন্ত হয়; কিন্তু পরমেশ্বর যে, সকলি দেখিতে পান, সে বিষয়ে বড় গ্রাহ্য নাই। পরমেশ্বরকে আমরা কখনই প্রবঞ্চনা করিতে পারি না, বরং মনুষ্যকে প্রবঞ্চনা করিলে পরমেশ্বরের ক্রোধে পতিত হইতে হয়। আমাদিগের স্মরণ রাখা উচিত যে, পরমেশ্বর আমাদিগের সকল কর্ম্ম ও মনের গতি দেখিতেছেন; তাঁহার নিকট কিছুই গোপন থাকে না; এ জন্য ন্যায় ব্যতীত অন্যায় কর্ম্ম করা ও সরল স্বভাব ব্যতীত কপট ব্যবহার প্রকাশ করা বিধেয় নহে; ইহা সকলের স্মরণ থাকিলে কপট ব্যবহার পৃথিবীতে থাকিবার সম্ভাবনা থাকে না।



লেখন ও লেখক।

সুপ্রসিদ্ধ গ্রীকদেশীয় পণ্ডিত এরিস্‌টটল কহেন যে, এই পৃথিবী পরমেশ্বরের অনুভব, মনের প্রতিরূপ ও আদর্শ; পৃথিবীর অনুরূপ মনুষ্যের মনের ভাব, কথা সকলও মনুষ্যের মনের ভাবের আদর্শ এবং কথা সকলের প্রতিরূপ লেখা কিম্বা ছাপাকে কহা যাইতে পারে। যেমন পরমেশ্বর তাঁহার মনের ভাব এই সৃষ্টিতে প্রকাশ করিয়াছেন, সেই রূপ মনুষ্যেরা আপনাদের মনোভিপ্রায় পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। এই সকল পুস্তক মুদ্রাযন্ত্র প্রকাশ হওয়া পর্য্যন্ত চিরকাল থাকিবার সম্ভাবনা। ইহাকে বায়ুতে, অগ্নিতে, যুদ্ধেতে ও নিদারুণ কালেতেও নষ্ট করিতে পারে না, যত দিন চন্দ্র, সূর্য্য

ও পৃথিবী থাকিবে, ততদিন পুস্তক থাকিবে। যে সকল ভাব মনুষ্যের মনে উদয় হইয়া লোপ হয়, তাহাকে বন্ধন করিয়া রাখিবার লেখাই প্রধান উপায় ও ইহা দ্বারাই মনের ভাব চিরকাল পর্য্যন্ত থাকিবার সম্ভাবনা; ইহা দ্বারা পণ্ডিত ও মহৎ ব্যক্তিগণের মৃত্যু হইলেও চিরস্মরণীয় হন। পুস্তক সকল পণ্ডিত লোকের দানের স্বরূপ, যে সকল মনুষ্য পুস্তক প্রকাশ কালীন জন্ম গ্রহণ করে নাই, তাহারাও উপকৃত হইয়া থাকে। অন্য যে সকল বিদ্যা আছে, যদ্দ্বারা আমরা মনের ভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ হই, তাহা অত্যল্প কাল থাকে। মূর্ত্তি সকল কিয়ৎ সহস্র বৎসর থাকে, অট্টালিকাদি আরো অল্প কাল স্থিতি হয় কিন্তু চিত্রপট সকল অট্টালিকা সকল অপেক্ষা অল্প দিবস মধ্যেই নষ্ট হয়। ফিডিয়স, ভিট্রুভিয়স ও আপেলিসের নাম যেমন এখন লোপ হইয়া গিয়াছে; সেই রূপ এই সময়ের উত্তমোত্তম ভাস্কর, গৃহ নির্ম্মাতা ও চিত্রকারদের নামও বিলুপ্ত হইবে। গ্রন্থকর্ত্তাদিগের একটী সুবিধা আছে, তাহা অন্য শিল্পকারকদিগের সম্ভাবনা নাই। আদি পুস্তক হইতে অসংখ্য আদর্শ অনায়াসেই হইতে পারে, তাহাতে নকল আসলের কিছুই প্রভেদ থাকে না। এই হেতু এক উত্তম লেখকের নাম চিরস্মরণীয় হইতে পারে। যদিস্যাৎ লিপিই চিরকাল থাকিবার সম্ভাবনা রহিল, তজ্জন্য গ্রন্থকারকের উচিত হয় যে, তিনি এমত কুৎসিত ও অন্যায় বিষয় সকল পুস্তকে স্থান

প্রদান না করেন, যাহা হইতে পাঠকবর্গের মন পাপ ও ভ্রমে পতিত হয়। যে সকল বিদ্বান্ লেখক অহিত ও অন্যায় বিষয় সুচারু বাক্য বিন্যাস দ্বারা প্রকাশ করেন, তাঁহাদের শত্রু স্বরূপ জ্ঞান করিতে হইবে। এজন্য এমন কহা যাইতে পারে যে, মন্দ লেখক সকল আপন মৃত্যুর পরেও পাপ করেন। লেখা বড় আমোদের বিষয়, যখন এক ভাব অন্য ভাবকে উৎপন্ন করে এবং ভাব ও ছন্দ একেবারে মনের মধ্যে উদয় হয়; কিন্তু এরূপ সুখ অত্যুত্তম লেখকেরাও প্রায় অনুভব করেন না। উত্তম লেখা সহজে হয় না, ইহা অনেক পরিশ্রম ও একান্ত চেষ্টার ফল। সর্ব্বদা সহজ আমোদেই আমাদিগের মনকে চঞ্চল করে, কখন নিবিষ্ট হইতে দেয় না; কেবল দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কিম্বা নিতান্ত আ-বশ্যকতায় এই লেখাতে মনঃসংযোগ হইতে পারে। একটি ভাব মনে উদয় হইলে বোধ হয় অনায়াসেই লেখা যাইবে; কিন্তু সেই ভাব বর্ণ মালায় প্রকাশ করিতে গেলে বিষম কঠিন হইয়া উঠে। যে মন প্রথমে কথা শ্রেণীতে পরিপূর্ণ বোধ হইয়াছিল, অকস্মাৎ তাহা মরু ভুমি ও শূন্য প্রায় হইয়া উঠে; যে ভাব ও কথা প্রকাশ পাইবার জন্য প্রস্তুত ছিল, তাহা হঠাৎ অন্তর্হিত হইয়া যায়। কখন নানা রূপ ভাব একেবারে উদয় হয়; কিন্তু এমত অশৃঙ্খল ও জড়িত যে, তাহাদের নিয়মে আনা ও পরিষ্কার করা অতি কঠিন হয়। কবি হরেশ কহিয়াছেন যে, মনে ভাব উদয় হইলে সেই ভাব

কথায় প্রকাশ করা অনায়াসেই যায়; কিন্তু ইহা যুক্তি সিদ্ধ নয়। তাহা হইলে যাঁহারা অত্যন্ত বহুদর্শী ও বিজ্ঞ তাঁহারাই সুবক্তা হইতেন। ইহাও দেখা গিয়াছে যে, অনেক পুস্তক যাহার ভাব অতি উত্তম, কেবল মন্দ লেখা প্রযুক্ত অবহেলা করা হইয়াছে। অনেকে পুরাতন ভাব উত্তম রচনা প্রযুক্ত মাননীয় হইয়াছেন। এজন্য উত্তম ও উপযুক্ত কথা সংগ্রহ করা লেখকের এক প্রধান গুণ কহিতে হইবে। সর্ব্ব প্রকার সংস্কৃত বিদ্যার আদি লেখকদিগের সংখ্যা অতি অল্প; তাঁহাদিগের হইতে আমরা নূতন ভাব ও নূতন প্রকার রচনা প্রাপ্ত হই। অনেকেই সাবধান পূর্ব্বক পূর্ব্ব লেখকদিগের পথানুবর্ত্তী হন। নূতন ভাব প্রকাশ করণের ক্ষমতা না থাকা প্রযুক্ত ঐ সকল ব্যক্তি আপন বুদ্ধি, শক্তি, জ্ঞান ও বিদ্যার উপর নির্ভর করিতে সাহস করে না। অনেক পুস্তকের সার সংগ্রহ একত্র করিলে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকের পরিমানে হয় না। ফলতঃ স্বভাবের বিবরণ লিখিতে হইলে সকলকেই একপ্রকার উক্তি করিতে হয়, ইহাতে পশ্চাৎবর্ত্তী লেখককে চৌর্য্যদোষে দোষী করা অন্যায়, কেবল এই পর্য্যন্ত কহা যাইতে পারে যে, প্রথম লেখকেরা আদি পণ্ডিত। লেখনস্পৃহা এক রূপ ব্যামোহ। ইহা বসন্ত রোগের ন্যায় সকল ব্যক্তিকেই কোন সময় না কোন সময় আক্রমণ করে। বসন্ত ব্যাধি একবার হইয়াই ক্ষান্ত হয় কিন্তু এ ব্যামোহ কদাচও আমাদিগকে ত্যাগ করে না। এই লেখার

মধ্যে সংবাদপত্রিকা পুস্তক লেখা অপেক্ষা অধিক-তর হানিজনক হইতে পারে। পুস্তক একখানি পাঠে বৈরক্তি জন্মিলে তাহা হইতে শীঘ্র মুক্ত হইবার অনেক আশয় আছে; কিন্তু সংবাদপত্রিকা একবার প্রকাশ হইবারনয়,প্রতিদিন,সাপ্তাহিক এবং অন্যান্য নিয়মেতেও প্রকাশ পায়। এক বার পাঠে বৈরক্তি জন্মিলে পুনরায় তাহা হইতে মুক্ত হইবার ভরসা নাই। নীতি পুস্তক সকল প্রায় প্রতি দিবসেই লিখিত হয়; তাহাতে যে,মনুষ্য সকল পাপ কর্ম্ম হইতে বিরত থাকে এমত নহে, কিন্তু লেখকের দ্বারা যে কোন উপকার হয় না, এমন কথা কহা যাইতে পারে না। পুস্তক লেখা রহিত থাকিলে একেবারে সকলেই দুষ্ক্রিয়ান্বিত হইয়া উঠে। এক ব্যক্তির ক্ষমতা অত্যল্প,কিন্তু পরমেশ্বরের মানস এই যে, সকলেই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কর্ম্ম করিবে। কেহবা ছন্দ ও লিখিবার ধারা শিখিবার জন্য, কেহবা তর্ক নি-মিত্ত পুস্তক পাঠ করে; যথার্থ ভাবের প্রতি মনো-যোগ করে না, কেহবা অন্যে মূর্খ না কহে,এজন্য কি-ঞ্চিৎ শিখিয়া রাখে, কিন্তু প্রায় সকল লোকের পাঠের কারণ এই যে, তাহারা পাঠ অপেক্ষা অন্য আমোদ অধিক সুলভ ও নিয়ত ভোগ্য বোধ করে এবং তাহার জন্য সময়ের কিম্বা কালাকালের বিবেচনা করিতে হয় না। যে ব্যক্তির আমোদ প্রমোদ করিবার জন্য অর্থ নাই অথবা পীড়াপ্রযুক্ত গৃহ হইতে বহির্গত হওয়া দুঃসাধ্য হয়, তাহার পক্ষে পুস্তক অতি উত্তম বন্ধু কহি-

ত্তে হইবে। তবে লেখকদিগের অনুপকারী কহা যাইতে পারে না। মনুষ্যেরা প্রায় মন্দ কর্ম্মতেই রত হয়, যদি আমরা কোন ধর্ম্ম কর্ম্ম না করিয়া অধর্ম্ম হইতে বিরত হই, তাহা হইলেই পরম লাভ বলিতে হইবে। পুস্তক পাঠে অনেক উপকার আছে, ইহাতে উৎকৃষ্ট বোধ সকল মনোমধ্যে প্রবিষ্ট হয় অথচ শীঘ্র বিলুপ্ত হয় না। যিনি ধর্ম্ম পুস্তক সামান্য পাঠ মানসে অধ্যয়ন করেন, তাঁহার ইচ্ছা বিরুদ্ধেও উত্তম হইয়া উঠেন। যদিও উত্তম পুস্তক পৃথিবীতে বিস্তর আছে এবং যদিও সকলে কহে যে, নূতন লেখকের আবশ্যক নাই, অনেক উত্তমোত্তম লেখকের পুস্তক পাঠ করা গিয়াছে এবং নূতন লিখিবার কিছুই নাই, তথাপি যে সকল কারণ উক্ত হইল, তাহাতে এমন প্রমাণ হইতেছে যে, উত্তম পুস্তক লিখিত হইলেই উপকার আছে। যে সকল লেখক তাঁহাদের লেখা পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন, তাঁহাদের পরিশ্রম অপেক্ষা যাঁহারা পৃথক্ ২ পৃষ্ঠায় লেখা প্রচার করেন, তাহাদিগের পরিশ্রম অধিক। এক খানি বৃহৎ পুস্তকে আমরা শীঘ্র উত্তম ভাব দেখিতে প্রয়াস করি না, অনেক আড়ম্বরের পর প্রস্তাবটি লিখিত হয়। যে সকল লেখক তাহাদের পৃথক্ ২ পৃষ্ঠায় ভাব প্রকাশ করেন, তাহাদের একেবারে প্রস্তাবটি লিখিতে হয় এবং উত্তম রূপে বিষয়টি লিখিত না হইলে সকলেই বিরস ও উৎসাহহীন বলিয়া অবহেলা করে।

লেখার ভাব পূর্ণ থাকিবে এবং যদি নূতন ভাব না থাকে,উত্তম লেখার দ্বারা ঐ অভাব দূর করিতে হইবে। যদ্যপি আমাদিগের উৎকৃষ্ট গ্রন্থকর্ত্তাদিগের পুস্তকের প্রত্যেক পৃষ্ঠা বিলক্ষণ করিয়া পাঠ করা যায়, তাহা হইলে অনেক সামান্য কথা ও বচন, সাধারণ বোধ ও পুরাতন প্রস্তাব দেখা যায়; কিন্তু ঐ সকল একত্রিত হইলে চলিত হইয়া যায়। আর যদিও সমাচার পত্রের পৃষ্ঠাতে ভগ্ন ভাগ ও অব্যবস্থিত বিবরণ থাকে তথাপি কাগজ খানিতে সম্পূর্ণ প্রবন্ধ থাকিবে এবং যাহা পরিমাণে ন্যূন আছে, তাহা ভাবে পূর্ণ করা হয়। আর আবশ্যকীয় কথা সকল থাকা কর্ত্তব্য ও বারম্বার এক কথা ও বহূক্তি প্রকাশ না পাইয়া রসে পূর্ণ থাকিবে। সচরাচর নীতি লেখা ভেষজদিগের ঔষধের ন্যায় অধিক পরিমাণে প্রস্তুত হয়, কিন্তু এক প্রবন্ধ রচনাতে অল্প কথায় সমস্ত ভাব প্রকাশ হইবে, যেমত রসায়নিক উপায় দ্বারা কতক বিন্দুতে অনেক খানি জলীয় দ্রব্যের কার্য্য করে। যদ্যপি সকল পুস্তকের সারসংগ্রহ গ্রহণ করা যায়,তাহা হইলে অনেক স্থূল লেখক কৃশ বোধ হয় ও কোন পুস্তক চারি পৃষ্ঠা হওয়াও কঠিন, আর এক যুগের পুস্তক কতকগুলি পুস্তকাধারে রাখা যাইতে পারে, অন্য গুলি একেবারে বিনাশ উপযুক্ত হয়। সংবাদ পত্রিকা হইতে আমরা পৃথিবীর লোকের সহিত আহার ব্যবহার বিষয়ে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হই, উত্তম ও চিরস্থায়ী পুস্তক হইতে সেরূপ উপকার

পাওয়া যায় না। যদ্যপি পুরাকালের ব্যক্তিগণ অপেক্ষা সমকালীন ব্যক্তি সকলের সহিত সবিশেষ পরিচয় ও তাহাদের বিষয় জ্ঞাত হওয়া অধিকতর আবশ্যক বোধ হয় এবং যে সকল ঘটনাতে আমাদের সুখ ও দুঃখে নির্ভর করে, যদি তাহা জ্ঞাত হওয়া প্রাচীন রাজত্বের পরিবর্ত্তনের বিজ্ঞান অপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় বোধ হয়, যে রাজত্ব আমাদের ভোগে নাই ও ভোগ হইবার সম্ভাবনাও নাই কিম্বা যদি রাজমন্ত্রী সকলের পদাভিষিক্ত ও পদ-চ্যুত হওয়া ও রাজা ও ধনাঢ্য কুমারদিগের জন্ম গ্রহণ এবং সুন্দরীদিগের উদ্বাহ ক্রিয়া শ্রবণে যদি আ-মরা বিশেষ আমোদ প্রকাশ করি, তাহা হইলে সংবাদপত্র সম্পাদকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে হয়।

যাহারা সমাচার পত্র লেখে তাহাদের অনেক সুবিধা, যাহারা অনুমান করেন যে, তাহাদিগের জ্ঞান ও বুদ্ধি দ্বারা লোকদিগের নিকট প্রশংসা ভাজন হইয়াছেন, তাঁহারা শীঘ্র যশঃলাভ করিবার জন্য সংবাদ পত্র লেখেন ও বিবেচনা করেন, যাহা তিনি অদ্য লিখিতেছেন, তাহা কল্য সমাদরে ও আহ্লাদ পূর্ব্বক পা-ঠক বর্গের দ্বারা পাঠ করা হইবে ও আপন কর্ণে শ্রবণ করিবেন। তিনি আরো অনুমান করেন যে কোন পুস্তক লিখিতে হইলে অনেক সময় আ-বশ্যক করে, কি জানি পুস্তক প্রকাশের সময় লিখিত

বিষয় আদরণীয় হওয়া সুকঠিন, কারণ সে সময় লোকেরা অন্য পক্ষ হইতে পারে ; কিন্তু খবরের কাগজ লোকের মনোরঞ্জন জন্য মত পরিবর্ত্তন করিতে পারে। যে দিবসের যে মত তাহাই চালাইতে পারে। খবরের কাগজ লেখা সহজ, যেহেতু দীর্ঘ পুস্তকের ভাব শ্রেণী-বদ্ধ করা সহজ কর্ম্ম নহে, কিন্তু কতক পৃষ্ঠা মিলন করা কিঞ্চিৎ পরিশ্রমে হইতে পারে। অনেক ব্যক্তি পাঠ করিয়া যদিও একখানি পুস্তকোপযোগী ভাব সংগ্রহ করিতে না পারে, তথাপি ঐ ভাব অল্প করিয়া প্রকাশ করিতে অনায়াসে পারেন। পুস্তক লিখিতে হইলে অনেক সময় যায় ও তাহার ফল শীঘ্র জানা যাইতে পারে না, কিন্তু খবরের কাগজ লিখিলে তাহা হয়। যদি কোন বারের কাগজে কোন দোষ ও ভ্রম থাকে, তাহা অন্য কাগজের সম্পাদকেরা খণ্ডন করিলে অনায়াসেই শুদ্ধ করা যাইতে পারে। যদি কোন বিষয় লিখিতে ২ এমত বোধ হয় যে, আর অধিক লিখিলে মূর্খতা প্রকাশ হইবে, তাহা হইলে ও বিষয়ে একেবারে ক্ষান্ত হইলেই হয়। অব-শেষে যদি এমন দেখ যে, অতিশয় পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে প্রশংসার উপযুক্ত কিম্বা প্রশংসা প্রাপ্ত না হও, তাহা হইলে কাগজ চালাই-তে নিরস্ত হইয়া অন্য আমোদে ও অন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে। যে সকল লেখক অন্য পুস্তকের ভাব সংক্ষেপ করিয়া লেখে, কিম্বা পুস্তক হইতে সংগ্রহ করে

কিম্বা অনুবাদ করে, যদিও তাহাদের পরিশ্রম খবরের কাগজ লেখকের পরিশ্রম সহিত তুলনা হইতে পারে না, তথাপি তাহাদের পরিশ্রমতেও লোক সমূহের উপকার দর্শাইতে পারে, তাহার সন্দেহ নাই। সকলের স্বভাব এক রূপ নহে, কেহবা সারসংগ্রহে সন্তুষ্ট হন কেহবা অত্যুচ্চ ভাব গ্রহণ করিতে না পারিয়া মধ্যবিৎ লেখায় মনঃ দেন। নূতন বিষয় শিক্ষা প্রদান করা কিম্বা জ্ঞাত বিষয় উত্তম লেখা দ্বারা মনোনীত করা গ্রন্থকর্ত্তার কর্ম্ম। এ উভয়ই কঠিন ; পাঠকবর্গেরা স্থির হইয়া যে পুস্তক পাঠ করে ও যদ্দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়, সে সামান্য পুস্তক নয়। উত্তম লেখা অত্যন্ত সুকঠিন ও অনেক সময় ও ভাবনার ফল। উহা প্রচার হইলে এমন বিবেচনা হয় যে, তাহার শত্রু কেহ হইবে না ; কারণ উহা উত্তম হওয়া কঠিন ও উত্তম হইলে সামান্য লাভ হয়, তথাপি এমত লোক আছে, যাহারা কোন উত্তম পুস্তক প্রচার হইলে আমোদ কিম্বা অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিবেচনা করিয়া ঐ পুস্তক গৃহীত হওনের বিঘ্ন দেয় এবং দ্বারিকের ন্যায় যশঃ মন্দিরের কপাট রুদ্ধ করিয়া রাখে। লেখকেরা তাচ্ছল্যকে অত্যন্ত ভয় করেন ; কেহ যদি তিরস্কার, নিন্দা ও ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করে, তাহা হইলে তাহাদের বড় হানিকর বোধ হয় না ; কিন্তু অযত্নেলার আশঙ্কা প্রথমতঃ সকল লেখকের হয়। প্রথম লেখকদিগের এমন মনে হয় যে, তাঁহারা লোক সমূহের আশা অনুজ্ঞা

কর্ত্তা হইবেন, ও পরমেশ্বর তাঁহাদিগের বিদ্যাকে বৃদ্ধি কিম্বা অলঙ্কৃত করিতে কোন গুণ দেন নাই ও অন্য লোকের ব্যবহার ও রীতি নিয়মবদ্ধ করিতে সক্ষম করেন নাই; যদিও পৃথিবীর লোকেরা অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছন্ন আছে, তথাপি ঐ অন্ধকার বিচ্ছিন্ন করিয়া যে,তাঁহারা আলোক প্রদান করিবেন,এমন কোন কার্য্যে নিযুক্ত হন নাই। এই সন্দেহকে পুস্তকাগারের গ্রন্থাবলীতে অনেক পোষকতা করে; কারণ তাহাতে অনেক গ্রন্থকারকের নাম দেখা যায় যাঁহারা এক সময় সাহস পূর্ব্বক পুস্তক প্রচার করিয়া আপন বন্ধুবর্গের নিকট প্রশংসা ভাজন ও আত্মীয়গণের দ্বারা আদৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে তাঁহাদের নাম একেবারে লোপ হইয়া গিয়াছে। যদিও কোন লেখকের উত্তম রচনা শক্তি থাকে, তথাপি এমন হইতে পারে যে, তাঁহার লেখা সাধারণের নয়নগোচর না হইয়া অপ্রকাশ থাকে। লোক সমূহ নানা কর্ম্মে ব্যস্ত থাকে, বিদ্যা বিষয়ের চর্চ্চা করিতে সময় পায় না; অনেকের সাবকাশ থাকিলেও অববোধ ও হিংসা প্রযুক্ত উৎসাহ দেয় না। কেহ২ কোন পুস্তক পাঠোপযোগী বিবেচনা করে না, যে পর্য্যন্ত ঐ পুস্তক সাধারণের আদরণীয় না হয়। অনেকে নূতন পুস্তক প্রচারে প্রতিবন্ধক হয়; যেহেতু তাহারা শিক্ষিত হইতে চাহে না; যদি পুরাতন বিষয় বিস্তীর্ণ করিয়া লিখিত হয়, তাহা হইলে তাহারা গ্রাহ্য করে না, কিন্তু ঈর্ষা বিবে-

চনা করা কর্ত্তব্য যে, মনুষ্যদিগকে সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া দেওয়া আবশ্যক। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা আপন অভিপ্রায় শীঘ্র প্রকাশ করেন না, পাছে তাঁহাদের মানের হানি হয়। মূর্খেরা তাহাতে সন্তুষ্ট হয় না এবং বলিয়া থাকে, ঐ পুস্তক উত্তম হয় নাই। এই সকল প্রতিবন্ধক হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যদি কেহ যশঃ উপার্জ্জন করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে কৃতার্থম্মন্য বিবেচনা করিতে হইবে। কোন পুস্তক প্রচার করিবার পূর্ব্বে পুস্তক প্রচার যোগ্য কি না এ বিষয়ে অন্যের মত জানিতে গেলে তাঁহারা ভিন্ন অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কেহ কহেন যে, ভাব সকল শ্রেণীবদ্ধ হয় নাই, কেহ বা বলেন, লেখা প্রণালী শুদ্ধ হয় নাই। কেহ বা পুস্তক সংক্ষেপ কেহ বা বৃদ্ধি করিতে বলেন। এই রূপ অন্যের মতানুযায়ী লিখিতে হইলে পুস্তক প্রচার করা হয় না। নীতিজ্ঞেরা কহেন যে, লোক সকল আপনাদিগের বিবেচনা অনুযায়ী কর্ম্ম করিবেন, অন্যের মতানুসারে কর্ম্ম করিতে হইলে নানা প্রকার বিঘ্ন ঘটে। যে কর্ম্ম করিতে এক ব্যক্তি পরামর্শ দেয়, তাহা অন্য জন নিবারণ করে। এই রূপ বহু লোকের ভিন্ন২ মত গ্রহণ করিলে কোন কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। এ কারণ গ্রন্থকারকেরা আপনাদিগের বিদ্যার উপর নির্ভর করিয়া গ্রন্থ রচনা ও প্রচার করিবেন। অন্য লোকে দোষাদোষ বর্ণনা করিলে ও পরামর্শ দিলে যে, তাঁহারা গ্রন্থ সংশোধন করিয়া পৃথিবী মধ্যে সন্মান

প্রীপ্ত হইবেন, সে আশা মিথ্যা। অনেকেরি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকিবে, কোন পুস্তক যখন হস্তাক্ষরে লেখা থাকে, তখন সকল ব্যক্তি এক ভাবে দেখেন, মুদ্রাঙ্কন হইলে পর অন্য ভাবে দেখেন। ছাপার পর দেখাইলে অত্যাল্প দোষ প্রকাশ করেন, পূর্ব্বে দেখাইলে অনেক প্রকার দোষ দেখান। লেখা অনেক রূপ আছে, এক প্রকার লিখিত হইলে অন্য রূপ হইতে পারে, কিন্তু উভয়ই উত্তম। সংশোধনকারক অনায়াসেই পরিবর্ত্তন করিতে পরামর্শ দেন, কারণ তাঁহাকে লিখিতে হইবে না, তাঁহার কার্য্য মুখে প্রস্তাব করিলেই হইল। কোন ব্যক্তি হঠাৎ পণ্ডিত কিম্বা উত্তম লেখক হইতে পারেন না। কেহ যদি কোন বিষয় লিখিতে চেষ্টা করেন, আর যদ্যপি তাঁহার তদ্বিষয় জ্ঞাত না থাকে, তবে সে কেবল তাঁহার ও পাঠকদিগের সময় নষ্ট করা মাত্র এবং তাহাতে তাঁহাকে জ্ঞানী লোকের নিকট উপহাসাস্পদ হইতে হয়। আর যে ব্যক্তি উত্তম লিখিতে সক্ষম নহেন, অথচ তিনি লিখিতে সাহস করেন এবং সাধারণের পাঠজন্য পুস্তক প্রচার করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার সে আশা ও গরিমা ভগ্ন হয় বিদ্বান্ লোকের ঘৃণাস্পদ হন, আর যে ভাষায় লেখেন, তাহাই তাঁহার অপযশের প্রধান কারণ হয়। লেখকের প্রথম আবশ্যক এই যে, তিনি যে বিষয় লিখিতে মানস করিবেন, তাহা পূর্ব্বে উত্তম রূপে জ্ঞাত হওয়া উচিত, কারণ যাহা

আমরা অবগত নহি, তাহা কদাচ অন্যকে উপদেশ দিতে পারি না এবং যে বিষয় আমাদিগের শিক্ষা করিলে ভাল হয়, তাহা শিখাইতে সাহস করাও বৃথা। দ্বিতীয়তঃ যে ভাষায় ভাব সকল লিখিত হইবে, সে ভাষায় সুশিক্ষিত হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। বৃহৎ২ পুস্তকাগারে আমরা দেখিতে পাই যে, বহু সঙ্খ্যক পুস্তক মধ্যে অত্যল্প পাঠযোগ্য আছে; অধিকাংশ লেখকদিগের নাম একেবারে লোপ হইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে অনেকেই এক সময় সম্ভ্রম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা যে, উত্তম বুদ্ধি, বিদ্যা ও পরিশ্রম দ্বারা এই প্রশংসা ভাজন হইয়াছিলেন, এমন বোধ হয় না, কেবল লোক ও অর্থ বলে এবং চাটুকারদিগের জন্যে হইয়া থাকিবে। পুস্তক সকল এক সময় নিশ্চিত রূপ জীবিত থাকে না। কোন খানি শীঘ্র যশঃ লাভ করিয়া পরে লোপ হইয়া যায়, কোন পুস্তক অনেক দিবসের পর আদরণীয় হইয়া বহুকাল পর্য্যন্ত সমাদরে থাকে। এরূপ গ্রন্থ অতি অল্প লেখা আছে, যাহাতে লেখকেরা বিদ্বান্ ও নিপুণ হইলেও চিরকাল মান্য ও আশা করিতে পারেন না। যাঁহারা মনুষ্য স্বভাবকে বিলক্ষণ রূপ আলোচনা করিয়াছেন ও তদ্বিবরণে উত্তম রূপ ক্ষমতাবান হইয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম চিরস্মরণীয় হইলে হইতে পারে। মুদ্রাযন্ত্র হওয়া পর্য্যন্ত কোন লেখা প্রচার করা অত্যন্ত সহজ হইয়া উঠিয়াছে। মুদ্রাযন্ত্র হইতে অনেক উপকার দর্শায়; পূর্ব্বন

তাহা লোক সমূহের মধ্যে সুবুদ্ধি বিস্তৃত, বিবেচনা শক্তিকে পরিষ্কৃত, ধর্ম্ম নীতি সহিত মনকে উৎসাহিত, শোকাকুল চিত্তকে ক্লেশ হইতে বিমুক্ত এবং মনকে দোষ-শূন্য আমোদের দ্বারা নির্ম্মল করে, আর পরিশ্রমের পর আরাম দেয়, কিন্তু যদি সেই মুদ্রাযন্ত্র দ্বারা মনুষ্য সকল উপকৃত না হইয়া অপকৃত হয়, আর সত্য, ও জ্ঞান প্রচার না করিয়া অববোধ ও মূর্খতা প্রকাশ করে, সে অতি আক্ষেপের বিষয় হয়। লেখকদিগের মধ্যে কেহ বা জ্ঞান জ্যোতি দ্বারা মনের অন্ধকার বিনাশ করেন, কেহ বা কুসংস্কার কুজ্ঝটিকা দ্বারা মনকে আবৃত করে। গ্রন্থকর্ত্তাদিগের যে কার্য্য, তাঁহাদিগের লেখার সহিত ঐক্য হয় না। ধর্ম্ম ও হিতকর বিষয় অনায়াসেই লেখা যাইতে পারে কিন্তু ধর্ম্মানুসারে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা অতিশয় কঠিন। লেখকেরা যখন স্থির হইয়া কোন বিষয় বিবেচনা করেন, তখন তাঁহাদিগকে আশাতে আকর্ষণ, স্নেহেতে বশীভূত, বাসনাতে অস্থির ও ভয়েতে বিষণ্ণ করিতে পারে না। স্থলের উপর নাবিক বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া অতি সহজ, ভূভাগে সমুদ্র সর্ব্বদাই স্থিরগামী এবং বায়ুকে শুভকর বোধ হয়। দর্শন ও অন্যান্য শাস্ত্র যে রূপ শিক্ষা করা যায়, সেই রূপ পরীক্ষাতে ও কার্য্যেতে মিলন করিতে গেলে ঐক্য হয় না; পদার্থের দোষ হেতু ও নানা ঘটনা প্রযুক্ত অনেক ব্যাঘাত ঘটে। এই রূপ নীতি বিষয়ে, যাহা আমরা সহজে হিতোপদেশ দিতে পারি,

সেই রূপ কার্য্য করিতে হইলে দুরূহ বিবেচনা হয়। যাহারা পুস্তক লেখেন, তাঁহারা ন্যায়ানুগত কহিলেই তাঁহাদিগের কার্য্য শেষ হইল কিন্তু যাহাদিগের নীতি কর্ম্ম সকল করিতে হয়, তাহাদিগের নিজ ২ ও অপরের রিপু তে বিরক্ত করে এবং তাহাদের নানা প্রকার অসু-বিধাতে বিহ্বল করে। মনুষ্য সকল যে রূপ, গ্রন্থকর্ত্তা-রাও সেই রূপ, অন্য মনুষ্যের সহিত তাঁহাদিগের বিশেষ প্রভেদ কিছুই নাই। জল বিন্দুকে দৃষ্টি করিলে কোন উজ্জ্বল পদার্থ বোধ হয় কিন্তু স্পর্শ মাত্রে সামান্য জল প্রকাশ পায়।



সময়।

উত্তম রূপে সময় ক্ষেপণ করিলে ইহা অপেক্ষা আমাদিগের আর কিছুতে অধিক জ্ঞান প্রকাশ হয় না এবং ইহা নষ্ট করিলে আর কিছুতেই আমাদিগের অধিক মূর্খতা প্রকাশ হয় না। সকলেই অধিক কিম্বা অল্প পরিমাণে আলস্যের বশীভূত দেখা যায় এবং অনেকেই এমন আছেন যে, তাঁহারা দুই কর্ম্ম মধ্যে কোন্ কর্ম্ম অগ্রে আরম্ভ করিবেন, এই স্থির করি-তে যে সময় নষ্ট করেন, তাহাতে উভয় কার্য্যই সম্পা-দন হইতে পারে। নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের অভাব ইহার কারণ বোধ হয়, কর্ম্ম থাকিলে তাহা শেষ করিয়াও

জন্য সময় নিরূপণ করা উচিত। যদি সময় অবধারিত করা না হয়, তাহা হইলে সেই সময় জলের ন্যায় নিশ্চিত স্রোতে বহমান না করিলে প্লাবন হইয়া কোন উপকার দর্শায় না, বরঞ্চ অনিষ্ট করে। বরং ক্রোধ সম্বরণ করা যায়, প্রতিহিংসা হইতে নিবৃত্ত হওয়া যায়, কিম্বা অন্য কোন প্রবল প্রবৃত্তি হইতে ক্ষান্ত হওয়া যায়, তথাপি আলস্যের ধীরবৎ স্রোত হইতে সতর্ক থাকা অতি কঠিন। এই প্রবাহ কেবল ধর্ম্মের মূলকে নষ্ট করে, বরং অন্য রূপ সম্মুখবর্ত্তী পাপ শত্রু আমাদিগের পক্ষে শ্রেয়ঃ, তথাপি মনের অলস রূপ মরিচা কিছু নয়; আমাদিগের কেবল নানা গুণের অঙ্কুর থাকা সে বৃথা, যদ্যপি আমরা পরিশ্রম ও একান্ত চিত্তে ঐ সকল অঙ্কুর বৃদ্ধি পাইতে না দি। মৃত্যু দ্বারা মহৎ ও ক্ষুদ্র ব্যক্তিকেও এক অবস্থায় আনে; সেই রূপ অলসতা দ্বারা সুবোধকে অবোধের দশাতে ফেলে। আমাদিগের লুক্কায়িত গুণে বখিলের ধনের ন্যায় নিজের বা অপরের কিছুই উপকার দর্শে না। সকলেই কহিয়া থাকেন যে, আগত কল্য এই কর্ম্ম করিব, সেই কাল উপস্থিত হইলে তাহাও ভূত হয় কিন্তু কোন কর্ম্মই সম্পাদন হয় না। এই রূপ পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া কেবল সেই ছায়া অবলম্বন করিয়া মনকে প্রবোধ দি। আমরা বিবেচনা করি না যে, বর্ত্তমান সময়ে কর্ম্ম করিতে অনায়াসে পারি, ভাবি কালের এ পর্য্যন্ত জন্ম হয় নাই এবং বিগত কাল

নাশ হইয়া গিয়াছে, যদিও জীবিত থাকে, তাহা কেবল কর্ম্ম উৎপাদন করা হেতু। আমরা দেখিতে পাই যে, জীবনের অধিকাংশ মন্দ কর্ম্মে ক্ষেপণ করা হয়; সেই কাল এমন সকল কার্য্যে নষ্ট হয়,যাহাকে কার্য্য বলা যাইতে পারে না; বাস্তবিক সকল সময় কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিযুক্ত না হইয়া বৃথা অপচয় হয়। কতক সময় আহার,ব্যবহার এবং লোক লৌকতাতে এবং কতক সময় আমোদ আহ্লাদে যায়; অবশিষ্ট কাল অনর্থক নিক্ষেপ করা হয়। অনেক সময় আমরা আশার, ভয়ের, প্রেমের ও প্রতিদ্বেষের জন্য এবং নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণের ও আলাপনের অনুরোধে ব্যয় করি। এক কবি পৃথিবীর বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইহার অধিকাংশ সমুদ্র দ্বারা ব্যাপৃত আছে, অবশিষ্টাংশ মধ্যে কোন স্থান নগ্ন পর্ব্বত এবং বালুকাময়, আর অত্যন্ত উত্তপ্ত ও বরফে আবৃত দেখা যায়। পৃথিবীর অত্যল্প অংশই ফল,ফুল, লতা বৃক্ষাদি উৎপন্ন করিয়া জীবদিগের আহার দেয় ও সুখ সম্পাদন করে। সময়ের বিষয়ও সেই রূপ কহা যাইতে পারে। যে সময় নিদ্রায়, প্রাতঃকৃত্যাদিতে, আহার ব্যবহারে ও পীড়িতাবস্থায় যায় এবং আলস্যে নষ্ট হয়, তদ্ব্যতীত অত্যল্পই অবশিষ্ট থাকে। ঐ অবশিষ্ট কালের মধ্যে বাল্যাবস্থা ও বার্দ্ধক্য দশা গণনা না করিলেও হয়। এই সকল সময় কর্ত্তনের পর আমাদিগের জীবনের অত্যল্প অংশ নিজ কহা যাইতে পারে; যাহা আমরা স্বেচ্ছানু-

কাটাইতে পারি। এই অল্প সময়ও বৃথা চিন্তা ও এক কর্ম্ম পুনঃ পুনঃ করাতে নষ্ট হয়। যেমন পৃথিবীর অল্প অংশের উদ্ভিজের দ্বারা জীবদিগের প্রচুর হয়, সেই রূপ ঐ অল্প সময় জ্ঞানের ও ধর্ম্মের চালনা জন্য যথেষ্ট হইতে পারে। বাস্তবিক আমাদিগের সময়ের অভাব নাই; মহৎকর্ম্ম সমাধা জন্য কেবল পরিশ্রম অপেক্ষা করে; আমরা বোধ করি যে, আমাদিগের সময় অতি অল্প, কর্ম্ম জন্য কুলান হয় না সে ভ্রম মাত্র। আমরা আনন্দিত চিত্তে সমুদয় দিন নষ্ট করি, কিন্তু ঐ বিনষ্ট কাল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইলে আমাদিগকে চমকিত করে, আর তখন আক্ষেপ করি যে, আমাদিগের জীবনের কিয়দংশ বৃথা নষ্ট হইল। যখন আমরা পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করি তখন উত্তম কার্য্য কিছুই দেখিতে পাই না, সকলই মরুভূমির ন্যায় বোধ হয়। আমরা যে, স্থির ছিলাম এমত নহে; কোন বিষয়ে অবশ্যই নিযুক্ত থাকিতাম কিন্তু সে কর্ম্ম কর্ম্ম মধ্যে গণ্য হইতে পারে না; কারণ এ পর্য্যন্ত আমাদিগের তাদৃশ জ্ঞানের বৃদ্ধি দেখিতে পাই না। আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা কহিয়া গিয়াছেন যে, অল্প ২ ব্যয়তে আমাদিগের ধন ক্ষয় হয়, কারণ প্রতিবারের খরচ সামান্য বোধ করি তাহাতে আমাদিগের চেতনা জন্মায় না, আর ঐ সকল অল্প ব্যয় আমরা প্রায় একত্র করিয়া দেখি না। জীবনের অপব্যয়ও সেই রূপ; যাঁহার এমত ইচ্ছা আছে

যে, তিনি বিগত কাল সন্তোষের সহিত দৃষ্টি করিবেন, তাহার প্রত্যেক পলের যথার্থ ফল কিঞ্চিৎ জ্ঞাত হওয়া এবং উত্তম কর্ম্মে ঐ কাল ক্ষেপণ করা কর্ত্তব্য! যে সময় নষ্ট হইয়াছে, তাহা পুনঃ প্রাপ্ত হইবার আর সম্ভাবনা নাই, কিন্তু তাহাতেও আমাদিগের সাবধানতা বৃদ্ধি করিতে পারে: যদিও আমরা এ পর্য্যন্ত বৃথা সময় নষ্ট করিয়াছি, আর করিব না; কুপথে গিয়াছি, আর যাইব না, অনাবশ্যকীয় বস্তুর প্রতি অতীব মনো-যোগ দিয়াছি, আর দিব না; সংক্ষেপে যে সকল বস্তু নিন্দনীয়, সামান্য ও নিষ্ফল, তাহা পুনর্ব্বার করিতে আর প্রবৃত্ত হইব না। এই রূপ বিবেচনা দ্বারা বর্ত্তমান ও আগত সময় অনেক লাভ হইতে পারে। যে সময় আমরা যথার্থ জীবিত থাকি, তাহা বৎসরের সংখ্যাতে গণনা করা উচিত নয়; কেবল ঐ সময়ে যে সকল কর্ম্ম করা হইয়াছে, তাহাই যথার্থ রূপ গণ্য করা যাইতে পারে। যথা ভূমির বিস্তীর্ণ সীমা হইলেই তাহার মূল্য অধিক হয় না, বাৎসরিক আয় দেখিয়া উহার পণ নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। মনুষ্য সকল এমত নির্ব্বোধ যে, যাহাতে তাহারা কৃপণ স্বভাব প্রকাশ করিলে ধর্ম্ম করা হয়, সে স্থলে তাহারা অত্যন্ত অপ-ব্যয়ী হইয়া থাকে। বৃথা সময় ক্ষেপণ করিবার জন্য কত রূপ উপায় করা হইয়াছে। একটী রোপ্য মুদ্রা অত্যন্ত যত্নে সঞ্চয় করিয়া রাখে কিন্তু যে বস্তু অমূল্য তাহা অনায়াসে তাচ্ছল্য ও ঘৃণা পূর্ব্বক মনুষ্যেরা ফেলিয়া দেয়।

কি পণ্ডিত কি মূর্খ সকলই জীবনের অল্পকাল স্থায়িত্ব হেতু বিলাপ করেন এবং বিবেচনা করেন যে, তাহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল ঐ সময় মধ্যে সম্পন্ন হইতে পারে না। আমাদের জীবন আমাদের বিষয়ের ন্যায়, উত্তম কৃষি অল্প ভূমিতে অধিক ফসল উৎপন্ন করাইতে পারে, কিন্তু কোন অপব্যয়ীর হস্তে রাজ ভাণ্ডার পড়িলে এক মুহূর্ত্তে ব্যয় হইয়া যায়, অতএব পরমেশ্বর আমাদিগের যে সময় দিয়াছেন, তাহা যদি উত্তম রূপে ক্ষেপণ করা হয়, তাহা হইলে সকল কর্ম্ম কার্য্য অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে। যদি ঐ সময়কে আমরা ধনাকাঙ্ক্ষায়, মদ্য পানে, নিদ্রায়, বেশভূষায়, হিংসায়, অনর্থক পর্য্যটনে, অপঠ্য পাঠে ও সর্ব্বদা মত পরিবর্ত্তনে নষ্ট করি, আর অবশেষে দেখি যে, জীবনের শেষ হইয়াছে, তখন আমরা সময়ের অভাব দেখিতে পাই কিন্তু যখন সময় আমাদিগের অধীনে ছিল, তখন আমরা মনোযোগ দেই নাই, এজন্য আমরা আপন দোষে জীবনকে অল্প করিয়াছি, বস্তুতঃ জীবন অল্প নহে। ইহার সার কথা এই যে, আমরা সামান্য বিষয়ে অধিক মনোযোগ দি, আবশ্যকীয় বিষয়ে অধিক সময় ক্ষেপণ করি না। অধিক সময় বিলম্বে ও আশাতে নষ্ট হয়, কারণ তাহা আগত কালের উপর নির্ভর করে। আমরা বর্ত্তমান সময় যে সময়, আমাদিগের আয়ত্ত আছে, তাহা অবহেলা করিয়া যাইতেছি এবং ভবিষ্যৎ সময় যে সময়ের উপর আমাদিগের ক্ষমতা

নাই, তাহার উপর নির্ভর করি, অর্থাৎ নিশ্চিত বিষয় ত্যাগ করিয়া অনিশ্চিতে ধাবমান হই। আমরা যে রূপ বিষয়, গৃহ ও ধনের প্রতি মনোযোগ দি, এরূপ জীবনের প্রতি দেই না; সকলেই আমাদিগের সময় অনায়াসে ও বিনা মূল্য ভোগ করে, তাহাতে আমরা প্রতিবন্ধক হই না, কিন্তু বিষয়াদি ভোগ করিতে আসিলে আমরা তাহাদের প্রতি বড় গৃহস্ত হই। যদিও সচরাচর আমরা জীবনের অল্প কাল স্থায়িত্ব হেতু দুঃখিত হই, কিন্তু জীবিতাবস্থার অনেক অংশ যাহাতে শীঘ্র গত হয়, এমত ইচ্ছা করি। নাবালক স্ববায় বয়স প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করে, তাহার পর কর্ম্মক্ষম হইতে চাহে, কর্ম্মক্ষম হইয়া বিষয় উপার্জ্জন পূর্ব্বক সম্ভ্রম আকাঙ্ক্ষা করে, অবশেষে নির্জ্জনে কালযাপন করিতে মানস হয়। এই রূপ জীবনের সমস্ত সময়কে যদিও অল্প কহা যায় কিন্তু ইহার অংশ সকলকে সকলই অধিক ও বৈরক্তিজনক কহে। সকলেই আয়ু বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছুক হন কিন্তু ইহার সমুদয় অংশ কি রূপে কম হইয়া যায়, এমত চেষ্টা করা হয়। কুসীদিক ব্যক্তি সুদ পাইবার সময় অস্থির হইয়া প্রত্যাশা করিতে থাকেন। প্রেমিক যুবা তাঁহার প্রেয়সীর সহিত সমাগমের নিরূপিত কালের প্রত্যাশার মধ্যবর্ত্তী সময়কে অতিভার বোধ করেন। এই প্রকার আমাদিগের যে বস্তুতে কৃপণ হওয়া উচিত তাহাতেই আমরা অত্যন্ত ব্যয়শীল হই। কেহই উক্ত

রূপে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে মানস করে না, কেবল কি প্রকারে অধিক দিবস জীবিত থাকিবে, এই চেষ্টা করিয়া থাকে, কিন্তু উত্তম রূপে জীবন ক্ষেপণ করা সকলেরই ক্ষমতা আছে, অধিক দিবস জীবিত থাকা কাহারো সাধ্য নাই।



পিতা মাতার প্রতি ভক্তি করা কর্ত্তব্য।

পরমেশ্বর আমাদিগের প্রধান প্রেমাস্পদ, তিনি সকলের সৃষ্টি ও পালন কর্ত্তা, পিতা মাতা আমাদিগের জন্মের ও পালনের দ্বিতীয় কারণ। যখন আমাদিগের শৈশবাবস্থা ছিল, তখন আমাদিগের বল ও বুদ্ধি কিছুই ছিল না, কেবল ক্রন্দন দ্বারা ক্ষুধা পিপাসা ও ক্লেশ প্রকাশ করিতে পারিতাম। ঐ সময়ে পিতা মাতা সর্ব্বদা ক্রোড়ে ও কষ্ট স্বীকার করিয়া অতি যত্নে ও নিরাপদে রাখেন, এবং পীড়ার সময় আরোগ্যের নিমিত্ত সচেষ্ট ও অতিশয় চিন্তাযুক্ত হন এবং পরমেশ্বরের নিকট মানসিক প্রার্থনা করেন। প্রথম শিক্ষা সময়ে বিদ্যা দ্বারা অতি যত্নে আমাদিগের জ্ঞানোদয় ও উহার বৃদ্ধি নিমিত্ত নিতান্ত ব্যাগ্রতা প্রকাশ করেন, আর পিতা মাতা হইতে এই সংসার যাত্রা সুখে নির্ব্বাহ হয়, তাঁহারা

উপাদেয় খাদ্য দ্রব্য যত্ন পূর্ব্বক সংগ্রহ করিয়া আমাদিগের আহার করান; সর্ব্বদা কুপথ গমন নিবারণ পূর্ব্বক সুপথ দর্শান ও সর্ব্বদা সুপরামর্শ দেন। এমন স্নেহের ব্যক্তি পিতা মাতা ব্যতীত আর কেহই হইতে পারে না। যদিও তাঁহারা সময়ে সময়ে আমাদিগের তিরস্কার করেন, সে কেবল আমাদিগের মঙ্গল চেষ্টা ভিন্ন অন্য অভিপ্রায় হইতে পারে না; ফলতঃ যাঁহারা আমাদিগের দোষ দর্শাইয়া ভর্ৎসনা করেন, তাঁহারাই আমাদিগের সুহৃদ্। সকলেই আপনাদিগের মঙ্গল অগ্রে আকাঙ্ক্ষা করেন, কিন্তু পিতা মাতা সন্তানের সুখ জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টা পাইয়া থাকেন, সন্তানের সুখের নিমিত্ত তাঁহারা অত্যন্ত ক্লেশ সহ্য করিতেও কখন পরাঙ্মুখ হন না, বরং আনন্দ প্রকাশ করেন। পিতা মাতা সন্তান দুরবস্থায় পড়িলে অত্যন্ত মনঃ পীড়া পান, যেহেতু সন্তান সুখী হইলে পিতা মাতার সুখের সীমা থাকে না, যদিস্যাৎ সন্তান কুক্রিয়ান্বিত হয়, তাহা হইলে তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখিত হন বটে, কিন্তু সেই দুঃখ প্রকাশ করিতে সাহস করেন না। এমন সহৃদয় পিতা মাতার সেবা করিয়া মনকে তুষ্ট রাখা অতীব কর্ত্তব্য। যদিও স্নেহ অধোগামী এবং তাঁহাদিগের ন্যায় স্নেহ করিতে সাধ্য হইবে না, তথাপি তাঁহাদিগের প্রত্যুপকার সন্তানের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য এবং অশোধনীয় ঋণে সম্পূর্ণ বদ্ধ থাকাও অনুচিত, তাঁহাদিগের আজ্ঞা প্রতিপালন করা বিশেষতঃ নিরাশ্রয় বৃদ্ধাবস্থায় ভক্তি অনুরূপ হইয়া পরম সুখ দায়ক

হওয়া, কর্ত্তব্য, ইহা না করিলে অত্যন্ত অধর্ম্ম হইতে পারে, কারণ যদি অপর কোন ব্যক্তি আমাদিগের কিঞ্চিৎ উপকার করে, তাহা হইলে তাহার নিকট বাধিত থাকিতে হয়, কিন্তু পিতামাতা যাবজ্জীবন সন্তানের মঙ্গল চেষ্টায় অর্পণ করেন, এজন্য তাঁহাদের প্রতি আমাদিগের কীদৃশ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য, তাহা বলা যায় না।



অতিশয় আশা করা অনুচিত।

মনুষ্যেরা অত্যন্ত সুখী হইলেও বর্ত্তমান অবস্থায় স্থির ও সন্তুষ্ট থাকে না; তাহাদের সকল অবস্থাই সংকীর্ণ বিবেচনা হয়, কারণ তাহাদিগের আত্মা ইহলোকে নিঃশেষ না হইয়া পরলোকে গমন করে, এই অভিলাষ নিয়ত জাগরূক থাকে, আত্মা পৃথিবীর সুখে সুখী হয় না, কেবল ভাবী সুখ প্রত্যাশায় সর্ব্বদা চঞ্চল থাকে। আত্মা পৃথিবীর আমোদের আস্বাদন পাইলেও তাহাতে স্পৃহা করে না, এজন্য আত্মার কেবল অভিনব বস্তুর প্রতিই ইচ্ছা জন্মায়, মান ও সৌভাগ্য অভিলাষ হয়, ইহাতে বোধ হয় যে, মনুষ্যের আত্মা স্বাভাবিক মহৎ, বর্ত্তমান অবস্থাতে সন্তুষ্ট থাকে না এবং সর্ব্বদা উচ্চাভিলাষী হয়। ইহা অতি মঙ্গলের বিষয় হইত, যদি উক্ত উচ্চাভিপ্রায় আমাদিগের আশা সকলকে সুপথ

দর্শাইয়া যথার্থ সুখ প্রাপ্ত করাইত, কিন্তু এই তিমিরাচ্ছন্ন ভ্রম যুক্ত অবস্থাতে আমাদিগে স্বভাব দুর্ভাগ্য বশতঃ কুপথগামী হয় এবং অন্যায় দুরাশা সকল বর্দ্ধিত করে। যে সকল মনোলোভা বস্তু কর্ম্মেন্দ্রিয় সম্মুখে উপস্থিত হয়, ধনিদিগের নিমিত্ত মান প্রদান ও পৃথিবীর অলীক সুখ সম্ভোগ জন্য অনেক মনুষ্যের মন মগ্ন ও অভিভূত থাকে, সেই সকল বিষয় ভাবনায় তাহারা কালক্ষেপ করে ও কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়; কি যুবা, কি প্রৌঢ়াবস্থা কি জরা ব্যক্তি, সকলেই উহার প্রতি ধাবমান হয়, কিন্তু আমরা মন্দ বস্তু হইতে বিরত থাকিবার চেষ্টা পাইব না কিম্বা পৃথিবীর যথার্থ সুখ আস্বাদনে স্পৃহা করিব না এমত নহে। এরূপ আশা সকল জ্ঞান দ্বারা ধৈর্য্য না করিলে মনুষ্যদিগের অন্যায় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার অনেক সম্ভাবনা। মনের বাসনা হইলেই কর্ম্মের উৎপত্তি হয়, যদি সেই বাসনা অতিরিক্ত হইয়া উঠে, তাহা হইলে আমাদিগকে নিন্দনীয় করে। যদি আমরা কল্পনা শক্তিকে মনোমধ্যে অসম্ভাবিত সুখ উত্তেজিত করিতে দেই, তাহা হইলে মনের কুশল ও স্থিরতা নষ্ট হয় এবং দুরন্ত রিপুদল প্রবল হইয়া উঠে। এস্থলে আমাদিগের আশা সকল পরিমিত ও শাসনে রাখা উচিত; অনেক লোক এমত বিবেচনা করে যে, তাহাদিগের অভিলষিত ধন ও উচ্চপদ প্রাপ্ত হইলেই সুখী হইতে পারে, আহা! যে স্থানে তাহারা সুন্দর গোলাপ

ও পদ্ম প্রস্ফুটিত বিবেচনা করিয়াছিল, সে স্থানে কণ্টক ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পায় না। এমত্ত দেখা গিয়াছে যে,ধন,মান,কুল, শীল, এবং রূপযৌবন সম্পন্ন ব্যক্তি সকল ও নৃপতিগণ আপনাদিগের অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া সামান্য ব্যক্তির অবস্থা আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন। বড় হইলেই অনেক ভাবনা ও শঙ্কা উপস্থিত হয়, কারণ উচ্চ বৃক্ষে কিম্বা উচ্চ শৈলশিখরেই প্রবল বায়ুবেগ ও বজ্রপাত হইয়া থাকে, কিন্তু পর্ব্বতের নিম্ন স্থলে কোন শঙ্কাই থাকে না।

তোষামোদ।

যে ব্যক্তি জ্ঞাত ও ইচ্ছা পূর্ব্বক অন্যের গুণ গোপন করে, কিম্বা মিথ্যা অপবাদ দেয়, অথবা তাহার কোন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিকে উৎসাহ করে, তাহাকে একরূপ প্রতারক বলা যাইতে পারে। এই সকল কুৎসিত ব্যবহার যে সকল অপকারের নিমিত্ত উৎপন্ন হয়, তাহাতে তদবলম্বী সকলকেই দোষী করা যাইতে পারে। চাটুকার এক প্রকার প্রতারক। তাহারা যথার্থ প্রশংসা ও সত্য বাক্য শেষ হইয়া গেলে মিথ্যা প্রশংসা এবং মিথ্যা কথায় সত্য প্রয়োগ করে। চাটুকারের স্বভাব অতি নিন্দনীয়, কোন মহৎ ব্যক্তি তাহার সেই ব্যবহারকে প্রশংসা করেন না।

চাটুকারেরা যে সকল বাক্য প্রয়োগ করে, তাহা অসত্য ভিন্ন উচ্চারণ করিতে ইচ্ছুক হয় না এবং সকল ব্যক্তিকে নীচাভিপ্রায়ে উৎসাহিত করে, যাহা ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা ঘৃণা করেন। তাহারা এমন সকল বিষয় অভিলাষ করে, যাহা সমাধা হওনের উপায় মিথ্যা কথা ও প্রবঞ্চনা ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। যদি তাঁহাকে কোন সত্যবাদী ও সরল ব্যক্তি ভর্ৎসনা করেন, তাহাতে তাহার কোন জ্ঞানোদয় না হইয়া বরং উপদেশককে শত্রু বোধ করে। সদ্ব্যবহারের সৌন্দর্য্য ও সৌরভ ইহার দ্বারা শীঘ্র অথবা বিলম্বে যে পুরস্কার প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার প্রতি তাহার কিছুই মনোযোগ হয় না, কেবল চাটুবাক্য রূপ সুরাপান করাইয়া অপরকে মুগ্ধ করতঃ তাহার নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করে। চাটুকারদিগের যে, কেবল রাজ সভায় ও তত্তুল্য স্থানে দেখা যায় এমত নহে। তাহারা সর্ব্বস্থানেই ও সর্ব্বাবস্থাতেই আছে। চাটুকারের চাটুকারতা যে স্থলে কিঞ্চিৎ প্রত্যাশা আছে এবং সেই স্থলে তোষামোদ দৃষ্ট হয়। এরূপ মহৎ ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হয় না, যিনি তোষামোদের বশীভূত নহেন, আর এমন সামান্য ব্যক্তিও নাই, যাহাকে অন্যে প্রশংসা করে না, যে সকল কুরীতি আছে, তাহাদের মধ্যে তোষামোদ অত্যন্ত প্রবল ও সর্ব্বসাধারণ মধ্যে দেখা যায়, কারণ ইহা সহজেই অন্যে প্রদান করিতে পারে ও অনায়াসে গৃহীত হয়। চাটুকারকে এক ভণ্ড তাপসের সহিত

তুলনা করা যাইতে পারে। সে মৌখিক এরূপ ভজনা করে, কিন্তু মনোমধ্যে তাদৃশ ভক্তি ও শ্রদ্ধা কিছুই নাই, কখন পরমেশ্বরের গুণোৎকীর্ত্তন করিতে থাকে, কিন্তু তাহাতে মুগ্ধ হয় না, তাঁহার অপরিসীম ক্ষমতা সকল ব্যাখ্যা করে, কিন্তু তাহাতে তাহার বিস্ময় হয় না। আমাদিগের যে রূপ গুণ আছে, তদপেক্ষা আমরা মনে মনে শ্রেষ্ঠ বোধ করি এবং এরূপ ইচ্ছা করি যে, সকল লোকে আমাদিগের বিবেচনা অপেক্ষাকৃত উত্তম জ্ঞান করিবে। যদিও আমরা বিলক্ষণ রূপ অবগত হই যে, চাটুকারদিগের প্রশংসা তাহাদিগের মনের সহিত নহে, তথাপি আমরা তোষামোদের প্রিয় হইয়া থাকি, কেননা তাহাতে আমাদিগের ক্ষমতা ও অনুগ্রহ প্রকাশ পায়। প্রভুদিগের তোষামোদ না করিলে অধীনদের মনোরথ পূর্ণ হওয়া কঠিন, যে সকল ভৃত্য ন্যায় কথা কহে এবং প্রভুদিগের তোষামোদ করে না, তাহাদের মানস পরিপূর্ণ হয় না, আর যাহারা তোষামোদ করিতে পারে তাহারা প্রভুর প্রিয়পাত্র এবং প্রার্থনানুরূপ কার্য্যে নিযুক্ত হয়। যে সকল লোক পুরাকালে ও ইদানীং প্রশংসিত হইয়াছেন এবং হইতেছেন, তাঁহাদের চাটুকারের নাম জ্ঞাত হইলে কেহই সন্তোষ হন না। আমরা এ পর্য্যন্ত দেখি নাই যে, কোন নিষ্ঠুর রাজা দস্যু, অত্যাচারী ও ঘৃণিত ব্যক্তি কিম্বা কোন দুরাচার, দুরাত্মা এবং দুষ্কর্ম্মান্বিত আত্মা কিঞ্চিৎ ব্যয়ে কখন

মনোমত প্রশংসা প্রাপ্ত হয় নাই। যেমন অত্যন্ত কুৎসিত ব্যবহার হইলে প্রশংসা পাইবার অসম্ভাবনা নাই, সেই মত আত্মশ্লাঘাতে অতিশয় প্রশংসা গ্রহণ করিতে লজ্জা বোধ করে না। রুম দেশের রাজারা দেবতাদিগের ন্যায় পূজা গ্রহণ করিতেন এবং দেবতুল্য ভজনা ও অর্চ্চনার উপযুক্ত বাক্য সকল অসভ্যদিগের দ্বারা প্রয়োগ করা হইত, যাহারা মনুষ্য মধ্যে অঙ্গার স্বরূপ হইয়াছে, অথবা মনুষ্য মধ্যে গণনা হইতে পারে না, তাহারা কেবল ধন ও উচ্চপদ বলে সমুচিত দণ্ডতে প্রতিফল ভোগ করে না।

মনে মনে যে সকল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি আছে, তাহাদের মধ্যে তোষামোদ স্পৃহা সর্ব্বসাধারণে দেখা যায়, এবং ইহা অপেক্ষা আর কিছুতেই এত অধিক অনিষ্ট করে না। আমরা আত্মপ্রিয়, কেহ তোষামোদ করিলে তাহার প্রতি অতিশয় তুষ্ট হই। মিথ্যা প্রশংসায় আমাদিগের আশু প্রিয় বস্তুতে তৃপ্ত করে এবং আমরা চাটুকারদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে পুরস্কার দেই। তোষামোদ স্পৃহা যে, কি রূপ নীচ ও হেয় প্রবৃত্তি, তাহা সকল লোকে জানিতে পারিলে চাটুকারেরা ঘৃণিত হয়। এই নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি হইতে আমরা যে সকল গুণের সহিত অলঙ্কৃত হইতে মানস করি, তাহা আমাদিগের ভ্রম মাত্র, সেই কুফল প্রাপ্ত হইবার অভিপ্রায়ে আমরা চাটুকারদিগের

প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হই এবং তাহারা অন্যের স্বভাব ও গুণের সহিত আমাদিগকে অলঙ্কৃত করে, কিন্তু ইহাতে আমাদিগের কিছুই শোভা হয় না, বরং অন্যের নিকট নিন্দনীয় হইতে হয়, যদ্রূপ অপরের পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করিলে আপনার মনেই ঘৃণা ও লজ্জা বোধ হইতে থাকে; আমাদিগের নিজ স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া অন্যের ন্যায় হইতে চেষ্টা না করিয়া আপন স্বভাব উত্তম করণ ও কুৎসিত প্রতিরূপ না হইয়া উত্তম আদর্শ হওনে শ্রম করা প্রশংসনীয় বটে। যেমন তোষামোদ করা অতি নীচ কর্ম্ম, সেই রূপ যথার্থ প্রশংসা করাও অত্যন্ত প্রশংসাজনক। উত্তম প্রশংসা চিরস্থায়ী হইয়া থাকে, কবি সকল অন্যকে বর্ণনা ছলে অমর করিয়া পুরস্কার স্বরূপ আপনাকে চিরজীবী করেন এবং সেই কবিতাবলি পাঠ করিয়া উভয়ই সন্তুষ্ট হন; কোন ব্যক্তি আপনার গুণের জন্য পুরস্কার প্রাপ্ত হন, কেহ বা গুণজ্ঞ বলিয়া মাননীয় হন। উত্তম নাম দুর্ম্মূল্য সুগন্ধ ঔষধি সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। যদি আমাদিগের বিবেচনা পূর্ব্বক ও প্রকৃত রূপ প্রশংসা করা হয়, তাহা হইলে উত্তম সুগন্ধের ন্যায় সৌরভ প্রকাশ পায়, কিন্তু যদি ঐ সুগন্ধ দুর্ব্বল ধাতুতে অতিরিক্ত ঘ্রাণ দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহাতে উপকার না হইয়া বরং অপকার করে এবং ইন্দ্রিয় সকলকে পরাজয় করে।

প্রতিহিংসা।

প্রতিহিংসা করিলে এক প্রকার আপন হস্তে দণ্ড বিধান করা হয়, ইহাতে উৎসাহ হওয়া যুক্তি সিদ্ধ নহে। যাহাতে উহা প্রবল না হয়, এরূপ উপায় দ্বারা নিয়মাধীন হওয়া উচিত। যাহারা প্রথমে অনিষ্ট করে, তাহারা অন্যায় ও রাজনিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতে চেষ্টা পায়; কিন্তু যাহারা প্রতিহিংসা করে, তাহারা ব্যবস্থা বহিভূর্ত কার্য্য ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পায় না, প্রতিদ্বেষ করিলে আমরা আমাদিগের শত্রুর সহিত তুল্য হই, কিন্তু দোষ মার্জ্জনা করিলে মহতের ন্যায় কার্য্য হয় এবং তাহাতে আমাদিগের গৌরব বৃদ্ধি করে। প্রকাশ্য রূপে প্রতিহিংসা করিলে বরং বীরত্ব আছে, কিন্তু গোপনে করিলে কাপুরুষত্ব প্রকাশ পায়। ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি শত্রু, হইলে তাহার প্রতিহিংসা করা মূর্খতা মাত্র, আর শত্রু যদিস্যাৎ ঘোরতর বিপদে পতিত হয়, তাহা হইলে তাহার অনিষ্ট চেষ্টা পাওয়া নিষ্ঠুরতা ও নীচতা প্রকাশ পায়।

অনেকে ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেও মাৎসর্য্যের বশবর্ত্তী হইয়া প্রতিহিংসা করিতে বিশেষ চেষ্টিত হয়। তাহারা প্রতিদ্বেষ না করিলে মনে করে বুঝি অপমান স্বীকার করা হইল। যদি সকলেই এই রূপ বিবেচনা করিয়া শত্রুদিগের শাসন নিমিত্ত প্রতিহিংসায় উৎসাহিত হইয়া

আপন হস্তে দণ্ডবিধান করে, তাহা হইলে ধৈর্য্য ও নিয়মের ভঙ্গ করা হয়, অত্যাচার, দৌরাত্ম্য, উপদ্রব প্রভৃতি কুকর্ম্মের বৃদ্ধি হইয়া উঠে, যে ব্যক্তি ন্যায় পথের বহিভূর্ত হইতে ইচ্ছা করেন না, তিনি আপনার মঙ্গল নিমিত্ত অন্যের মঙ্গল অপেক্ষা করেন। সহস্র২ ব্যক্তি উচ্চ পদ অভিলাষ এবং তাঁহার অধিকার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়, ইহাই চিন্তা করিতে থাকেন, যে মনুষ্য আপনার শুভ অন্যের মঙ্গল অপেক্ষা চেষ্টা পান, তিনি যথার্থ সূক্ষ্ম বিচার করিতে পারেন না, তৎকালীন তাঁহার মন অন্যায় রিপু সকলকে প্রবল করে এবং অমনোযোগ বশতঃ ক্লেশ ও আপদে নিবিষ্ট থাকে, এমত বিধি আছে। এক ব্যক্তিকে অবশ্যই ক্ষান্ত থাকা উচিত,। যে ব্যক্তি প্রথমে অনিষ্ট করে, তাহাকে যদি প্রতি-হিংসা করা হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি নিবৃত্ত থাকে, এমত আশা করা যাইতে পারে না, কারণ যে রূপ অহঙ্কারে ও উগ্রস্বভাবাপন্ন হইয়া প্রথমে অনিষ্ট করিয়া থাকে, সেই ভাব তাহার কিঞ্চিৎ পরে থাকে না, আর প্রতিহিংসা করিতে গেলে প্রায় অতিরিক্ত শাসন হইয়া উঠে এবং অসদ্ভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে। যে সকল কলহ, বিবাদ, বিসম্বাদ পরিবার ও প্রতি-বাসী মধ্যে দেখা যায় এবং যাহাতে লোক সংসর্গে বিষম জ্বালা হইয়া উঠে ও জীবনের সমূহ দুঃখ উৎ-পত্তি করে, তাহার মূল কারণ কেবল প্রতিহিংসা-

স্বভাব। যদিস্যাৎ সূক্ষ্ম বিবেচনা করিতে এবং অন্যের অভিপ্রায় জানিতে সক্ষম হও তবে অনিষ্ট বিবেচনা হইলেও ক্ষমা করা কর্ত্তব্য। ক্ষমতা না থাকিলে কলহে নিবৃত্ত হওয়াই সম্ভব, প্রতিহিংসা যে রূপ অধম কার্য্য, ইহা নীচ ও ঘৃণিত ব্যক্তি মধ্যেই দৃষ্ট হয়। যাহারা এই প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হয়, তাহাদের দিবা রাত্রি সুস্থতা থাকে না এবং অধিক ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, যাঁহারা সেই হিংসার বশীভূত নন, তাঁহারা এরূপ ক্লেশ সহ্য করেন না। প্রতিহিংসা যেরূপ কঠিন, হানি জনক ও ক্লেশদায়ক, তাহার বিপরীতগুণ ক্ষমা অতি সহজ ও স্বাস্থ্যদায়ক। যিনি কাহারো অনিষ্ট করেন না, তাঁহাকে মহৎ ও বিজ্ঞ বলিতে হইবে, বিশেষতঃ অপকারকের হিংসা না করিয়া ক্ষমা করা আরো অধিক মহৎ ও পুণ্য জনক কার্য্য, তাহার সন্দেহ নাই।



সাহস।

একদা ডিমস্থেনিস্‌কে কেহ প্রশ্ন করিয়াছিল যে, বক্তৃতার প্রধান ও প্রথম গুন কি, তিনি তাহাতে উত্তর দিয়াছিলেন যে, বাহ্যিক ভাবভঙ্গি উহার প্রথম গুণ, পরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় গুণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি পূর্ব্বোক্ত প্রকার উত্তর করিলেন। এই কথা সকলের মনোনীত ও গ্রাহ্য যোগ্য হইবে তাহার সন্দেহ নাই।

কারণ ডিমসথেনিস্ বক্তৃতা বিষয়ে অত্যন্ত নিপুণ এবং শরীরের ভঙ্গি প্রদর্শনে স্বভাবতঃ অপটু ছিলেন। এই কথা শুনিলে অনেকেই আশ্চর্য্য হইবেন যে, বক্তৃতার সামান্য ও বাহ্যিক গুণ যাহা কোন নটের উপযুক্ত হইতে পারে, তদ্ভিন্ন উত্তমোত্তম গুণ অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করা হয়; কিন্তু ইহার কারণ অতি স্পষ্ট বোধ হইতেছে। মনুষ্যেরা অধিকাংশই মূর্খ যে স্থলে বাহ্যিক আড়ম্বর আছে, তাহারা তাহাতেই মুগ্ধ হয়। সাহসের বিষয়ও তদনুরূপ বলা যাইতে পারে। সামুদায়িক বিষয় কর্ম্ম করিতে হইলে সাহস অত্যন্ত আবশ্যক হয়, কিন্তু সাহস অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ গুণ আছে, যাহা মূর্খ ও সামান্য ব্যক্তি মধ্যেই দেখা যায়। অল্প বুদ্ধি ও ভীরুস্বভাব ব্যক্তি এরূপ অনেক আছে, যাহারা সাহস সন্দর্শনে মোহিত ও চমৎকৃত হয়। কখন২ সাহস দৃষ্টে বিজ্ঞ লোকদিগেরও ভ্রম জন্মায়। প্রথম সাহস দ্বারা অনেক আশ্চর্য্য কর্ম্ম সম্পূর্ণ হয় ও ক্রমশঃ লোকের মোহ দূর হয়। যেমন শরীরের আরোগ্য বিষয়ে অনেক অজ্ঞ চিকিৎসক অর্থাৎ হাতুড়িয়া বৈদ্য আছে, সেই রূপ রাজকীয় বিষয়েও অনেক ধূর্ত্ত ও প্রতারক দেখা যায়। মূর্খ ভিষকগণ কঠিন রোগ আরোগ্য করিবার নিমিত্ত সাহসিক হয় এবং দুই এক বিষয়ে হঠাৎ কৃতকার্য্যও হইয়া থাকে, কিন্তু বিদ্যার অভাব জন্য জনসমাজে আশু উপহাসাস্পদ হইতে হয়। সাহসিক ব্যক্তিরা বৃহৎ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া পরে অক্ষম হইলে সে বিষয়

আর অন্দোলন না করিয়া অন্য বিষয়ের প্রতি মনো-
যোগী হয়, এই সকল অকর্ম্মণ্য সাহস দৃষ্টে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা
কৌতুকবিশিষ্ট হয় এবং সামান্য লোকেও তাহা-
দিগকে পরিহাস করিয়া থাকে, অসম্ভব বিষয়ে
সাহস করিলে উপহাসের যোগ্যই হইতে পারে, কিন্তু
সাহসে অসম্ভবের অংশই অধিক দেখা যায়, এজন্য সাহ-
সের প্রতিও উপহাস করা যাইতে পারে। দুঃসাহসী
লোকেরা প্রায় অন্ধ হইয়াই কর্ম্ম করে, কারণ আপদ,
বিপদ এবং সঙ্গত অসঙ্গত ইহার প্রতি কিছুই দৃষ্টি করে
না, তন্নিমিত্ত অবিবেচক সাহসী ব্যক্তির সহিত পরামর্শ
করা যুক্তি সিদ্ধ নহে, বরং কোন কর্ম্ম বিলম্বে সম্পূর্ণ হয়,
তাহাও উত্তম, তথাপি দুঃসাহসিক হইয়া হঠাৎ কোন
কর্ম্ম করা যুক্তি যুক্ত নহে সামান্য কিম্বা অত্যাবশ্যকীয় কর্ম্ম
হইলেও পূর্ব্বে তাহার দোষ গুণ বিবেচনা করিতে হয়,
যে কোন কর্ম্ম হউক না কেন, প্রথমতঃ তাহার সঙ্গতা-
সঙ্গত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া তাহাতে সাহস
করা কর্ত্তব্য, যদিস্যাৎ যুক্তি সিদ্ধ কার্য্যে সাহস পূর্ব্বক
তাহাতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে কখন বিজ্ঞ লোকের নি-
কট হাস্যাস্পদ হইতে হয় না, বরং এরূপ বিবেচনা
হইতে পারে যে, এ ব্যক্তি কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রতি সাহসী
হইয়া হস্তক্ষেপ করিয়াছিল, কিন্তু দৈব বিড়ম্বনা প্রযুক্ত
অক্ষম হইয়া তৎকার্য্য সম্পাদন করিতে পারে নাই,
কিন্তু ইহাতে ইহার প্রতি দোষারোপ করা যাইতে পা-
রে না অতএব সাহসিক ব্যক্তি হইলেই যে, প্রশংসাভা-

জন হইবেন এমত নহে, সাহস, ক্ষমতা এবং বিবেচনা এই তিন গুণ না থাকিলে সাহসিকের সাহসের উপর কেহ প্রশংসা করে না।



মৃত্যু।

মৃত্যু আমাদিগকে অপরিচিত স্থানে লইয়া যায়, পরকালে আমাদিগের পাপ অথবা পুণ্যের কিরূপ ভোগাভোগ হইবে, তাহা আমরা জানিতে পারি না, সেই হেতু সকল জীবেই অন্তিম সময়ের চিন্তা করিয়া থাকে এবং মরণের নিমিত্ত অতিশয় ভীত হয়। কোন্ স্থানে গমন করিলে মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, তাহার নিশ্চয় কিছুই নাই, তন্নিমিত্ত অন্তঃকরণে নানা প্রকার আশঙ্কা উপস্থিত হয়। মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে শরীরস্থ রিপু সকলকে অস্থির করে এবং চিত্ত উদ্বিগ্ন হয়। এই কাল বড় ভয়ঙ্কর কাল, ইহাতে পৃথিবীর সমুদয় আমোদ প্রমোদ এবং বিষয় বিভবাদির সুখাশা, পুত্র কলত্রাদি ও বন্ধু বান্ধবের বিচ্ছেদ ইত্যাদি নানাবিধ দুশ্চিন্তায় মনকে অভিভূত করে, স্থান ও অবস্থা পরিবর্ত্তনের নিশ্চয়তা এবং গন্তব্য স্থানের অনিশ্চয়তা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তিকেও চমকিত করে; কিন্তু পরমেশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিলে এই সকল ভয় কিছুই উপস্থিত হয় না, কেবল ব্রহ্মানন্দ সুখে সর্ব্বদা সুখী হইতে পারে, বালকেরা

যেমন অন্ধকারে যাইতে ভীত হয়, সেই রূপ মনুষ্যেরাও মৃত্যুকে ভয় করে ; কিন্তু শিশুদিগের সেই ভয় ক্রমে জ্ঞানের পরিপক্বতা হইলে আর থাকে না, জীবের মৃত্যু ভয় হইতে নিস্তারের কোন উপায় নাই। মরণের যে আশঙ্কা দেহী মাত্রেরই অন্তঃকরণে জাগরূক আছে, মৃত্যু পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ এবং পরলোকের একটি প্রধান সোপান হইয়াছে, এই ভাবনা অতি পবিত্র ও ধর্ম্ম সঙ্গত বলিতে হইবে, কিন্তু কাল পরিণত হইলে আমাদিগের শরীরকে যে, ধ্বংস করিবে, তন্নিমিত্ত কোন শঙ্কা করা অত্যন্ত হীনবুদ্ধির কর্ম্ম। কেহ২ এরূপ চিন্তা করেন যে, আমাদিগের কোন অঙ্গে কিঞ্চিৎ আঘাত পাইলে যখন ক্লেশ বোধ করি, তখন মৃত্যু সময় ইহাপেক্ষা কত ক্লেশ বোধ হইবে, তাহা বলা যায় না, কারণ তৎকালীন সমস্ত শরীর অবসন্ন এবং জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য হইয়া যায়, কিন্তু একথা সর্ব্ববাদী সম্মত নহে, কেননা অনেক দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে যে, মৃত্যু-যন্ত্রণা জীবিত শরীরের যন্ত্রণা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ইতর বিশেষ আছে। রোগীর রোগজন্য আর্ত্তনাদ, শরীর কম্পন, দুর্ব্বলতা এবং বন্ধু বান্ধবগণের বিলাপ ও তাহাদিগের প্রতি স্নেহ এবম্প্রকার কারণে মৃত্যুকে ভয়ঙ্কর বোধ হয়, মৃত্যু নিশ্চয়ই হইবে, ইহার ক্লেশও ক্ষণ কাল মাত্র, অতএব ইহার ক্লেশ সমূহ একবার সহ্য করা বরং উত্তম, তথাপি উহার জন্য ভীত থাকা অনুচিত। সমুদয় যন্ত্রণাই জীবিতা

বস্থায় হইয়া থাকে। কালান্তে পৃথিবীও করাল কালের হস্তে পতিত হইবে। কত শত দ্বীপ দ্বীপান্তর এবং শৈল অরণ্যাদি সমুদ্র গত হইয়াছে, কত অসঙ্খ্য নগরের উপরি ভাগ দিয়া অর্ণবযান চালনা হয়, আর জলপ্লাবনে ও ভূমি কম্পে কত শত লোকের জীবন নষ্ট হয়, তবে সামান্য শরীরের বিষয়ে ভীত হওয়া অত্যন্ত কাপুরুষের কর্ম্ম, যদি মৃত্যু নিশ্চয়ই হইবে, ইহার উপায়ান্তর নাই, তবে ভয় করা বৃথা। মৃত্যুর আশঙ্কা আমাদের মনে নিয়ত উদিত হয় এবং জীবনকে ক্লেশ দেয়, এই জীবন অনন্ত কালের উপক্রম এবং মৃত্যু ঐ কালের এক মাত্র দ্বার, আমাদিগের পৃথিবীতে প্রবেশ হইবার এক মাত্র পথ আছে, কিন্তু ইহা হইতে নির্গত হওনের অনেক উপায় দেখা যায়। পৃথিবীস্থ চেতনাচেতন সমুদয় পদার্থই অনিত্য, কালের গতি মাহাত্ম্যে সকলকেই মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইতে হইবে, কেবল কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ মাত্র লক্ষ্য হইয়া থাকে, নতুবা মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে কেহই সমর্থ নহেন, যিনি দিব্য জ্ঞান যোগে পরম কারুণিক পরমেশ্বরের এই অপার কৌশল অবগত হইতে পারিয়াছেন, কালে তিনিও বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন, এক মাত্র নিত্য নিরঞ্জন সর্ব্বব্যাপী হইয়া থাকিবেন। যাহা হউক, জীবদিগের মৃত্যু হইলে পশ্চাৎ কোন গতি প্রাপ্ত হইবে, ইহার স্থির সিদ্ধান্ত হওয়া অতি কঠিন। অতএব মৃত্যু জন্য ভীত হওয়া অতি নির্ব্বোধের

কার্য্য বলিতে হইবে; জীবন বিনাশকর অনেক উপায় আছে, এই আত্মা স্থূল হইতে স্থূল এবং সূক্ষ্ম হইতেও অতি সূক্ষ্ম, এরূপ সম্ভাবনা বিস্তর দেখা গিয়াছে যে, একটি সামান্য আঘাতে কিম্বা বিস্ফোটকাদি অতি সামান্য পীড়ায়, যাহাতে ক্ষুদ্র জীবেরও প্রাণ বিয়োগের আশঙ্কা উপস্থিত হয় না, তাহাতে বলবান্ একটি বৃহৎ প্রাণীর প্রাণ বিনাশ হইয়াছে। অতএব মরণ অতি সহজেই হইতে পারে, কেহ বা বহুবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া কুস্থানে মরিয়া থাকে। কোন মত বিশেষে জনন মরণ পর্য্যন্ত দেহের অবস্থা অবলোকন করিয়া পাপ ও পুণ্যের ভোগাভোগ নিরূপণ হইয়াছে, বাস্তবিক ইহা অযৌক্তিক বলা যাইতে পারে না। আমাদিগের পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক সমুদয় সুখ ভোগ করিতে অনেক কাল গত হইয়া থাকে, কিন্তু এই দীর্ঘকাল সাধ্য বিষয়ে বঞ্চিৎ হইতে ক্ষণ কালের মধ্যে পারা যায়। অর্থাৎ জগদীশ্বর উৎপত্তি আর ধ্বংসের যেরূপ সময়ের ন্যূনাধিক্য করিয়া দিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার অসীম মহিমা এবং কৌশলই প্রকাশ হইয়াছে, যেমন একটি বৃক্ষ রোপণ করিয়া তাহার সারত্ব সম্পাদন করিতে যত সময়ের অপেক্ষা করে, কিন্তু তাহাকে ছেদন করিতে তত কাল বিলম্ব হয় না। এই সকল দৃষ্টান্তে জ্ঞানী লোক মৃত্যুকে কখনই ভয় করে না, কিন্তু মৃত্যু অপেক্ষা মৃত্যুর ভয় অধিক বোধ হয়, কারণ পঞ্চভূতের খি-

চ্ছেদ হওয়া অতি সূক্ষ্ম সময়, তাহা কোন মতেই স্থূল বুদ্ধিতে উপলব্ধি হইতে পারে না, তবে মরণের ভয় করা বৃথা, কেবল এই মাত্র অন্তঃকরণে আশঙ্কা হয় যে, আমার কিরূপে মরণ হইবে, কি জানি, পাছে কোন ঘোর শঙ্কটে পড়িয়া মরিতে হয়, নতুবা মৃত্যু একদিন অবশ্যই হইবে, ইহা কে না মনে করিয়া থাকে, বাস্তবিক মনোমধ্যে একটা ভয় নিয়ত উপস্থিত হইলে কেহ কথনই সুখী হইতে পারেন, সামান্য বিপদে যদিস্যাৎ পতিত হইতে হয়, তাহার উদ্ধারের উপায় বিবিধ প্রকার হইবার সম্ভাবনা আছে, বিপদ বিশেষে গত্যন্তর না থাকিলেও কোন নির্জ্জন স্থানে পলায়ন করিয়া রক্ষা হইতে পারে, যাহার কোন উপায় বা যুক্তি নাই, সেই দুশ্চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া কেবল শরীর জীর্ণ করা এবং ভাবী বিপদকে আহ্বান করিয়া আনিতে হয়, তন্নিমিত্ত জ্ঞানী মহাত্মারা কহিয়াছেন যে, ভবিষ্যৎ চিন্তা করা নিতান্ত মূর্খের কর্ম্ম। অনেক মূঢ়লোক সাংসারিক কষ্ট কিম্বা শরীরের ক্লেশ জন্য মৃত্যু প্রার্থনা করে, কেহ বা মোহ বশতঃ আত্মহত্যা হয়, এই রূপ গর্হিত কার্য্য ঐহিক পারত্রিক উভয়েরই দোষাকর হইয়া থাকে, ইহাতে করুণা পূর্ণ বিশ্বজনকও অতিশয় কোপাবিষ্ট হন, যেহেতু তাঁহার সুচারু নিয়মের বহির্ভূত কর্ম্ম করা হইয়াছে। অতএব যখন আমাদিগের মৃত্যুই নিশ্চয় অবধারণ হইয়াছে, তখন সেই অন্তিম সময়ে

জগৎ পিতা দয়াময়ের প্রতি এই দেহের সমুদয় ভার সমর্পণ করিয়া তাঁহার মহিমা এবং নাম পুনঃ২ স্মরণ করাই বিধেয় ॥

রিপু সকল যদিও মৃত্যুর কোন কারণ না হউক, তথাপি তাহাদিগকে ভয় করিতে হয়, যেহেতু তাহারা প্রবল হইলে শরীরের পক্ষে অনেক অনিষ্ট করিতে পারে, এক ক্রোধ রিপু উন্নত হইলে তাহার অসাধ্য কিছুই নাই, রোষপরবশ ব্যক্তিগণ অপরের কথা দূরে থাকুক, আত্ম প্রাণ পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়া থাকে, এইরূপ কামাদি রিপুকুল প্রতিকূল হইলে অসম্ভাবিত কর্ম্মেরও সম্ভাবনা ঘটাইতে পারে। প্রতিহিংসার চেষ্টায় প্রথমতঃ মনুষ্যকে উল্লাসিত করে বটে; কিন্তু পশ্চাৎ সেই উল্লাসের সহিত তাহার মৃত্যু হইবারও সম্ভাবনা হইয়া থাকে। প্রণয়ের বশীভূত হইয়া অনেকে মৃত্যুর উপেক্ষা করে, কেহবা সম্ভ্রানের হানি জন্য কিম্বা অপমান ভয়ে মরণের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে, কেহ অধৈর্য্য শোকে আক্রান্ত হইয়া অকালে কালকবলে পতিত হয়। জন্য পদার্থ অচির স্থায়ী বটে, তথাপি তাহাকে সুনিয়ম পূর্ব্বক রক্ষা করিলে দীর্ঘ কাল থাকিবার সম্ভাবনা আছে, আর যদিস্যাৎ অনিয়ম কি অযত্নে তাহাকে রাখা যায়, তাহা হইলে যে বস্তু এক শত বর্ষেও ধ্বংস হয় না, তাহা দশ বৎসরের মধ্যে লোপ হইয়া যায়। এই ক্ষণভঙ্গুর শরীর যদ্যপি ঈশ্বরীয় সুচারু নিয়মে এবং নিয়ত

যত্ন সহকারে ইহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করি, তাহা হইলে শত বৎসরের অধিক কালও সতেজ জীবিত থাকিতে পারে, কিন্তু আমরা অজ্ঞান প্রভাবে এমন অমূল্য মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হইয়াও কিছু মাত্র যত্ন করিলাম না, অথবা সজ্জনোচিত কোন কর্ম্ম কাণ্ডও করি নাই যে, তাহাতে আমাদিগের যশঃ শশাঙ্ক নির্ম্মল আলোক প্রদান করে, কেবল অনিত্য সুখান্বেষণে আর মরণকে ভয় করিয়াই দুর্লভ মানব জন্ম শেষ করিলাম, হায়! আমাদিগকেও ধিক, এবং আমাদিগের এরূপ বুদ্ধিকেও ধিক? ভবিষ্যতে যে, সুখ সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইবে এবং তাহাতে আমরা সুখী হইব, ইহার কোন রূপ উপায় না দেখিয়া যাহারা পশ্চাৎ মৃত্যুকে ভয় করে, তাহারা কোন কালেও উন্নতি প্রাপ্ত কিম্বা স্বাধীন সুখভোগ করিতে পারে না,

প্রকৃত জ্ঞানের সহিত বিবেচনা করিয়া দেখিলে বিশ্বস্রষ্টা পরম কারুণিক এই মৃত্যুর সৃষ্টি করাতে তাঁহার যে, কত বড় কৌশল ও মহিমা প্রকাশ হইয়াছে, তাহা কি মানব জাতির সামান্য বুদ্ধিতে উপলব্ধি হইতে পারে? কখনই নহে, কতগুলীন স্থূল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি পাত করিলেই বোধগম্য হইতে পারিবে, যদিস্যাৎ মৃত্যুর সৃষ্টি না করিতেন, তাহা হইলে নিত্য নব নব ভাবের উদয় কিপ্রকারে হইত? এই জগৎ সংসারে প্রত্যহ নূতন

নূতন পদার্থ কিরূপে দৃষ্টিগোচর করা যাইত ? নিত্যই বা নূতন বস্তু কি উপায়ে প্রাপ্ত হইতাম ? নিত্য সুখজনক এবং নেত্রানন্দকর শোভমান কোন বিষয়ই দেখিতে পাইতাম না, অথবা প্রতি নিয়ত নিত্য নূতন সুখভোগ কি প্রকারে হইবার সম্ভাবনা ছিল ? জনন আর মরণ ইহাদিগের পরস্পর সংযোগ সম্বন্ধ, জন্ম না হইলে মৃত্যু হয় না এবং মৃত্যু না হইলেও জন্ম কিরূপে হইতে পারে, যদিস্যাৎ এরূপ আপত্তি করা যায়, ধ্বংস না হইয়া কেবল উৎপত্তিই হইতে থাকুক, তাহা হইলে অনুমান করি, এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড একটি জীব কিম্বা একটি দ্রব্যেতেই পরিপূর্ণ হইত, দ্বিতীয় আর একটি কোন মতেই স্থান প্রাপ্ত হইত না. কিম্বা একবার সকল পদার্থ সৃজন হইয়া সেইরূপ এক ভাবে থাকিলে কোন ক্ষতি ছিল না, তাহা হইলে এই বিশ্বরাজ্যের সৃষ্টি বিষয়ের কিছুই আশ্চর্য্য থাকিত না এবং পরমেশ্বরের সৃজন কৌশল কি তাঁহার অনির্ব্বচনীয় মহিমার প্রশংসা কেহই করিত না, এক বস্তু প্রত্যহ একি রূপভাবে দৃষ্টি করিলে অথবা এক দ্রব্য নিত্য উপভোগ করাতে তাহার সুখাস্বাদন অনুভব করা যায় না, ক্রমে সকলের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভক্তির হ্রাস হইতে থাকে, আর সমুদয় পদার্থই স্বভাব সিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইত, ইহ জগদুৎপত্তির কারণ এবং কর্ত্তা বলিয়া কিছুই নির্দ্দিষ্ট করা যাইত না,

এইরূপ চিন্তাকেই নাস্তিকের লক্ষণ বলিয়া থাকে, যদিস্যাৎ জগতের সৃষ্টি সংহারক এক জন কর্ত্তা আছেন, এরূপ বিশ্বাস করা হয়, তাহা হইলে তাঁহার সৃষ্টির প্রতি প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ই দান করিতে হইবে, অনর্থক কি অকর্ম্মণ্য কোন পদার্থই উৎপত্তি করেন নাই, রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু এবং সুখ দুঃখ প্রভৃতি যত কিছু জীবের উপর উপভোগের নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, অর্থাৎ যাহাতে প্রাণী সকল মোহ বশতঃ ক্লেশ এবং দুঃখানুভব করিয়া থাকে, বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমাদিগের সকলই প্রয়োজনীয় বিষয়, অনাবশ্যক কি ইহাতে মনুষ্যের কোন উপকার নাই, এরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না, পরমেশ্বরের এবম্প্রকার সৃষ্টি কৌশল সিদ্ধ পুরুষেরা নিয়ত চিন্তা করিয়া জগতের তাবদ্বিষয়ে বিরক্ত হইয়া বনচারী হইয়াছেন, কেহ বা যাবতীয় পদার্থের মর্ম্ম এবং সুখানুভব জন্য যত্নবান হন, অর্থাৎ বিশ্বসংসার সৃজন করণের কি তাৎপর্য্য এবং ইহাতে জগৎপাতার কিরূপ মহিমা প্রকাশ হইয়াছে, এই সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করা ও জ্ঞাত হওয়া মানবের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব জ্ঞানী লোক সকল মৃত্যু জন্য সুখ কি দুঃখের নিমিত্ত চিন্তা করেন না; তাঁহারা সদানন্দে কালযাপন করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহাতে একটি সূক্ষ্ম বিবেচনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে, অর্থাৎ যাহাতে আশু উপকার বোধ এবং

সুখানুভব করা যায়, আদৌ তাহাতেই লোকের প্রবৃত্তি জন্মে, বাস্তবিক তাহা বলিয়া সেই ভাবী সুখ দুঃ-খের জন্য বিজ্ঞ ব্যক্তি কখন আপনার অন্তঃকরণ দুশ্চিন্তায় নিমগ্ন রাখেন না, তাঁহারা স্থির সিদ্ধান্তই জানেন যে, শরীর ধারণ করিলে সুখ ও দুঃখের ভোগাভোগ অবশ্যই হইবে, তন্নিমিত্ত বর্ত্তমানাবস্থায় ভবিষ্যৎ ক্লেশের প্রতীকারের চেষ্টা দেখা বিধেয় বটে, আর বিদ্যা এবং ধন এতদুভয়ের উপার্জ্জন সময়ে আপনাকে অজর ও অমরের ন্যায় বোধ করিতে হইবে, কিন্তু কোন পুণ্য সঞ্চয় কালীন উপস্থিত মৃত্যু জ্ঞান করিয়া তাহাতে আর কাল বিলম্ব করিবে না।

সমাপ্ত।